আজকাল

রেজিনগরে ভোট-প্রচারে আজ শুভেন্দু

শুভমানের দ্বিশত, রোহিতের শতরানে সিরিজ জয় ভারতের

www.aajkaal.in কলকাতা ১৩ আশ্বিন ১৪৩৩ বৃহস্পতিবার ১ অক্টোবর ২০২৬ শহর সংস্করণ* ৫.০০ টাকা ১২ পাতা পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১ টাকা

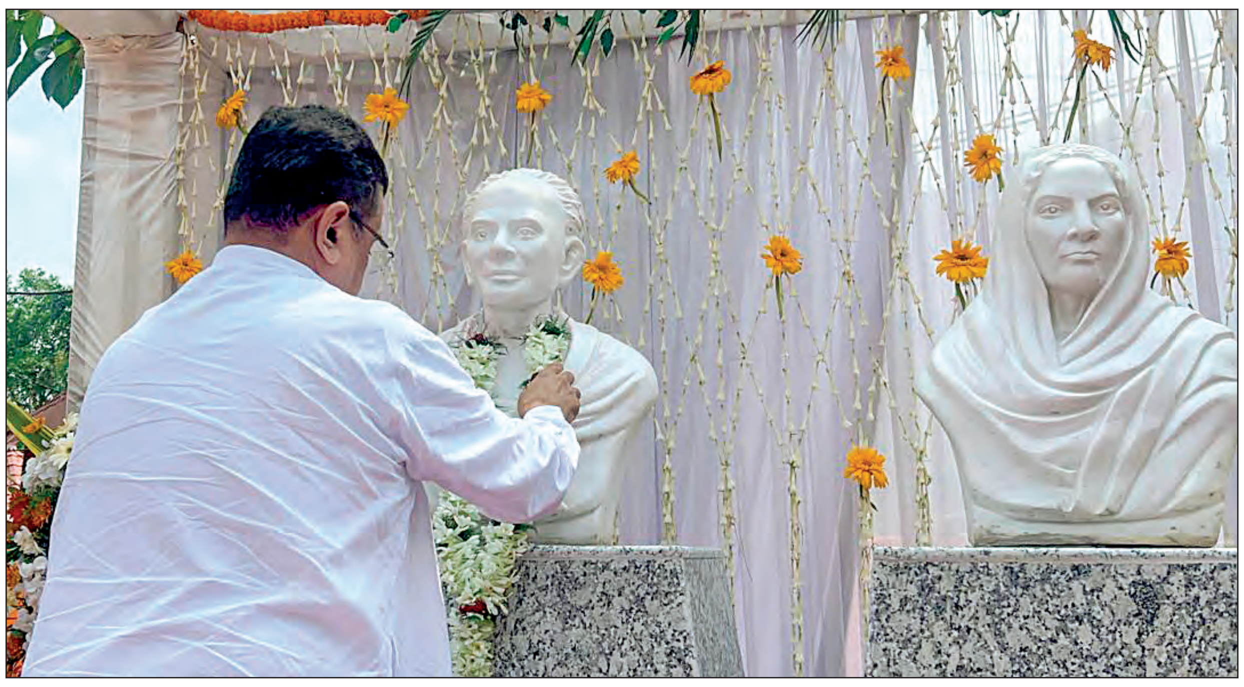

বিদ্যাসাগরের পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতা ভগবতীদেবীর মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বীরসিংহ গ্রামে, বুধবার। ছবি: আজকাল

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কাজ শুরু পুজোর পরই: মুখ্যমন্ত্রী

বুদ্ধদেব দাস

ঘাটাল, ৩০ সেপ্টেম্বর

ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যানের জন্য খরচ হবে ১২০০ কোটি টাকা। জমি অধিগ্রহণ–সহ অন্যান্য কাজ পুজোর পর জোরকদমে শুরু হবে। আগামী জুন মাসের মধ্যে মূল কাজ অনেকটাই এগিয়ে যাবে। বুধবার ঘাটালে এসে একথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন বীরসিংহ গ্রামে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মভিটায় এক সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসেন তিনি। হেলিকপ্টারে ঘাটালের বন্যা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন। পরে অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে আগের সরকারকে কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান ভাষণে ছিল। বন্যাপ্রবণ মানুষের জন্য ছিল না।' এর পর তিনি বলেন, 'ফি বছর হওয়া বন্যার প্রকোপ থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে বদ্ধপরিকর এই সরকার। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার ৫০ শতাংশ করে অর্থ বরাদ্দ করেছে। আগের সরকার ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল। কোনও কাজ শুরু হয়নি। বিজেপি সরকার আরও ৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করল। এ নিয়ে মোট বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়াল ১২০০ কোটি টাকা। বিপর্যয় মোকাবিলা, দপ্তর আরও কিছু বরাদ্দ করবে।'

খরচ ১,২০০ কোটি

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'হেলিকপ্টারে আসার সময় আকাশপথে ঘাটালের জলমগ্ন অজবনগর, সুলতানগঞ্জ–সহ কয়েকটি বন্যাপ্রবণ এলাকা দেখেছি। ঘাটালের বিধায়ক শীতল কপাট, দাসপুরের বিধায়ক তপন ভুঁইয়ার সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁদের বিশেষ ভাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।'

● এরপর ৩ পাতায়

যুবভারতীতে বেলজিয়ামের ফ্লাডলাইট

আজকালের প্রতিবেদন

তখন সবে সন্ধ্যা নেমেছে। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে পা রাখতেই চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ার উপক্রম। মূল মাঠের ফ্লাডলাইটের আলোর জোর এতটাই যে, স্টেডিয়ামের বাইরেও দৃশ্যমানতায় কোনও সমস্যা হচ্ছে না। সাতটা নাগাদ জ্বলে উঠল যুবভারতীর ট্রেনিং গ্রাউন্ড ২–র ফ্লাডলাইট। জানা গেল, কিছুক্ষণের মধ্যেই অনুশীলনে আসছেন উরুগুয়ের কয়েকজন ফুটবলার এবং সাপোর্ট স্টাফ। অতীতে এই মাঠে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল সন্ধ্যায় আলো–আঁধারি পরিবেশে অনুশীলন করতে বাধ্য হয়েছে। নিয়মিতভাবে দৃশ্যমানতা নিয়ে সমস্যার অভিযোগ উঠত। যুবভারতীর সেই ট্রেনিং গ্রাউন্ডও এখন আলোক উদ্ভাসিত।

এবার আসা যাক ভিআইপি গেটের দিকে। স্বামী বিবেকানন্দের স্ট্যাচুর সামনে তৈরি হয়েছে দুটি পেল্লাই অস্থায়ী টাওয়ার। সেখানে ম্যাচের দিন বন্দুক কাঁধে নিরাপত্তারক্ষীরা থাকবেন। তার সামনে গোটা রাস্তা আলোয় যেন চকচক করছে। আগে রাস্তার ধারের ল্যাম্পপোস্টে একটিই আলো থাকত। এখন প্রতিটি পোস্টে আরও দুটি আলো লাগিয়ে ত্রিফলা তৈরি হয়েছে।

শুধু মাঠ বা গ্যালারি নয়, আসন্ন দুটি আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচের আগে যেসব পরিকাঠামোর উন্নতিতে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম আলো। যুবভারতীতে কর্মরত একজন জানান, রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে স্টেডিয়ামে পর্যাপ্ত আলোর অভাব দেখা দিয়েছিল। যে আলোর প্রয়োজন ছিল, তা ভারতে তো বটেই, আশেপাশের কোনও দেশেও পাওয়া যাচ্ছিল না। তাই, বেলজিয়াম থেকে ফ্লাডলাইটের আলোর আমদানি হয়েছে। ট্রেনিং গ্রাউন্ডের সব আলো পাল্টে ফেলা হলেও সময়ের অভাবে স্টেডিয়ামের ৪০ শতাংশের বেশি পাল্টানো যায়নি।

ব্রাজিলের বিরুদ্ধে ভয়ডরহীন খেলুক

সুনীল ছেত্রি

দিনকয়েক আগে কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে ভারত–পানামা ম্যাচ দেখার সময় একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছিল। এই মাঠে বেঙ্গালুরু এফসি এবং ভারতের জার্সিতে খেলার অনেক স্মৃতি রয়েছে আমার। তাই সেখানকার গ্যালারিতে প্রথমবার দর্শক হয়ে বসে জাতীয় দলের ম্যাচ দেখাটা একটা অন্যরকম আবেগ আর অভিজ্ঞতা ছিল আমার কাছে।

শনিবার যুবভারতীতে বসেও ব্রাজিল–ভারত ম্যাচ দেখার ইচ্ছে আছে। তার আগে শুক্রবার কলকাতায় ব্রাজিল, উরুগুয়ে আর ভারতীয় দলের সম্মানে স্টেট ডিনারের যে অনুষ্ঠান আছে, এআইএফএফের আমন্ত্রণে তাতেও খুব সম্ভবত উপস্থিত থাকব। যদিও পরদিন ম্যাচে থাকব কি না, তার চান্স এখনও ৫০–৫০। বেঙ্গালুরুতে গুরুত্বপূর্ণ পারিবারিক কাজ আছে।

তবে একজন ভারতীয় ফুটবলার হিসাবে এখনকার জাতীয় দলের ছেলেদের জন্য আমার গর্ব হচ্ছে। একইসঙ্গে সত্যি বলতে কী, গুরপ্রীত, আনোয়ার, মনবীর, এডমান্ডদের ওপর ঈর্ষাও হচ্ছে। আমার ২৫ বছরের পেশাদার ফুটবল জীবনে ব্রাজিলের বিরুদ্ধে খেলার এমন সুযোগ পাইনি। তবে আনোয়ারদের বলব, ভুল বুঝিস না ভাই। আসলে তোদের জন্য অনেক বেশি আনন্দ আর গর্ববোধ করছি আমি। এজন্যই যে, ওরা ব্রাজিল–উরুগুয়ের মতো ঐতিহ্যশালী বিশ্বসেরা দলগুলোর মুখোমুখি হতে পারছে।

ব্রাজিল ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ৬–এ। বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে এত উঁচুতে থাকা দেশের বিরুদ্ধে আমরা এর আগে কখনও খেলিনি। উরুগুয়েও র‍্যাঙ্কিংয়ে প্রথম ২০ দেশের মধ্যে। একটা দেশ পাঁচবার বিশ্বকাপ জিতেছে। অন্য দেশটা দু'বার। এমন দুই প্রতিপক্ষ, যাদের ঝুলিতে সাতটা বিশ্বকাপ, তাদের সঙ্গে ভারতীয় ফুটবলাররা দু'দিনের ব্যবধানে পরপর খেলতে চলেছে, ভাবলেই শিহরণ লাগছে।

তার আগে আমাদের চেয়ে প্রায় একশো ধাপ ওপরে থাকা পানামার বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের পারফরমেন্সে আমি অভিভূত। এরকমই ভয়ডরহীন ভাবে ব্রাজিলের বিরুদ্ধেও আপুইয়া, জয়দের খেলা দরকার। টেনশন না করে এত বড় ম্যাচ খেলাটা উপভোগ করুক আমাদের ছেলেরা। এরকম ম্যাচ খেলার সুযোগ আমাদের মতো ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে নীচের দিকের দেশের কাছে খুব কমই আসে। তাই ভয় না পেয়ে ম্যাচটা উপভোগ করলে ভাল খেলতে পারবে ভারত। বিশ্বের সর্বোচ্চ স্তরে খেলতে গেলে ঠিক কতটা দক্ষতার প্রয়োজন, এই ব্রাজিল, উরুগুয়ের সঙ্গে খেলেই ভারতীয় দল বুঝতে পারবে।

কোচ স্যারের (সুব্রত ভট্টাচার্য) কাছে অনেকবার শুনেছি, সাতাত্তরে কলকাতায় খেলতে আসা পেলের কসমসকে ২–২ গোলে আটকে দিয়েছিলেন ইডেনে, মোহনবাগানের হয়ে খেলে। শুনেছি সেই ম্যাচকে ঘিরে কলকাতা কীভাবে উত্তাল হয়ে উঠেছিল। আশা করব, পেলের দেশের বিরুদ্ধেও আমাদের জাতীয় দল সেরকমই অসাধ্যসাধন কিছু করে দেখাবে। চাইব শুধু কলকাতা নয়, গোটা ভারতই আরও একবার গর্ব করবে আমাদের জাতীয় ফুটবল দলকে নিয়ে।

কলকাতায় আসছেন না রাফিনহা

আজকালের প্রতিবেদন

বড় কোনও আঘাত নেই। ডাক্তারি পরীক্ষাতেও গুরুতর চোট ধরা পড়েনি। তবু কলকাতাগামী ব্রাজিল দল থেকে বাদ পড়লেন রাফিনহা। অস্ট্রেলিয়া থেকে তাঁকে চিকিৎসার জন্য বার্সিলোনায় ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে কনফেডারেশন অফ ব্রাজিল ফুটবল। ফলে রাফিনহা–দর্শন থেকে বঞ্চিত থাকল যুবভারতী।

ঘটনার সূত্রপাত ব্রাজিল বনাম অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় প্রীতি ম্যাচে। খেলার দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ডান পায়ে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন রাফিনহা। তখনই রাফিনহার কলকাতা আগমন নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হয়। অবশেষে বুধবার সকালে খারাপ খবর চলে আসে কলকাতা ফুটবল মহলে। জানা যায়, ব্রাজিলের কোচ কার্লো আনসেলোত্তি তাঁকে জাতীয় শিবির থেকে ছুটি দিয়ে দিয়েছেন। ব্রাজিল দল সূত্রে খবর, চোটের পরীক্ষায় বড় আঘাত ধরা না পড়লেও রাফিনহার পায়ে চোটের জায়গায় ফোলা রয়েছে। তাই কোনওরকম ঝুঁকি না নিয়ে তাঁকে ফিরে যেতে বলা হয়েছে। যদিও রাফিনহার বদলি হিসেবে কাউকে ডাকা হবে না বলেই খবর।

সংখ্যালঘুদের পিছিয়ে পড়ার জন্য দায়ী তৃণমূলই: শমীক

প্রদীপ দে
বহরমপুর, ৩০ সেপ্টেম্বর

সংখ্যালঘুরা আর্থিক ও সামাজিক ভাবে যে পিছিয়ে, তার জন্য দায়ী আগের তৃণমূল সরকার। বুধবার রেজিনগরে প্রচারে এসে এমন অভিযোগ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি, সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। একই সঙ্গে শমীক এও বলেছেন, ‘মুসলিমরা বিজেপিকে ভোট দেবেন না, আমি মানি না। রেজিনগরে আমরা ওদের ভোট পাব।’ বুধবার বিকেলে বিজেপি প্রার্থী শাখারভ সরকারকে সঙ্গে নিয়ে বেগুনবাড়ি এলাকায় প্রথমে হুডখোলা গাড়িতে রোড শো করেন শমীক। তারপরে করেন নির্বাচনী সভা। সভায় ছিলেন দুই মন্ত্রী গৌরীশঙ্কর ঘোষ ও গার্গী দাস।

শমীক সভায় বলেন, ‘রাজ্যের মুসলিমরা কেমন আছেন? মুর্শিদাবাদের মুসলিমরা কেমন আছেন? ১৭ শতাংশ মুসলিম শহরে বাস করেন। বাকিরা গ্রামের বাসিন্দা। ৮০ শতাংশ মুসলিমদের আয় মাসে ৫ হাজার টাকা। এই অবস্থার জন্য দায়ী কারা? এর আগে মুসলিমদের জন্য যারা চোখের জলে ভাসিয়ে দিত, তাদের প্রশ্ন করুন, কেন এমন অবস্থা করেছেন? রাম মন্দির, বাবরি মসজিদ নিয়ে জলঘোলা হচ্ছে। আমাদের কিছু মানুষজনও জয় শ্রীরাম বলে স্লোগান দিচ্ছে। শুধু স্লোগান দিলে হবে না। ওদের চোখের জলও মোছাতে হবে। এই রেজিনগরে ৩০ হাজার ভোটার গায়েব। ভিন্‌রাজ্যে কাজ করছেন। নিজদেশে পরবাসী। কেন রেজিনগরের মানুষ পরিযায়ী শ্রমিক হচ্ছেন। কেন তারা ঘরছাড়া। বিজেপিকে বলা হচ্ছে মুসলিম বিরোধী। বলুন তো, বিজেপির সরকার হওয়ার পর রাজ্যে কোন দাঙ্গা হয়েছে? কোন মসজিদ ভাঙা হয়েছে? কোন মুসলমানের বাড়িঘর ভাঙা হয়েছে? কোথাও কিচ্ছু হয়নি। আগামী ২০ বছর রাজ্যের সরকার বদল হবে না। আমাদের সঙ্গেই ঘর করতে হবে। তাহলে ঝগড়া করে কী লাভ।’

সরকারের প্রকল্প মুসলিমরা পাচ্ছেন বলে শমীক বলেন, ‘অন্নপূর্ণা যোজনায় মুসলিম ঘরের মা-বোনেরা টাকা পাচ্ছেন। বিধবা ভাতাও পাচ্ছেন। মোদিজি তাঁর প্রকল্পে কাউকে বাদ দেন না। রেজিনগরে কেউ (হুমায়ুন) বাঁশি বাজিয়ে চলে যাচ্ছেন। মুসলিমদের নিয়ে নানা কথা বললেও দেখে না।’

রেজিনগরের বিজেপি প্রার্থী শাখারভ সরকারকে সঙ্গে নিয়ে রোড শো রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের। রেজিনগরের বেগুনবাড়িতে, বুধবার। ছবি: চয়ন মজুমদার

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করলেন অম্বুজা–নেওটিয়া গ্রুপের চেয়ারম্যান হর্ষবর্ধন নেওটিয়া। নবান্নে, বুধবার।

গবাদি পশু, পাখি পাচার বরদাস্ত করব না: মুখ্যমন্ত্রী

আজকালের প্রতিবেদন

নতুন সরকারের আমলে পশ্চিমবঙ্গে গবাদি পশু–সহ কোনও পশুপাখির পাচার বরদাস্ত করা হবে না। রাজ্য জুড়ে গরু এবং গবাদি পশু পাচারের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি নেওয়া হয়েছে। সমাজমাধ্যমে স্পষ্ট বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রাম থানার অন্তর্গত বারোবিশা পুলিশ ফাঁড়ি মোষ পাচার রুখেছে। তাদের এই সাফল্যের কথা বুধবার মুখ্যমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডলে জানান। রাইডাক সেতু নাকার কাছে একটি কন্টেনার ট্রাক আটক করে পুলিশ। ধৃত চালক সগির আহমেদ (৩২) ও সহকারী আব্দুল কাদির (১৯)। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ৫০টি মোষ উদ্ধার করা হয়েছে। ট্রাক চালক পশু পরিবহণের জন্য কোনও বৈধ অনুমতিপত্র বা কাগজপত্র দেখাতে পারেনি। তাই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। উপযুক্ত আইনি ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে। পাশাপাশি আলিপুরদুয়ার পুলিশ জেলাকে সতর্ক থাকার জন্য, দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সাধুবাদ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

অনুব্রতকে হেনস্থা, কার্যালয় ভাঙচুর

অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়
সিউড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর

সিউড়ির তৃণমূল কংগ্রেস ভবনে হেনস্থার মুখে পড়লেন প্রাক্তন জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের প্রায় পাঁচ মাস পর প্রথমবার মঙ্গলবার সন্ধ্যায় অনুব্রত সিউড়ির তৃণমূল কার্যালয়ে আসেন। দলীয় কার্যালয়ের দোতলায় তাঁর নির্দিষ্ট রুমে চেয়ারে বসতেই একদল যুবক হাতে কাঠ নিয়ে রীতিমতো মারমুখী অবস্থায় অনুব্রতর সামনে ক্ষোভ জানাতে শুরু করে। কাঠ দিয়ে অনুব্রতর সামনের টেবিলের কাচ ভেঙে দেয়। এ ব্যাপারে বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত ব্যানার্জি বলেন, ‘বিজেপি–আশ্রিত দুষ্কৃতীরা যে ভাবে পার্টি অফিসে ঢুকে হামলা করেছে, অনুব্রত মণ্ডলকে হেনস্থা করেছে তার জন্য কোনও নিন্দার ভাষাই যথেষ্ট নয়।’ তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, ‘যা ঘটেছে উদ্বেগের। জঙ্গলরাজ চলছে। কিন্তু এটা কী হচ্ছে।’ বিজেপির প্রধান মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার বলেন, ‘অনুব্রতবাবু বীরভূমের বেতাজ বাদশা ছিলেন। তাঁর ঘরে, তিনি বসে আছেন চেয়ারে। আর তাঁর সামনে চারটে বাচ্চা ছেলে গিয়ে শুধু চেয়ার ভাঙছে। তাঁকে কিছু করছে না। এই সব বাজে নাটক বাচ্চারাও বোঝে।’ বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার বিদিত রাজ বুন্দেশ জানিয়েছেন, তিন জনকে আটক করা হয়েছে।

রাজ্যে সিএসআর–এ হতে পারে প্রায় ৩০০ কোটি বিনিয়োগ

রাজ্যের উন্নয়নে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা এবং কর্পোরেট সংস্থাগুলির আরও বেশি সহযোগিতা চেয়ে বৈঠক করলেন অর্থমন্ত্রী ড. স্বপন দাশগুপ্ত। ওই বৈঠকে সিএসআর–এ প্রায় ৩০০ কোটি বিনিয়োগে আশ্বাস পাওয়া গেছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। বুধবার কলকাতায় একটি পাঁচ তারা হোটেলে এই বৈঠক হয়। রাজ্যের শিল্প সংস্থা ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে নিয়ে ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল সিএসআর রাউন্ড টেবিল ২০২৬’–এর আয়োজন করেছিল অর্থদপ্তর। এদিনের বৈঠকে টিসিএস, মার্লিন, লারসেন অ্যান্ড টুব্রো, জেনপ্যাক, জিও–সহ রাজ্যের প্রথম সারির শিল্পসংস্থার প্রতিনিধি এবং কোলইন্ডিয়া, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচডিএফসি– সহ সব সরকারি–বেসরকারি ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ছিলেন। রাজ্যের বক্তব্য, সিএসআর–এ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যেন ভারসাম্য বজায় থাকে। কোনও ক্ষেত্রে বেশি বিনিয়োগ, কোনও ক্ষেত্রে কম, এমন যেন না হয়। উন্নয়নের সুফল যেন প্রত্যন্ত অঞ্চলেও পৌঁছোয়। প্রশাসনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ২০২৪–’২৫ অর্থবছরে এ রাজ্যে সিএসআর খাতে ১ হাজার ৭৫ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে ‘সিএসআর কাউন্সিল’ও রয়েছে। এই কাউন্সিলকে আরও সক্রিয় করতে চায় সরকার। তাই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে খবর।

প্রচারে নামলেন নন্দীগ্রামের কং প্রার্থী

ভোট প্রচারে নামলেন নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধান। মঙ্গলবার তাঁর অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করেছিল কলকাতা হাইকোর্ট। বুধবার হলদিয়া উপ সংশোধনাগার থেকে বেরিয়ে হুড খোলা গাড়িতে চেপে চণ্ডীপুর হয়ে সোনাচূড়া পৌঁছোন কংগ্রেস প্রার্থী। যাত্রাপথের দু’ধারে দলের কর্মী–সমর্থকরা ফুল ও মালা দিয়ে মিলন প্রধানকে সংবর্ধনা জানান। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার–সহ অন্যান্য নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। জেল থেকে বেরিয়ে কংগ্রেস প্রার্থী বলেন, ‘আমায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।’ এদিকে, নন্দীগ্রাম বিধানসভা উপনির্বাচনের আগে কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানের অন্তর্বর্তী জামিনের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করল রাজ্য। বুধবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চে জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আর্জি জানান সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। যদিও আদালত জানিয়েছে, মামলাটি ৫ অক্টোবর, সোমবার শোনা হবে।

ইডি দপ্তরে ইন্দ্রনীল

প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন বুধবার সল্টলেকে ইডি দপ্তরে হাজিরা দিলেন। সকাল ১১টা নাগাদ তিনি যান। ইডি আধিকারিকরা তাঁর সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন। অভিযোগ, বাংলার দুর্গাপুজো ইউনেস্কোর ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ তকমা পাওয়ার পর ইন্দ্রনীল ও তাঁর স্ত্রী মধুছন্দা মাস আর্ট নামে একটি সংস্থা তৈরি করেন। এবং দুর্গাপুজোর নির্বাচিত মণ্ডপগুলির প্রিভিউ দেখার জন্য টাকার বিনিময়ে পাস দেন। অভিযোগ, প্রায় কয়েক কোটি টাকা তোলা হয়েছিল। বিষয়টি নিয়ে থানায় অভিযোগ হয়। মঙ্গলবারই ইন্দ্রনীলের বাড়ি, অফিস ও আত্মীয়দের বাড়ি–সহ ১৫টি ঠিকানায় ইডি তল্লাশি চালায় এবং তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়। যদিও ইন্দ্রনীল গোটা বিষয়টি ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন। এদিন ইডি জেরার পর তিনি বাড়ি ফিরে যান।

কুণালের ওপর হামলা, নিন্দা নয়নার

তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষের ওপর হামলার তীব্র নিন্দা করলেন নয়না ব্যানার্জি। বুধবার কুণাল ঘোষকে পাশে নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন বিধায়ক নয়না। তিনি বলেন, বিজেপির তরফে কুণালের ওপর হামলায় সুদীপ ব্যানার্জির হাত আছে বলে যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে তা মিথ্যা। সফ্‌ট টার্গেট হচ্ছে সুদীপ। তার নামে ঠেলে দাও। যা হচ্ছে, তার নামে ঠেলে দাও। আমার নামও এসেছে। দু’জন বলেছেন। কারা জানি না। একজনকে আমি চিনি না। তিনি বেলেঘাটার নেতাগোছের কেউ হবেন। কুণালদা আমাকে কী বললেন, না বললেন, সেটা আমাদের ব্যাপার। নিজেদের মধ্যে বুঝে নেব। আমাদের ভয় দেখাচ্ছে যে, বাড়ি থেকে বেরোলে হাতুড়ি দিয়ে মারব? মার হাতুড়ি দিয়ে। আমরা বেরোব। যারা মদত দিচ্ছে, তারাই বাঁচার জন্য তৃণমূল–তৃণমূলের লড়াই বলছে।’ কুণাল ঘোষ বলেন, ‘বেলেঘাটা থানা এখনও পর্যন্ত আমার বয়ান রেকর্ড করেনি। এত বড় হামলা হয়েছে কলকাতা শহরে। দোষীদের ধরছে না। কে করিয়েছে, কেন করিয়েছে, তার মধ্যে ঢুকছিই না। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা, ক্ষমতাসীন দলের মদত না থাকলে এই ধরনের ঘটনা ঘটানো যায় না।’

স্কুলের বইয়ে প্রথমে থাকবেন শ্যামাপ্রসাদ

দশম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্য বইয়ের শুরুতে থাকবেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কথা। বুধবার সাংবাদিকদের একথা জানালেন সিলেবাস কমিটির চেয়ারম্যান দেবাশিস চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ‘প্রতিটি ক্লাসের বইয়ের শুরুতেই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে লেখা থাকবে। ছাত্রছাত্রীদের যেন ওঁর সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকে।’ তিনি আরও জানান, সিলেবাস বদল নয় সংশোধন করা হবে। জানুয়ারি মাসের ২ তারিখে দশম শ্রেণি পর্যন্ত সংশোধিত পাঠ্যবই সমস্ত স্কুলে পৌঁছে যাবে। অষ্টম শ্রেণির বইতে এতদিন সিঙ্গুর আন্দোলনের কথা থাকলেও এখন আর রাখা হবে না। এছাড়া আগের সরকারের কন্যাশ্রী প্রকল্পের কথাও বই থেকে বাদ দেওয়া হবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা ‘আফ্রিকা’ কবিতা সরিয়ে দিয়ে তাঁরই লেখা ‘শিবাজী উৎসব’ কবিতাটি রাখা হবে। সিরাজদ্দৌলা নাটক রাখা হবে না বইতে। তার পরিবর্তে অন্য নাটক থাকবে। এছাড়া মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাস ছাত্রছাত্রীদের যতটুকু জানা দরকার ততটুকুই থাকবে বলেও জানান দেবাশিস চট্টোপাধ্যায়। আম্মা, পানি–র মতো বেশ কিছু শব্দ আর স্কুলের পাঠ্যবইতে থাকবে না। তার পরিবর্তে মা, জল এমন শব্দ থাকবে। উল্লেখ্য, নতুন সিলেবাস কমিটি তৈরি হওয়ার পরে প্রথম বৈঠক হয় সল্টলেকের বিদ্যাসাগর ভবনে। বৈঠক শেষে স্কুলশিক্ষা মন্ত্রী দীপক বর্মন জানিয়েছিলেন, এখন যে পাঠ্যবইগুলি আছে সেগুলি পরিবর্তন না করে ২০২৭ সালের নতুন শিক্ষাবর্ষেও বহাল থাকবে। তবে পাঠ্যবই সংশোধন করা হবে।

স্কুল থেকে সরানো হল হো চি মিন, চে গুয়েভারা, কার্ল মার্কসের ছবি

স্কুলে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, বিজ্ঞানী এপিজে আবদুল কালাম ও দেশবরেণ্য মানুষের ছবি কেন যথাযথ ভাবে রাখা হয়নি, তা নিয়ে প্রতিবাদ জানাল অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শিক্ষক মহাসঙ্ঘ (এবিআরএসএম)। বুধবার, লেক ভিউ স্কুলের কিছু অভিভাবক বিষয়টি নিয়ে সংগঠনের নেতৃত্বকে জানান। এরপর তাঁরা স্কুলে এসে দেখেন, নেতাজির ছবি রাখা হয়েছে ভারপ্রাপ্ত প্রধানশিক্ষক সুদীপ্ত দে–র টেবিলে আর স্কুলের দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে কার্ল মার্কস, হো চি মিন, চে গুয়েভারা, উগো শাভেজ–সহ বিদেশের নেতাদের ছবি। এরপর সংগঠনের কলকাতা জেলা সভাপতি প্রদীপ পাল প্রধানশিক্ষকের সঙ্গে কথা বলেন। প্রধান শিক্ষক তাঁদের জানান, তিনি সম্প্রতি দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। ২০ বছর ধরে এভাবেই সমস্ত ছবি রাখা আছে। এরপর স্কুল কর্তৃপক্ষ বিদেশি নেতাদের ছবি সরিয়ে নেন।

শতরূপের গাড়িতে ধাক্কা

বাঁকুড়ার সোনামুখী যাওয়ার পথে আচমকাই দুর্ঘটনার কবলে সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষের গাড়ি। বুধবার দুপুরে ডানকুনি টোল প্লাজা পার করার পর একটি ১৪ চাকার লরি সিপিএম নেতার গাড়ির বাঁদিকে ধাক্কা মারে।

বিহার থেকে বায়ুসেনার বিমানে চেপে বক্সায় এল বাঘিনি

অম্লানজ্যোতি ঘোষ
আলিপুরদুয়ার, ৩০ সেপ্টেম্বর

প্রতীক্ষার প্রহর শেষ। বাল্মীকি থেকে বাঘিনি এল বক্সায়। দীর্ঘ প্রস্তুতি, একাধিক দফার পরিকল্পনা এবং প্রায় দু’সপ্তাহের টানটান অপেক্ষার পর অবশেষে বক্সার জঙ্গলে বাঘ ফেরানোর প্রক্রিয়া কার্যত শেষ ধাপে পৌঁছে গেল। বুধবার ভোর সাড়ে ৬টা নাগাদ বিহারের বাল্মীকি টাইগার রিজার্ভের তিন বছরের বাঘিনি এসে পৌঁছোল বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের ২৫ মাইল এলাকার নির্দিষ্ট এনক্লোজারে। এখন নতুন পরিবেশে তার মানিয়ে নেওয়ার পালা। সব কিছু পরিকল্পনামাফিক এগোলে ২ অক্টোবর সকালে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের উপস্থিতিতে সফ্‌ট রিলিজের মাধ্যমে বাঘিনিকে বক্সার খোলা অরণ্যে ছেড়ে দেওয়ার কথা। হাতে সময় কম থাকায় বাঘিনিকে সড়কপথে দীর্ঘ যাত্রায় না নিয়ে এসে এদিন ভোরেই বায়ুসেনার বিমানে বিহার থেকে হাসিমারা বায়ুসেনা ছাউনিতে নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে নির্দিষ্ট কনভয়ে করে সড়কপথে রাজাভাতখাওয়া হয়ে ২৫ মাইলের এনক্লোজারে পৌঁছে দেওয়া হয় তাকে। বাঘিনি সুস্থ ও স্বাভাবিক রয়েছে। দীর্ঘ যাত্রা এবং ঘুমপাড়ানি ওষুধের প্রভাব থাকায় আপাতত তাকে সম্পূর্ণ বিশ্রামে রাখা হয়েছে। নতুন পরিবেশের সঙ্গে ধীরে ধীরে মানিয়ে নেওয়ার জন্য এনক্লোজারে হরিণ ও বুনো শুয়োর রাখা হয়েছে। রয়েছে পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থাও। ২ অক্টোবর সকাল পর্যন্ত সেখানেই থাকবে বাঘিনি। এই সময় বাঘিনির শারীরিক অবস্থা, আচরণ এবং নতুন পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার বিষয়টি ২৪ ঘণ্টা নজরদারিতে রাখবেন বনকর্মী ও আধিকারিকরা।

এদিকে, ২ অক্টোবর বাঘিনিকে জঙ্গলে ছাড়ার দিনটিকে ঘিরে আলিপুরদুয়ারে প্রশাসনিক তৎপরতাও তুঙ্গে। ওই দিন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আলিপুরদুয়ার সফরের কথা রয়েছে। পাশাপাশি, প্যারেড গ্রাউন্ড ময়দানে একটি সরকারি অনুষ্ঠানে তাঁর উপস্থিত থাকার কথা। বাঘিনিকে জঙ্গলে ছাড়ার অনুষ্ঠান এবং মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি কর্মসূচি— এই দুইয়ের সমন্বয় নিয়েই বুধবার আলিপুরদুয়ার সার্কিট হাউসে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেন বনমন্ত্রী মনোজ কুমার ওরাওঁ। বৈঠকে বন দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকদের পাশাপাশি জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন।

বাঘিনিকে ঘিরে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে রাজাভাতখাওয়া ও সংলগ্ন এলাকা। ইতিমধ্যেই ৩ অক্টোবর পর্যন্ত বক্সায় পর্যটকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রাজাভাতখাওয়া থেকে জয়ন্তী পর্যন্ত মূল সড়কেও বনকর্মী ও পুলিশের নির্দিষ্ট দল মোতায়েন করা হয়েছে। ২৫ মাইল এলাকার আশপাশে বাড়ানো হয়েছে নজরদারি।

বনমন্ত্রী জানিয়েছেন, এই একটি বাঘিনিকে দিয়েই বক্সায় বাঘ ফেরানোর পরিকল্পনা শেষ হচ্ছে না। তিন মাসের মধ্যে নির্দিষ্ট নিয়ম ও প্রক্রিয়া মেনে আরও কয়েকটি বাঘ বক্সায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে। স্থানীয়দের অযথা আতঙ্কিত না হওয়ার আবেদনও জানিয়েছেন তিনি। বাঘিনিটির শরীরে রেডিও কলার থাকবে। ফলে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়ার পরও তার গতিবিধির ওপর নিয়মিত নজর রাখা সম্ভব হবে।’

বক্সার এনক্লোজারে বিশ্রাম নিচ্ছে বাঘিনি। বুধবার রাতে। ছবি: বন দপ্তরের সৌজন্যে

অশোক সিঙ্ঘলের জন্মশতবার্ষিকী

অশোক সিঙ্ঘলের জন্মশতবর্ষ এক বছর ধরে পালন করবে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি)। মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা জানিয়েছেন সংগঠনের পূর্ব ক্ষেত্র সম্পাদক অমিয় সরকার। তিনি বলেন, ‘৪ অক্টোবর উত্তীর্ণ–এ প্রারম্ভিক সভা হবে। থাকার কথা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশির। এই এক বছরে পশ্চিমবঙ্গে ভিএইচপির সদস্যসংখ্যা ১০ লক্ষ বাড়ানোর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।’ এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ‘কলকাতায় ২১২৩টি দুর্গাপুজো হয়। এর মধ্যে ৮০ শতাংশ সাত্ত্বিক। এ ধরনের পুজোগুলোকে সম্মানিত করা হবে।’

সহপাঠীকে হঠাৎই আঘাত

সাউথ পয়েন্ট স্কুলে ক্লাস চলাকালীন হঠাৎই নবম শ্রেণির এক ছাত্র অন্য ছাত্রকে পেনসিল কাটার দিয়ে আঘাত করে বসে। এরপরই স্কুল কর্তৃপক্ষ আহত পড়ুয়াকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে তার চিকিৎসা চলছে। গড়িয়াহাট থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়। জানা গেছে, যে ছেলেটি আঘাত করেছে, সে বিশেষ ভাবে সক্ষম। এদিন ক্লাস চলাকালীন সে হঠাৎই সহপাঠীর খাতার পাতা ছিঁড়ে দেয়। এরপর ওই সহপাঠী তাকে চড় মারে। এরপরই সে পাল্টা আঘাত করে। পুলিশ জানিয়েছে, আহত ছাত্রর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। যে ছাত্রটি আঘাত করেছে, তার পরিবারের সঙ্গেও কথা বলেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। অভিযুক্ত ছাত্রের কাউন্সেলিং শুরু হয়েছে। তার বাবা তাকে বাড়িতে নিয়ে যান।

প্রতীক মামলা খারিজ

উপনির্বাচনের প্রতীক বণ্টন নিয়ে আইএসএফ–এর দায়ের করা মামলা বুধবার খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। নির্বাচন কমিশনের দাবি, এটা সাধারণ নির্বাচন নয়। উপনির্বাচনে কোন দল কী প্রতীক পাবে, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার কমিশনের। এই যুক্তিকে মান্যতা দিয়েই এদিন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও মামলাটি খারিজ করেছেন।

শব্দরঙ্গ–৪১৯

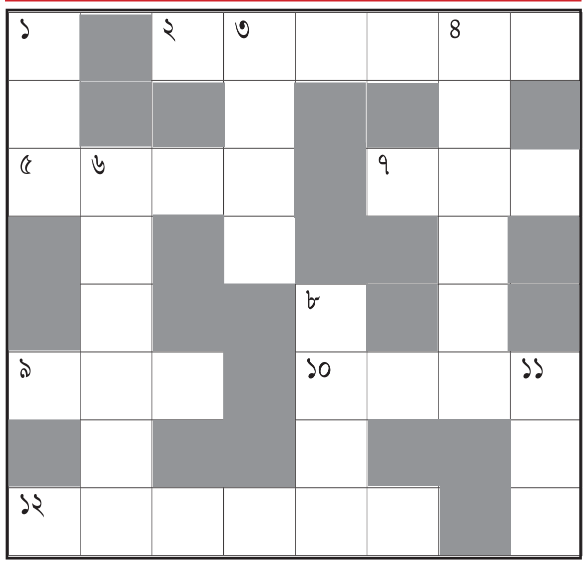

পাশাপাশি

২. বেকারদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং তাদের দুরবস্থা সংক্রান্ত সমস্যা ৫. অনিষ্টজনক ৭. রূপকথার এক পাখি ৯. বেড়া, ঝাঁপ ১০. শেষ অবস্থা ১২. বিনয়।

উপর–নীচ

১. উদ্যোগ, চেষ্টা
৩. সুন্দরবন
৪. পরমসত্য জানার জন্য বুদ্ধদেবের সংসার ছেড়ে যাওয়া
৬. নরকবাস
৮. নদীর অববাহিকা
১১. সৌহার্দ্যহীনতা।

সমাধান–৪১৮

পূ	র্ণ	বি	কা	শ		ক	
র্বি				তে	ড়ি	বে	ড়ি
তা		চা	র	ক		কা	
ক্র		র			আ	র	বি
ম	সৃ	ণ			ড়া		চা
	ষ্টি		ঢা	লা	ই		র
অ	ধ	রি	ক				শী
	র		নি	দা	ন	কা	ল

শুভজ্যোতি রায়

আজ টিভিতে কী দেখবেন

সিনেমা

● জি বাংলা সোনার

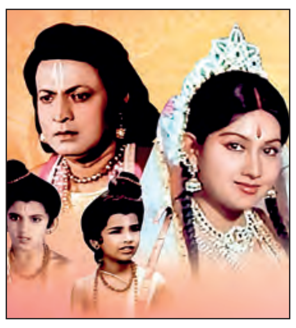

সকাল ৬-০০ **হাসিখুশি ক্লাব**, সকাল ৯-০০ **সীতা**, সকাল ১১-৩০ **একাই একশো**, দুপুর ২-০০ **সত্যম শিবম সুন্দরম**, বিকেল ৫-০০ **মানুষ কেন বেইমান**, সন্ধে ৭-৩০ **সুখ দুঃখের সংসার**, রাত ১১-০০ **মায়ের আশীর্বাদ**

● কালার্স বাংলা সিনেমা
সকাল ১০-০০ **সংসার সংগ্রাম**, দুপুর ১-৩০ **প্রতিবাদ**, বিকেল ৫-০০ **নাগপঞ্চমী**, রাত ৯-৩০ **নবাব**

● ডিডি বাংলা
দুপুর ২-৩০ **ঠিকানা**

● জলসা মুভিজ
সকাল ৭-৩০ **বিবেক**, সকাল ১০-৩০ **জোর**, দুপুর ১-৩০ **শাপমোচন**, বিকেল ৪-৩০ **পাগলু**, রাত ৯-৩০ **রাবণ**

● কালার্স সিনেপ্লেক্স
সকাল ৮-১০ **লখনউ সেন্ট্রাল**, সকাল ১১-০৫ **ইউ মি অউর হাম**, দুপুর ২-২০ **গোলমাল ৩**, বিকেল ৫-০০ **কুইন**, রাত ৮-০০ **খাকি**, রাত ১১-৪০ **কসম**

আকাশ আট
ভালবাসার ছোঁয়া
দুপুর ৩-০৫

সোনি ম্যাক্স ২
আনাড়ি
সকাল ৭-৩৫

বিশেষ অনুষ্ঠান

● আজকের রান্না

চিকেন চুকৌনি। পদটি স্বাদে–গন্ধে অতুলনীয়। ভোজনরসিকদের অত্যন্ত প্রিয়। জিভে জল আনা চিকেন চুকৌনি পদটি বানানো হয় কীভাবে, শেখা যাবে আজকের রান্না অনুষ্ঠানে।
ডিডি বাংলা: দুপুর ১-৩৫

● সোনি ম্যাক্স ২
সকাল ১০-৫৪ **ভাই হো তো অ্যায়সা**, দুপুর ১-২১ **আপনে পরায়ে**, বিকেল ৩-৫৯ **কটী পতঙ্গ**, সন্ধে ৭-০৯ **নমস্তে লন্ডন**, রাত ১০-০৩ **সচ্ কী তাকত**

● জি সিনেমা

সকাল ৬-০০ **বরেলি কি বরফি**, সকাল ৮-৩০ **কিশন কানহাইয়া**, সকাল ১১-৩৫ **আকেলে হাম আকেলে তুম**, দুপুর ২-৫৫ **ডন– দ্য চেস বিগিন্‌স এগেন**, সন্ধে ৬-০০ **দে দে প্যায়ার দে ২**, রাত ৯-০৫ **মডগাঁও এক্সপ্রেস**, রাত ১১-৫৫ **মার্ডার ২**

ধারাবাহিক

● লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ

সান বাংলা: সন্ধে ৭-০০

দিনপঞ্জি

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত: বৃহস্পতিবার, ১৪ আশ্বিন ১৪৩৩, ইং ১ অক্টোবর ২০২৬, মুং ১৯ রবিয়স সানি ১৪৪৮
সূর্যোদয় ঘ ৫।৩১।৩৪
সূর্যাস্ত ঘ ৫।২১।৩০
তিথি: (ভাদ্র কৃষ্ণপক্ষ) পঞ্চমী দং ১৭।৪০ দিবা ঘ ১২।৩৬
নক্ষত্র: কৃত্তিকা দং ১।১৮ প্রাতঃ ঘ ৬।৩ পরে রোহিণী দং ৫৭।১৮ রাত্রি ঘ ৪।২৭

অন্য পঞ্জিকা: বৃহস্পতিবার, ১৩ আশ্বিন ১৪৩৩, ইং ১ অক্টোবর ২০২৬, হিজরি ১৯ রবিয়স সানি ১৪৪৮
আন্তর্জাতিক রক্তদান দিবস

প্রয়োজন

লালবাজার কন্ট্রোল: 100, ট্রাফিক: 1073
পশ্চিমবঙ্গ পুলিস : 2214-5411-16
সিআইডি কন্ট্রোল : 2450-6100
ডিজি কন্ট্রোল : 2214-5087
বিধাননগর কন্ট্রোল : 4063-1111
হাওড়া কন্ট্রোল : 2641-5614
আসানসোল কন্ট্রোল : 0341-2250347
ব্যারাকপুর কন্ট্রোল :2593-2647
হাওড়া জিআরপি : 2641-3256
শিয়ালদা জিআরপি : 2350-3940
নিখোঁজ সংক্রান্ত : 2450-6100
প্রবীণ সুরক্ষা : 98300-88884
নারী সহায়তা: 1091

অ্যাম্বুল্যান্স 102
লাইফকেয়ার: 2475-4628
ইন্ডিয়ান রেডক্রস: 2248-3636
মেডিক্যাল ব্যাঙ্ক: 2554-0084
রাসমণি মিশন: 2867-6031
মীরা সেবাকেন্দ্র: 2411-8316
সেন্ট জনস্‌ অ্যাম্বুল্যান্স: 98300-23653
বেল ভিউ ক্লিনিক: 99037-59103/ 82406-09986

দমকল 101
কন্ট্রোল: 2241-4545
হাওড়া: 2666-8111
শিলিগুড়ি: 0353-2502222

রাতের ওষুধ / অক্সিজেন
ধন্বন্তরী: 2454-7941
নন্দন মেডিক্যাল: 2358-1723
জীবনদীপ: 2455-0926
সাউথ ব্যুরো: 2484-4322
বেল ভিউ ক্লিনিক ফার্মেসি: 6688-8888

ব্লাড ব্যাঙ্ক
সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্ক: 2351-0619
লাইফকেয়ার: 2284-6940/2298
অশোক ব্যাঙ্ক : 2472-0333
বেলভিউ ক্লিনিক: 6688-8888 / 99031-03088
সেবা প্রতিষ্ঠান: 2475-3639/3636

চক্ষুদান
গণদর্পণ: 94330-31504
বন্ধু কর্নিয়া কেন্দ্র: 2663-4178

শববহন
সুরুচি সঙ্ঘ, নিউ আলিপুর: 2400-9950
হিন্দু সৎকার: 2241-3849/ 2050
শ্রীভূমি স্পোর্টিং: 2534-0002
উদয়ের পথে: 98301-73814
যাদবপুর মার্চেন্টস: 2412-8165

আবহাওয়া

বৃহস্পতিবার — মেঘলা আকাশ। সর্বোচ্চ ৩৩, সর্বনিম্ন ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস

বুধবার — বৃষ্টি হয়নি। সর্বোচ্চ ৩৩.০ (০), সর্বনিম্ন ২৭.৬ (+২)

আপেক্ষিক আর্দ্রতা: ৯৬% ৫৯%

বাংলায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা: জলপাইগুড়ি ৩৬.০°

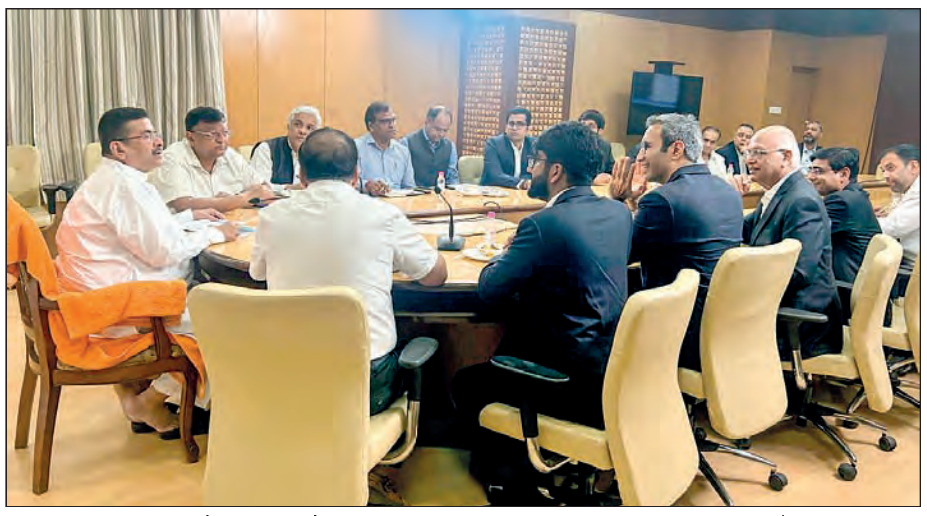

রিলায়েন্স গোষ্ঠীর সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রয়েছেন সংস্থার পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা তরুণ ঝুনঝুনওয়ালা, মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল, অর্থ দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব প্রভাত মিশ্র। নবান্নে, বুধবার। ছবি: আজকাল

রাজ্যে রিলায়েন্সের বিনিয়োগ, নবান্নে বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী

আজকালের প্রতিবেদন

রাজ্যে বড়সড় বিনিয়োগ করতে চলেছে রিলায়েন্স গোষ্ঠী। বুধবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন।

বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগের সম্ভাবনা, শিল্প এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে সমাজমাধ্যমে জানিয়েছে রাজ্য সরকার।

সূত্রের খবর, সংস্থার পক্ষ থেকে রাজ্যে বিদ্যুৎ, পরিবহণ, চলচ্চিত্র শিল্প, পরিকাঠামো ও তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে। এদিন রিলায়েন্স গোষ্ঠীর পূর্বাঞ্চলের অধিকর্তা তরুণ ঝুনঝুনওয়ালা–সহ ১০ জনের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বৈঠক করেন। তার আগে মুখ্য সচিব মনোজ আগরওয়ালের সঙ্গে তাঁদের বৈঠক হয়। ওই বৈঠকে ছিলেন অর্থ দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব প্রভাত মিশ্র, পূর্ত সচিব অন্তরা আচার্য, ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের সচিব সুরেন্দ্র গুপ্তা, বিদ্যুৎ দপ্তরের সচিব শান্তনু বসু, তথ্য ও প্রযুক্তি দপ্তরের সচিব শুভাঞ্জন দাস, পরিবহণ দপ্তরের সচিব রবি ইন্দর সিং এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব সৌমিত্র মোহন। আম্বানি কর্তাদের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈঠক হওয়ার আগে তাঁরা মুখ্য সচিবের সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠক করে যান।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী ঘাটালে বীরসিংহ গ্রামে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মতিথি উপলক্ষে আয়োজিত সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি জানান, রিলায়েন্স গোষ্ঠীর একটি বড় প্রতিনিধি দল রাজ্যে আসছে। তাদের সঙ্গে বৈঠক আছে। এই রাজ্যে রিলায়েন্স বড় বিনিয়োগ করবে। প্রচুর কর্মসংস্থান হবে। বদলে যাবে বাংলা।’ উল্লেখ্য, সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মুম্বই গিয়ে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান মুকেশ আম্বানি এবং অনন্ত আম্বানির সঙ্গে বৈঠক করে এসেছেন।

বিদ্যাসাগরের বই কিনুন: মুখ্যমন্ত্রী

বুদ্ধদেব দাস
ঘাটাল, ৩০ সেপ্টেম্বর

‘রাজ্যের গ্রন্থাগার বিভাগকে বলব বিদ্যাসাগরের বই কিনুন। স্কুল–কলেজের পাঠাগারেও ওঁর লেখা বই রাখুন।’ বুধবার ঘাটালের বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগরের জন্মস্থানে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে এসে একথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বিদ্যাসাগরের জন্মস্থান থেকে মুখ্যমন্ত্রী আগের তৃণমূল সরকারের শিক্ষা নীতির কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, ‘আগের সরকারের ভুল নীতির জন্য আমরা শিক্ষায় ১০ এর মধ্যে আসতে পারিনি। ৩১ নম্বরে রয়েছি। এটা দুর্ভাগ্য।’

তৃণমূল সরকারের আমলে গঠিত বিদ্যাসাগর উন্নয়ন পর্ষদকে কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘এখানে পর্ষদ হয়েছে নামেই। কাজের কাজ কিছুই হয়নি। শুধু ভাষণ দিয়ে গেছেন।’ এরপরই তিনি মঞ্চ থেকে বিদ্যাসাগরের বীরসিংহ গ্রামের জন্য একের পর এক উন্নয়নের কথা ঘোষণা করেন। ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকায় পথবাতি, বিদ্যাসাগর নামাঙ্কিত পার্ক ও পুষ্করিণীর জন্য ৩৫ লক্ষ টাকা, স্থানীয় উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের উন্নয়নে ৪০ লক্ষ টাকা, বীরসিংহ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় গার্ডওয়াল ও কংক্রিটের রাস্তার জন্য ৫০ লক্ষ টাকা। মূল সড়ক থেকে এই গ্রামের সংযোগকারী কংক্রিটের রাস্তার জন্য ৭৪ লক্ষ টাকা, মিটিং হলের জন্য ৩৫ লক্ষ টাকা, মার্কেট কমপ্লেক্স এবং কমিউনিটি হলের জন্য ৮ কোটি টাকা। এসব কাজের অনুমোদনের ছাড়পত্র তিনি মঞ্চ থেকেই ঘোষণা করেন। শুনে উল্লাসে ফেটে পড়েন স্থানীয়রা। রাজ্যের পাঠাগার ও স্কুল কলেজে যেন আগের মুখ্যমন্ত্রীর লেখা বই না কেনা হয় সে বিষয়ে সকলকে সজাগ করে শুভেন্দু বলেন, ‘বিদ্যাসাগরের বই কিনুন। স্কুল–কলেজের পাঠাগারেও বিদ্যাসাগরের বই রাখুন। তবে এপাং ওপাং ঝপাং বই কিনবেন না।’ এদিন মুখ্যমন্ত্রী বিদ্যাসাগর স্মৃতি মন্দিরে বিদ্যাসাগরের পিতা–মাতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভগবতীদেবীর মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন। বাল্যবিবাহ রুখে দেওয়ার জন্য নূপুর চঙরে, শ্রেয়া অধিকারী এবং তনুশ্রী সামন্ত নামে তিন ছাত্রীকে মুখ্যমন্ত্রী এই দিন সংবর্ধনা দেন। ভারতের মানুষের কাছে যাতে আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে ওঠে সেই ভাবে বীরসিংহকে গড়ে তোলার কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

আগের সরকারের কঠোর সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘বাল্য বিবাহ ও ১৮ বছরের নীচে গর্ভবতী ও প্রসব হওয়ার ক্ষেত্রে আমরা জম্মু–কাশ্মীরের সঙ্গে ১ নম্বরে রয়েছি। রাজ্যে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর স্বাস্থ্য সচিবকে ডেকে বলেছিলাম, এবছরের ১ জানুয়ারি থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত যত ১৮ বছরের নীচে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের তালিকা যেন তাঁকে দেওয়া হয়। মাত্র ৬ মাসেই ৬০ হাজার জন কিশোরী মা হয়েছে।’

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘ঈশ্বরচন্দ্র শুধুমাত্র পণ্ডিত ব্যক্তিই ছিলেন না, তিনি ছিলেন সমাজ সংস্কারক। হিন্দু বিধবা বিবাহ চালু করতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্বাক্ষর সংগ্রহ করেন। নারী শিক্ষার প্রসার ঘটান। মা ভগবতীদেবীর নামে একাধিক স্কুল রয়েছে।’ এরই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘যে সামাজিক ব্যাধিতে আমরা আটকে রয়েছি, এর থেকে আমাদের বের হয়ে আসতেই হবে।’

বাল্যবিবাহ রুখে দেওয়া ছাত্রীদের সংবর্ধনা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। বীরসিংহ গ্রামে।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কাজ শুরু পুজোর পরই: মুখ্যমন্ত্রী

● ১ পাতার পর

ঘাটালের বন্যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘বন্যার ফলে বহু মাটির বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জেলাশাসককে বলছি বিডিও এবং জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে এসব ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির তালিকা তৈরি করতে। যাঁরা বানভাসি, যাঁদের কাঁচা মাটির বাড়ি, আবাস যোজনার বাড়ি পাননি বা পাকা বাড়ি নেই, তাঁদের সকলকে ১ লক্ষ ৮০ হাজার করে টাকা দেওয়া হবে।’ কয়েকদিন বৃষ্টি না হলেও ঘাটালের ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য এখনও কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা জলের তলায় ডুবে রয়েছে। বুধবার চাউলি রামচন্দ্রপুর এলাকায় জমা জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে রুদ্রাণী চৌধুরি নামে ২ বছরের এক শিশুর। মুখ্যমন্ত্রী সেকথা জানিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘ধান হয়েছে ভালই, তবে কয়েকটা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকার ফসল এখনও জলের তলায়। তাঁরা যাতে প্রধানমন্ত্রী শস্য বিমা যোজনার অর্থ দ্রুত পান সেজন্য প্রশাসনকে নির্দেশ দিচ্ছি। ত্রাণ সামগ্রী যা যা লাগে, তা দিচ্ছে সরকার। ত্রাণের কোনও ঘাটতি হবে না।’

মুখ্যমন্ত্রীর শ্রদ্ধা

আজকালের প্রতিবেদন

স্বাধীনতা সংগ্রামী শহিদ গোবিন্দ মাহাতো ও শহিদ চুনারাম মাহাতোকে শ্রদ্ধা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার ছিল তাঁদের আত্মবলিদান দিবস। এদিন মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের শ্রদ্ধা জানিয়ে সমাজমাধ্যমে লেখেন, ১৯৪২ সালে আজকের দিনে ৩০ সেপ্টেম্বর মানবাজার থানা ঘেরাও করতে গিয়ে ব্রিটিশের গুলিতে শহিদ হন স্বাধীনতা সংগ্রামী গোবিন্দ মাহাতো ও চুনারাম মাহাতো। দুই স্বাধীনতা সংগ্রামীর আত্মবলিদান দিবসে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

আজ রেজিনগরে প্রচারে মুখ্যমন্ত্রী

প্রদীপ দে
বহরমপুর, ৩০ সেপ্টেম্বর

বৃহস্পতিবার রেজিনগরের বিজেপি প্রার্থী শাখারভ সরকারের সমর্থনে প্রচারে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রেজিনগর বিধানসভার শক্তিপুর প্রতাপ সঙ্ঘের মাঠে হবে বিজেপির নির্বাচনী জনসভা। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, বিকেল ৩টেয় জনসভায় বক্তব্য পেশ করবেন মুখ্যমন্ত্রী। সড়কপথে ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে প্রথমে রেজিনগর পৌঁছোবেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখান থেকেই নারকেলবাড়ি ঘাটে নৌকায় ভাগীরথী নদী পেরিয়ে শক্তিপুরে যাবেন। বিজেপির অন্যতম জেলা নেতা তথা রাজ্যের মন্ত্রী গৌরীশঙ্কর ঘোষ বলেন, ‘রোড–শো না করলেও রাস্তার দু’ধারে মুখ্যমন্ত্রীকে দেখার জন্য হাজার হাজার মানুষ থাকবেন। জনসভায় ভিড় উপচে পড়বে।’

ব্যাঁটরার স্কুলের রান্নার দিদিদের জন্য শাড়ি উপহার মুখ্যমন্ত্রীর

প্রিয়দর্শী বন্দ্যোপাধ্যায়

কথা দিয়ে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সেই কথা রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার হাওড়ার মধুসূদন পালচৌধুরি হাই স্কুলে গিয়ে রাজ্যের ‘সারথি’ প্রকল্পের সূচনা করার পর সেখানকার পড়ুয়াদের সঙ্গে বসে মিড–ডে মিল খেয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। মিড–ডে মিলের রান্না খেয়ে ভাল লাগায় তিনি রান্নার দিদিদের প্রশংসা করেন। সেইসঙ্গে তাঁদের সবাইকে উপহার হিসেবে শাড়ি পাঠাবেন বলেও জানান। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সেই কথা রাখলেন তিনি। বুধবারই ওই স্কুলের মিড–ডে মিল রান্নার দিদিদের জন্য পুজোর আগে শাড়ি ও কিছু অর্থ পাঠালেন মুখ্যমন্ত্রী। স্কুলের পড়ুয়া ও শিক্ষক–শিক্ষিকাদের জন্যও পাঠানো হল মাছ ও মিষ্টি।

এদিন হাওড়ার ব্যাঁটরা মধুসূদন পালচৌধুরি হাই স্কুলে পৌঁছে যায় মুখ্যমন্ত্রীর পাঠানো উপহার। স্কুলের প্রধান শিক্ষক তন্ময় চক্রবর্তী জানান, উপস্থিত পড়ুয়া ও শিক্ষক–শিক্ষিকা মিলিয়ে প্রায় ৮৫০ জনের জন্য মাছ ও মিষ্টি পাঠানো হয়। মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে জেলাশাসকের মাধ্যমে স্কুলে উপস্থিতির সংখ্যা জানতে চাওয়া হলে আমরা সেই তথ্য জানিয়েছিলাম। স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা প্রায় ১,২০০। তবে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা চলায় বর্তমানে সব পড়ুয়া স্কুলে আসছে না। প্রধান শিক্ষক জানান, একদিনের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর তরফে উপহার পৌঁছে যাওয়ায় আমরা সবাই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। উপহার হিসেবে শাড়ি পাঠানোয় বেজায় খুশি রান্নার দিদিরাও। তাঁরা বললেন, ‘মুখ্যমন্ত্রীর খাবার ভাল লাগায় আমরা সবাই খুব খুশি। তাঁর পাঠানো উপহার আমাদের জীবনের সব থেকে বড় পাওয়া। এই উপহার পেয়ে আমরা আপ্লুত।’

যুকো বৈঁক UCO BANK
পরিশিষ্ট–IV [রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

ইউকো ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস কলকাতা
৫, এল এল আর সরণি, ফার্স্ট ফ্লোর, কলকাতা–৭০০০২০
ফিনান্সিং ব্রাঞ্চ– যোধপুর পার্ক ব্রাঞ্চ
২২/২৯০, যোধপুর গার্ডেনস, কলকাতা– ৭০০০৪৫

যেহেতু, ইউকো ব্যাঙ্কের অনুমোদিত আধিকারিক রূপে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল নং ৩–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (৫৪/২০০২)–এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে আমাদের শাখার মিঃ সঞ্জয় মণ্ডল (আবেদনকারী) এবং মিঃ নিমাই মণ্ডল (সহ–আবেদনকারী), ৫৩ রহিম ওস্তাগার রোড, ফ্ল্যাট নং– ৫, ফার্স্ট ফ্লোর, কলকাতা– ৭০০০৪৫–এর ফ্ল্যাট এবং ব্যবসার ঠিকানা: মেসার্স সানশা এন্টারপ্রাইজ, ৫২ রহিম ওস্তাগার রোড, কলকাতা– ৭০০০৪৫–এর প্রতি ১৬.০৭.২০২৬ তারিখ সংবলিত একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক অর্থাৎ, (টার্ম লোন) ₹৪,৯৪,১৭৮.৯০ (চার লক্ষ চুরানব্বই হাজার একশো আটাত্তর টাকা এবং নব্বই পয়সা মাত্র) যা ৩০.০৬.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী (৩১.০৫.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত সুদের চার্জ সহ), তৎসহ পরবর্তীতে এর ওপর পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ, মাশুল, চার্জ ও খরচাপাতি আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতা দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণের প্রতি জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসের রুল নং ৮–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৪) নং উপধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতা ও জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং এই সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও ধরনের লেনদেন (টার্ম লোন) ₹৪,৯৪,১৭৮.৯০ (চার লক্ষ চুরানব্বই হাজার একশো আটাত্তর টাকা এবং নব্বই পয়সা মাত্র) যা ৩০.০৬.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী (৩১.০৫.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত সুদের চার্জ সহ), তৎসহ পরবর্তীতে এর ওপর পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ, মাশুল, চার্জ ও খরচাপাতি ইত্যাদি সমেত ইউকো ব্যাঙ্ক, যোধপুর পার্ক ব্রাঞ্চ–এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।
সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে প্রাপ্য সময়সীমা সম্পর্কিত বিষয়ে উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থানগুলির প্রতি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

নিম্নোক্ত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট, ফার্স্ট ফ্লোর–এ ফ্ল্যাট নং ৫ যার পরিমাপ ১১০০ (এক হাজার একশো) বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ, জি+২ তলা বিল্ডিংয়ের দক্ষিণ–পশ্চিম অংশে অবস্থিত যাতে রয়েছে ৩ (তিন) টি বেডরুম, ১ (এক) টি ড্রয়িং–কাম–ডাইনিং রুম, ১ (এক) টি রান্নাঘর, ২ (দুই) টি স্নানাগার ও শৌচাগার এবং ১ (এক) টি বারান্দা, সাথে গ্রাউন্ড ফ্লোর–এ উত্তর দিকে ১৫০ বর্গফুট পরিমাপের একটি কার–পার্কিং স্পেস এবং তার সাথে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ, যার স্থিতি ও বিবরণ: কে.এম.সি প্রেমিসেস নং ৫৩, রহিম ওস্তাগার রোড, থানা– লেক, কলকাতা– ৭০০০৪৫, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নং ৯৩–এর অধীনে, জেলা– ২৪ পরগনা (দক্ষিণ)। সম্পত্তির স্বত্বধারক: মিঃ নিমাই মণ্ডল। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা নিম্নরূপ: উত্তর**– প্রেমিসেস নং ৫২, রহিম ওস্তাগার রোড, কলকাতা– ৭০০০৪৫; **দক্ষিণ**– প্রেমিসেস নং ৬৮, রহিম ওস্তাগার রোড, কলকাতা– ৭০০০৪৫; **পূর্ব**– প্রেমিসেস নং ৬৭, রহিম ওস্তাগার রোড, কলকাতা– ৭০০০৪৫; **পশ্চিম**– প্রেমিসেস নং ৫১/১, এবং আংশিকভাবে ৫২, রহিম ওস্তাগার রোড, কলকাতা– ৭০০০৪৫ এবং ১২ ফুট চওড়া সাধারণ রাস্তা।

তারিখ: ৩০.০৯.২০২৬ স্বা/–
স্থান: কলকাতা অনুমোদিত আধিকারিক, ইউকো ব্যাঙ্ক

TATA
টাটা ক্যাপিটাল হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: ফ্লোর নং ১১, টাওয়ার ‘এ’, পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, গণপত রাও কদম মার্গ, লোয়ার পরেল, মুম্বই–৪০০০১৩। CIN No.: U67190MH2008PLC187552

দখল বিজ্ঞপ্তি
[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(১)–সহ পঠনীয় পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী]

লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর ৯৯৯২০২৯ ও ১০৬৮০৬৫২

যেহেতু, টাটা ক্যাপিটাল হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড–এর অনুমোদিত আধিকারিক রূপে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৩–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **ঋণগ্রহীতাগণ থউডাম ইমো সিং এবং নাঙ্গলেকপাম প্রেমী দেবী**–এর প্রতি ১৪.০৮.২০২৩ তারিখ সংবলিত দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে ওই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে লোন অ্যাকাউন্টের মোট বকেয়া অর্থাঙ্ক অর্থাৎ, **₹২০,৭২,৭২৯.৭৫ (কুড়ি লক্ষ বাহাত্তর হাজার সাতশো উনত্রিশ টাকা এবং পঁচাত্তর পয়সা মাত্র),** তৎসহ সুদ, পেনাল সুদ, চার্জ, মাসুল ইত্যাদি পরিশোধের জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতা দাবিকৃত অর্থাঙ্ক পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণের প্রতি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসমূহের রুল নং ৮–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) নং ধারাধীনে **২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে** এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
ঋণগ্রহীতা ওই দাবিকৃত অর্থাঙ্ক পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণের প্রতি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, সারফায়েসি অ্যাক্টের ১৪ নং ধারাধীনে বিবিধ মামলা নং ২৩৬/২০২৬–এর প্রেক্ষিতে মহামান্য অ্যাডিশনাল চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, বারুইপুর দ্বারা জারিকৃত আদেশ মোতাবেক নিযুক্ত কোর্ট কমিশনার তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির বাস্তবিক দখল নিয়েছেন এবং **২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে** সেই দখল টাটা ক্যাপিটাল হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড–এর অনুমোদিত আধিকারিক রূপে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে অর্পণ করেছেন।
বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে–কোনও ধরনের লেনদেন ₹২০,৭২,৭২৯.৭৫ (কুড়ি লক্ষ বাহাত্তর হাজার সাতশো উনত্রিশ টাকা এবং পঁচাত্তর পয়সা মাত্র) তৎসহ ১৪.০৮.২০২৩ থেকে সুদ, পেনাল সুদ, চার্জ, মাশুল ইত্যাদি সমেত টাটা ক্যাপিটাল হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড–এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।
উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থান অনুযায়ী প্রাপ্য সময়সীমার মধ্যে এই সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি ছাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

স্থাবর সম্পত্তির সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, বিল্ডিংয়ের নিচের জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ সহ আস সু কাসা টুইনস নামে বিল্ডিংয়ের থার্ড ফ্লোরে দক্ষিণ দিকে টাইলসের মেঝের স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং এ/৩বি, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৭৭ বর্গফুট (কভার্ড এরিয়া ৫৮৩ বর্গফুট এবং কার্পেট এরিয়া ৫০৫ বর্গফুট) যাতে দুটি বেডরুম, একটি কিচেন, একটি ড্রইং কাম ডাইনিং স্পেস, দুটি টয়লেট, একটি ব্যালকনি আছে এবং এনএ–৬ নম্বরযুক্ত একটি কার পার্কিং স্পেস, মাপ ১২০ বর্গফুট, রাজপুর–সোনারপুর পুরসভা, জে এল নং ৭১, মৌজা জগদ্দল, পরগনা মাগুরা, ওয়ার্ড নং ২৫, হোল্ডিং নং ১৮১, বি সি রায় রোড, থানা সোনারপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।

তারিখ: ২৯.০৯.২০২৬ স্বাঃ– অনুমোদিত আধিকারিক
স্থান: কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ টাটা ক্যাপিটাল হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড–এর পক্ষে

SENCO GOLD & DIAMONDS
ESTD 1938

সেনকো গোল্ড লিমিটেড
CIN: L36911WB1994PLC064637
রেজিস্টার্ড ও কর্পোরেট অফিস: ‘ডায়মণ্ড প্রেস্টিজ’, ৪১এ, এজেসি বোস রোড, ১০ নং ফ্লোর, কলকাতা–৭০০০১৭
ফোন: ০৩৩ ৪০২১ ৫০০০ / ৫০০৪, ই–মেল: corporate@sencogold.co.in
ওয়েবসাইট: www.sencogold.com

পোস্টাল ব্যালটের নোটিস

এতদ্দ্বারা এই নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, পরিমার্জিত কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ (‘অ্যাক্ট’)–এর ধারা নং ১০৮ ও ১১০ ও অন্যান্য প্রযোজ্য বিধানাবলি, সঙ্গে পঠনীয় পরিমার্জিত কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ (‘ম্যানেজমেন্ট রুলস’)–এর রুল নং ২০ ও ২২; ভারত সরকারের কর্পোরেট কারবার বিষয়ক মন্ত্রকের তরফে জারি করা ০৮.০৪.২০২০ তারিখের জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৩.০৪.২০২০ তারিখের জেনারেল সার্কুলার নং ১৭/২০২০, ০৫.০৫.২০২০ তারিখের জেনারেল সার্কুলার নং ২০/২০২০, ১৫.০৬.২০২০ তারিখের জেনারেল সার্কুলার নং ২২/২০২০, ২৮.০৯.২০২০ তারিখের জেনারেল সার্কুলার নং ৩৩/২০২০, ৩১.১২.২০২০ তারিখের জেনারেল সার্কুলার নং ৩৯/২০২০, ২৩.০৬.২০২১ তারিখের জেনারেল সার্কুলার নং ১০/২০২১, ০৮.১২.২০২১ তারিখের জেনারেল সার্কুলার নং ২০/২০২১, ০৫.০৫.২০২২ তারিখের জেনারেল সার্কুলার নং ৩/২০২২, ২৮.১২.২০২২ তারিখের জেনারেল সার্কুলার নং ১১/২০২২, ২৫.০৯.২০২৩ তারিখের জেনারেল সার্কুলার নং ০৯/২০২৩, ১৯.০৯.২০২৪ তারিখের জেনারেল সার্কুলার নং ০৯/২০২৪ ও ২২.০৯.২০২৫ তারিখের জেনারেল সার্কুলার নং ০৩/২০২৫ (‘এমসিএ সার্কুলারসমূহ’); তৎসহ বিভিন্ন সময়ে পরিমার্জিত সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (‘সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস’)–এর রেগুলেশন ৪৪; ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়ার তরফে জারি করা সাধারণ সভা সংক্রান্ত সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ডস (‘এসএস–২’) এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইন, রুলস, সার্কুলার, প্রজ্ঞাপন এবং রেগুলেশনস (বর্তমানে বলবৎ এর যে কোনো সংবিধিবদ্ধ পরিমার্জিন বা পুনর্প্রবর্তন সহ)–এর সংস্থানাধীনে কেবলমাত্র রিমোট ই–ভোটিং (‘ই–ভোটিং’)–এর মাধ্যমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি মঞ্জুরির জন্য সদস্যদের অনুমোদন চাওয়ার উদ্দেশ্যে, সোমবার, ২৮.০৯.২০২৬ তারিখ সংবলিত পোস্টাল ব্যালটের নোটিসটি বুধবার, ৩০.০৯.২০২৬ তারিখে সেই সকল সদস্যের প্রতি ই–মেলের মাধ্যমে প্রেরিত হয়েছে, যাঁরা কাট–অফ ডেট অর্থাৎ, শুক্রবার, ২৫.০৯.২০২৬ (‘কাট–অফ ডেট’) অনুযায়ী কোম্পানি/ ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট/ ডিপোজিটরি/ কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (‘আরটিএ’) কেফিন টেকনোলজিস লিমিটেড–এর কাছে নিজেদের ই–মেল আইডি রেজিস্টার করেছেন:

ক্রম নং	বিবরণ	প্রস্তাবে ধরন
১.	মিঃ ভাস্কর সেন (DIN: 03193003)–কে ১ (এক) বছরের দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য নন–এগজিকিউটিভ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর হিসেবে পুনর্নিয়োগের বিষয়টি বিবেচনা ও অনুমোদন করা	বিশেষ প্রস্তাব

এমসিএ সার্কুলারসমূহের বিধান অনুযায়ী, শেয়ারধারকরা কেবলমাত্র রিমোট ই–ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন। এই পোস্টাল ব্যালটের জন্য শেয়ারধারকদের পোস্টাল ব্যালট নোটিসের মুদ্রিত প্রতিলিপি এবং প্রি–পেড বিজনেস রিপ্লাই খাম পাঠানো হচ্ছে না। শুক্রবার, ২৫.০৯.২০২৬ তারিখের ভিত্তিতে যাঁদের নাম সদস্যদের রেজিস্টার/ সুবিধাভোগী স্বত্বধারকদের তালিকাভুক্ত রয়েছে, শুধুমাত্র তাঁদেরই ই–ভোটিংয়ের উদ্দেশ্যে বিবেচনা করা হবে এবং একজন সদস্য/ সুবিধাভোগী স্বত্বধারকের ভোটাধিকার কাট–অফ ডেটে কোম্পানির পূর্ণরূপে আদায়ীকৃত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে তাঁর শেয়ারধারণের অনুপাতে হবে। কাট–অফ ডেটের নিরিখে সদস্য না হলে এই নোটিসটিকে শুধুমাত্র তথ্য জানার খাতিরে বিবেচনা করতে হবে।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি খেয়াল রাখতে শেয়ারধারকদের প্রতি অনুরোধ জানানো হচ্ছে:

ই–ভোটিংয়ের সময়সীমা শুরু	শনিবার, ০৩.১০.২০২৬, সকাল ৯টা (ভারতীয় প্রমাণ সময়)
ই–ভোটিংয়ের সময়সীমা শেষ	রবিবার, ০১.১১.২০২৬, বিকেল ৫টা (ভারতীয় প্রমাণ সময়)

যে সকল সদস্য তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগে ইচ্ছুক, বিবেচনাযোগ্য হওয়ার জন্য তাঁদের উপরোক্ত সময়সীমার মধ্যে ভোট দিতে হবে।

যে সকল সদস্য নিজের ই–মেল আইডি রেজিস্টার করেননি, নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের মাধ্যমে ডিপোজিটরির কাছে তা রেজিস্টার করে নিতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

ই–ভোটিংয়ের মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে পরিচালনার জন্য কোম্পানির পরিচালন পর্ষদের তরফে প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি (মেম্বারশিপ নং ৪৮৪৮, সিপি নং ৩২৩৮) এবং মেসার্স লাভ অ্যান্ড লাভ অ্যাসোসিয়েটস, কোম্পানি সেক্রেটারিজ–এর অংশীদার মিঃ অতুল কুমার লাভ–কে স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

স্ক্রুটিনাইজার তাঁর রিপোর্ট চেয়ারপার্সন, অথবা চেয়ারপার্সন দ্বারা অনুমোদিত কোনও ব্যক্তির কাছে জমা দেবেন। মঙ্গলবার, ০৩.১১.২০২৬ বা তার আগে ফলাফল ঘোষণা করা হবে। ভোটের বৈধতার বিষয়ে স্ক্রুটিনাইজারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে। ফলাফল এবং স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট কোম্পানির ওয়েবসাইট www.sencogold.com, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (‘সিডিএসএল’)–এর ওয়েবসাইট www.evotingindia.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইট অর্থাৎ, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (‘এনএসই’) এবং বিএসই লিমিটেড (‘বিএসই’)–এর যথাক্রমে www.nseindia.com ও www.bseindia.com–তেও দেওয়া হবে। তদুপরি, উক্ত ফলাফল কোম্পানির রেজিস্টার্ড ও কর্পোরেট অফিসের নোটিস বোর্ডেও প্রদর্শিত হবে।

লগইন করার ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত কোনও সমস্যার সম্মুখীন হওয়া সদস্যরা helpdesk.evoting@cdslindia.com আইডি–তে লিখিতভাবে অনুরোধ জানিয়ে অথবা টোল ফ্রি নং ১৮০০ ২১ ০৯৯১১–তে কথা বলে সিডিএসএল হেল্পডেস্কে যোগাযোগ করতে পারেন।

সেনকো গোল্ড লিমিটেড–এর
পরিচালন পর্ষদের আদেশ অনুসারে
স্বাঃ– মুকুন্দ চাণ্ডক
স্থান: কলকাতা কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
তারিখ: ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ICSI M No. A20051

সোনার নিলাম সংক্রান্ত জনবিজ্ঞপ্তি
বাজাজ ফাইন্যান্স লিমিটেড ("BFL");
রেজিস্টার্ড অফিস: চতুর্থ তলা, বাজাজ ফিনসার্ভ হাউস, পুনে-আহমেদনগর রোড সংলগ্ন, বিমান নগর, পুণে - 411014
BAJAJ FINANCE

ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জনসাধারণকে এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, নিচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতারা বারবার নোটিস দেওয়া সত্ত্বেও তাঁদের লোন পরিশোধ করতে বা প্রয়োজনীয় মার্জিন জমা দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। এই কারণে, লোন পরিশোধের নিরাপত্তা হিসেবে ঋণগ্রহীতাদের দেওয়া সোনা "যে অবস্থায় আছে যেখানে আছে" ভিত্তিতে নিচের শর্তাবলীর অধীনে নিলাম করা হবে: 1. এই জনবিজ্ঞপ্তির সম্পূর্ণ বিবরণ (সোনার বিবরণ ও মোট ওজন) জানতে QR কোড স্ক্যান করুন। 2. সম্পূর্ণ দরদাতা শর্তাবলী নিম্নলিখিত লিঙ্কে উপলব্ধ: All about our Terms and Conditions - Bajaj Finance Limited. 3. দরদাতাদের নিলামের আগে বা নিলামের দিনে অনলাইন ট্রান্সফারের মাধ্যমে ₹25,000/- অগ্রিম জামানত রাশি(EMD) জমা দিতে হবে। 4. নিলাম স্থানে সকাল 10টায় বৈধ পরিচয়পত্র ও ঠিকানার প্রমাণসহ ব্যক্তিগত উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। নিলামের তারিখে কোনো পরিবর্তন হলে তা নিলাম কেন্দ্রে প্রদর্শিত হবে। দরপত্র জমা দেওয়া মানে উপরোক্ত শর্তাবলী মেনে নেওয়া হয়েছে বলে ধরা হবে। যেকোনো প্রশ্নের জন্য যোগাযোগ করুন: wecare@bajajfinserv.in.

(11-11-26) আমতলা - বারুইপুর রোড: PS0BEGL92193143, 94278754, 94892093, 96266846, 96706970, 97621201. বহরমপুর - মোহন সেন রোড: PSJ3EGL90912540, 91814509, 93478270, 94439229, 95379909, 97663083. বালি - জি টি রোড: PSI9EGL91106468, 91281087, 91431406, 91711602, 92691722, 94640919, 94851417, 95063085, 95057709, 96491181, 96993380, 96934702, 97178167, 97233457. ব্যান্ডেল - স্টেশন রোড: PRK8EGL91323311, 97554907. বারুইপুর - BGL: PTP4EGL91405371, 96486621. বসিরহাট - মেইন রোড: PQP5EGL92718527, 93458609, 93477382, 93844498, 42659680, 95971648, 96343631, 96329195, 96334052, 96339137, 96551309, 97031239, 96994440, 97022452, 96996586, 96955531. (12-11-26) বাটানগর - বাটা মোড়: PSJ2EGL91275760, 91711229, 92950855, 94265271, 95337435, 95622310, 95993026, 96967834, 96936938, 97210336, 97193718. বেলদা - মেইন রোড: PST3EGL91274699, 95365880, 97557347. বেড়াচাঁপা - টাকি রোড: PUG9EGL96441839, 96739098, 97208951. বোলপুর - শ্রীনিকেতন রোড: PRE2EGL91260887, 91256443, 92978340, 93190717, 93499237, 94653013, 96016572, 96058106, 96733910, 96702605, 97557286. চাকদহ - বনগাঁ রোড: PQS3EGL90909700, 90858215, 91301971, 92679945, 92651738, 92751257, 93458978, 93468558, 94633361, 94871518, 95325481, 95341786, 95522307, 96016641, 95995452, 96068600, 44083675, 96245473, 96249046, 96225130, 45027678, 97605248. চাঁচল - BGL: PTZ6EGL95351348. (13-11-26) চাঁদিপুর - মঠ: PQN2EGL90956307, 90870689, 91120577, 91899100, 41588373, 93024286, 92938520, 93005235, 93002242, 93421434, 94882478, 95089413, 95101956, 95570852, 95580324, 95973167, 95981301, 95996446, 96211134, 96461451, 96734166, 96704485, 96946568, 96962217, 97567061, 97655021, 97546987, 45399955. চন্দ্রকোণা - সাতবাঁকুড়া: PQN9EGL91296237, 92734829, 92615331, 92688774, 92987775, 93259939, 94605827, 95124516, 95345548, 95640178, 96211845, 96205046, 96692362, 96721637, 96770673, 96713315, 96688382, 97630398. কাঁথি - এন এস রোড: PQM9EGL95107259, 96546672, 96528808. ডেবরা - মেইন মার্কেট: PQN7EGL90918999, 90905296, 90924578, 92610192, 92600293, 92763097, 92960709, 92922163, 95549451, 95543848, 95979012, 95996298, 96449722, 96762838, 96931068, 96983563, 97213793, 97621800, 97581319, 97609060, 97630371, 97547140, 97596109. এগরা - কলেজ রোড: PQN1SGL34282622, 41878862, 42908370, 43621713, 96047111. ফালাকাটা - BGL: PTZ1EGL95070855, 96983310. (16-11-26) গঙ্গারামপুর - তপন রোড: PRN8EGL93840832, 97249346. ঘাটাল - কোন্নগর: PQP2EGL90823681, 92199811, 92221520, 93011970, 92917350, 93197166, 93836037, 94885119, 95080150, 95286796, 95515765, 95568682, 95936435, 96734781, 96926837, 97219987, 97266911. হাবড়া - BGL: PTO3EGL91295202, 92684712. হলদিয়া - মঞ্জুশ্রী: PRE5EGL92238325, 97627604. কাকদ্বীপ - নামখানা রোড: PS07EGL95120416. কালনা - নিউ বাস স্ট্যান্ড: PRK6EGL93866564, 95086701. (17-11-26) কামারহাটি - বি টি রোড: PQT9EGL91139085, 91303653, 91286503, 41621085, 41611242, 93429802, 93471057, 42892181, 94639276, 96930316. কাঁচরাপাড়া - মেইন রোড: PQP7EGL90814783, 91082638, 91300625, 91261570, 91433781, 92078060, 92943470, 93010099, 93476455, 93465489, 93471890, 94897117, 94821419, 96455953, 44484243, 96977387, 96997431, 97004705, 96984544, 45118244, 97644363, 97638900, 97539101. কাটোয়া - কাছারি রোড: PRK5EGL90868855, 91897075, 91779308, 92115433, 92274581, 92776274, 92896314, 95531045, 95928644, 96928645, 96990681. খড়্গপুর - মালঞ্চ রোড: PQP1EGL90896823, 90885866, 91089771, 91088369, 91288697, 92150555, 92128168, 92643164, 92735266, 92985941, 93202952, 93423985, 93895121, 93868103, 94409863, 94278871, 94874524, 94881055, 95136923, 43461175, 95330785, 95581011, 95970408, 96278615, 96206901, 96260014, 96501607, 96715558, 96975270, 97256467, 97609280, 97620346, 97585433. কলকাতা - আক্রা সন্তোষপুর: PUL9EGL95997836, 96027530, 96043006, 96539992, 96758821, 97245497, 97559938. (18-11-26) কলকাতা - গার্ডেনরিচ: PQR7EGL90808840, 90951866, 40881317, 91434463, 91442946, 91439455, 41206019, 92597816. কলকাতা - যাদবপুর: PQR8EGL90890540, 41038171, 95528342, 95988451, 96771135, 96764886, 96778938, 97674861. কৃষ্ণনগর - আর এন টেগোর রোড: PRU4EGL97599926. মধ্যমগ্রাম - চৌমাথা: PQS4SGL32495815, 92236358, 92990097, 95313065, 95621952, 96077731, 96278962, 44467154, 96791917, 96704098, 97671490, 45425614. মালদা - রথবাড়ি মোড়: PRN6EGL93492092, 96532454, 96488153, 97729345, 97638056. মেচেদা - মেইন রোড: PQN5SGL32457625, 91711033, 41885764, 93203271, 94624617, 94888146, 95083367, 95331485, 95559100, 96782814, 96688700, 97670473, 97670075. (19-11-26) মেদিনীপুর - বিধান নগর: PQN8EGL90906747, 90896972, 90866140, 91114368, 92662748, 92669490, 95102620, 95119587, 97034422, 97253905, 45084722. নৈহাটি - আর বি সি রোড: PQP4EGL90833599, 91075079, 91296969, 91310878, 91302422, 42490819, 44672779, 96931370, 97023464, 97001589, 97017892. পাঁশকুড়া - স্টেশন রোড: PQN6EGL90829624, 90874676, 93901168, 96049210, 96987951. রামপুরহাট - মাড়গ্রাম মোড়: PRN7EGL91152549, 92137600, 92943892, 93177061, 94922236, 94849020, 95164134, 95099558, 95081139, 95955591, 96508832, 96699473, 96714006, 96972696. সালার - কলেজ মোড়: PRQ9EGL90865475, 92979638, 93015275, 93191217, 93976177, 94696847, 94649568, 94890532, 95616778, 96021483, 96000262. (20-11-26) শান্তিপুর - এন এস রোড: PRR2EGL90907088, 91102910, 91111019, 91072363, 91282179, 91394530, 91400317, 92641009, 92696228, 92725912, 92932219, 92941248, 94324559, 94639885, 94901000, 96525950, 96999363, 96935338, 97578016. শ্যামনগর - ফিডার রোড: PQU5EGL90832905, 91123349, 91149896, 91138532, 91295267, 91394803, 92637656, 92711563, 92722455, 93046228, 93476402, 94361836, 94610782, 94852231, 95178608, 95330823, 95323806, 95296065, 44304375, 96476257, 96783354, 96978635, 97242196, 97219960. সিউড়ি - মাদ্রাসা রোড: PRH3EGL90875827, 91109990, 91288021, 92084254, 92589343, 93226490, 93438674, 94929834, 95360620, 95284071, 95531525, 95537004, 96522177, 96763629, 96723639, 97206348. তমলুক - মেচেদা হলদিয়া রোড: PQN4EGL93037187, 43477455, 95281867. উলুবেড়িয়া - বাজার পাড়া: PTA5EGL90851336, 92644097, 92978150, 94270442, 94612908, 94603179, 94855981, 95089209, 95344836, 95396466, 96288767, 97645984.

বাজাজ ফাইন্যান্স লিমিটেড

ভারত সরকার
মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স
ইন্সপেক্টর জেনারেলের কার্যালয়, বিএসএফ
সাউথ বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার
অ্যাকশন এরিয়া–IIই, নিউ টাউন,
রাজারহাট/কলকাতা–৭০০১৬১

বিএসএফ–এ ওয়াক–ইন ইন্টারভিউ
০৫.১০.২০২৬ থেকে ০৯.১০.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত স্পেশালিস্ট ডাক্তার এবং জেনারেল ডিউটি মেডিক্যাল অফিসারদের জন্য

উপযুক্ত এবং ইচ্ছুক পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীরা বিএসএফ কম্পোজিট হাসপাতাল/ বিএসএফ হাসপাতালে চুক্তিভিত্তিক স্পেশালিস্ট ডাক্তার এবং জিডিএমও হিসেবে নিয়োগের জন্য ওয়াক–ইন ইন্টারভিউতে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

ক্রমিক নং	পদ	শূন্যপদ	মাসিক বেতন	বয়স	শিক্ষাগত যোগ্যতা
০১	**স্পেশালিস্ট:** রেডিওলজিস্ট, গাইনোকোলজি অ্যান্ড অবস্টেট্রিক্স, প্যাথোলজিস্ট, অ্যানাস্থেটিস্ট, অফথালমোলজিস্ট	০৮	₹৮৫,০০০/–	ওয়াক–ইন ইন্টারভিউয়ের তারিখে ৬৭ বছরের বেশি নয়	• ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিল অ্যাক্ট, ১৯৫৬–এর প্রথম বা দ্বিতীয় তফসিল বা তৃতীয় তফসিলের পার্ট II–এর অন্তর্ভুক্ত একটি স্বীকৃত মেডিক্যাল যোগ্যতা (লাইসেন্সিয়েট যোগ্যতা ব্যতীত)। পার্ট II বা তৃতীয় তফসিলের অন্তর্ভুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতার অধিকারীদের ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিল অ্যাক্ট, ১৯৫৬–এর ধারা (১৩)–এর উপ–ধারা (৩)–এ নির্ধারিত শর্তাবলীও পূরণ করতে হবে। • ষষ্ঠ তফসিলের সেকশন–এ বা সেকশন–বি–তে উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট স্পেশালিটিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অথবা সমতুল্য। • পিজি ডিগ্রিধারীদের জন্য ১½ বছরের অভিজ্ঞতা এবং ডিপ্লোমাধারীদের জন্য পিজি ডিগ্রি/ডিপ্লোমা বা সমতুল্য যোগ্যতার পর সংশ্লিষ্ট স্পেশালিটিতে ২½ বছরের অভিজ্ঞতা।
০২	**জেনারেল ডিউটি মেডিক্যাল অফিসার (জিডিএমও)**	৪২	₹৭৫,০০০/–		• ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিল অ্যাক্ট, ১৯৫৬–এর প্রথম বা দ্বিতীয় তফসিল বা তৃতীয় তফসিলের পার্ট II–এর অন্তর্ভুক্ত একটি স্বীকৃত মেডিক্যাল যোগ্যতা (লাইসেন্সিয়েট যোগ্যতা ব্যতীত)। পার্ট II বা তৃতীয় তফসিলের অন্তর্ভুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতার অধিকারীদের ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিল অ্যাক্ট, ১৯৫৬–এর ধারা (১৩)–এর উপ–ধারা (৩)–এ নির্ধারিত শর্তাবলীও পূরণ করতে হবে। • বাধ্যতামূলক রোটেটিং ইন্টার্নশিপ সম্পন্ন করতে হবে।

২. আগ্রহী প্রার্থীরা বিস্তারিত তথ্যের জন্য আমাদের ওয়েবসাইট **http://rectt.bsf.gov.in** বা **www.bsf.gov.in** দেখতে পারেন।

Comdt. (Estt.)

CBC19110/11/0054/2627

আজকাল

৪৬ বর্ষ ১৮৯ সংখ্যা ১৩ আশ্বিন ১৪৩৩ বৃহস্পতিবার ১ অক্টোবর ২০২৬

অনভিজ্ঞ

নিট পরীক্ষার প্রশ্ন–ফাঁসের ইস্যুতে নবোদিত ককরোচ পার্টির আন্দোলন দেশকে আলোড়িত করেছিল। জেন জি বিক্ষোভ কতটা পারে, এই দেশও দেখল। নরেন্দ্র মোদির জমানায় যা কখনও হয়নি, তা হল। ইস্তফার দাবি বিরোধীরা তোলেন মাঝেমধ্যে, গণতন্ত্রে স্বাভাবিক। সিজেপি–র দাবি ছিল, শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে ইস্তফা দিতে হবে। বাড়াবাড়ি মনে হয়েছিল। বিদেশে গবেষণারত অভিজিৎ দীপকের নতুন দল গঠিত হল। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণের একটি আলগা শব্দ ‘ককরোচ’, নতুন দলের জন্মসূত্র। প্রধান বিচারপতি বুঝিয়ে বলেন, এটা কথার কথা। শান্ত হননি সিজেপি নেতারা। যন্তর মন্তরে ধর্না। তুমুল বিক্ষোভ। গোটা দেশে ছড়াল আন্দোলন, কারণ, ইস্যুটা তরুণ প্রজন্মের কাছে প্রাসঙ্গিক। নিট–এর অনেক কর্তাকে সরানো হল, সরানো হল শিক্ষাসচিবকেও। সিজেপি নেতারা সন্তুষ্ট হননি। দাবিতে অনড়, সরতে হবে শিক্ষামন্ত্রীকে। প্রধানমন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করলেন। অভাবনীয়। এরপর, নানা রাজ্যে স্কুলে গিয়ে পরিদর্শন। যাঁরা ওঁদের নিগ্রহ করলেন, দোষী। কিন্তু স্কুল পরিদর্শনের অধিকার সিজেপি–কে কে দিল? জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে সব বিরোধী দল সরব। সিজেপি নেতা অভিজিৎ সময়সীমা দিলেন, জ্ঞানেশ কুমারকে ইস্তফা দিতে হবে। বারবার এক অস্ত্রে কাজ হতে পারে? অভিজিৎ দীপকে এই সূত্রে আরও বললেন, বিরোধীদের উচিত ভোট বয়কট করা, কারণ, ঠিকমতো ভোট হচ্ছে না। বিরোধীরা বয়কটে নারাজ। কেন রাজি হবেন? লড়াই চলতে পারে নানা ভাবে, কিন্তু ভোট বয়কট ঠিক পথ হতে পারে? সংসদে যদি বিরোধীরা না–যান, আওয়াজ কারা তুলবেন? নির্বাচন থেকে দূরে গেলে ন্যূনতম সম্ভাবনাও চলে যাবে। সিজেপি নেতারা লড়াকু, কিন্তু অনভিজ্ঞ। বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে তো!

প্রিয় সম্পাদক

তিনি ছিলেন দর্শকদের মনকাড়া নায়িকা

সম্প্রতি মুম্বইয়ে জীবনাবসান ঘটল বাংলা চলচ্চিত্রের সত্তর দশকের সাড়াজাগানো অভিনেত্রী মিঠু মুখার্জির। কলকাতায় জন্ম ও বেড়ে ওঠা। তবে বহুদিন ধরেই তিনি ছিলেন মুম্বইয়ে। ‘আজকাল’ পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদেই জানলাম, দক্ষিণ কলকাতার বাড়ি বিক্রি করে দেশের বাণিজ্য নগরীতেই ঠাঁই নেন মিঠু অনেক বছর আগেই। বছরখানেক ধরে শরীরে বাসা বেঁধেছিল দুরারোগ্য কর্কটরোগ। তাতেই চলে গেলেন তিনি। তবে, বাংলা ছবির দর্শকদের মনে গভীর এক ছাপ রেখে গিয়েছেন মিঠু। এখনও দূরদর্শন বা অন্য বাণিজ্যিক বিনোদনের চ্যানেলে সন্ধের প্রাইম টাইমে ‘মর্জিনা আবদাল্লা’, ‘মৌচাক’ বা ‘স্বয়ংসিদ্ধা’–র মতো এক সময়কার ব্লকবাস্টার বাংলা ছবিগুলো দেখানো হলে সব বয়সের মানুষ তারিয়ে–তারিয়ে তা উপভোগ করেন। মিঠু মুখার্জি যখন কেরিয়ারের মধ্যগগনে, তখন বাংলা সিনেমায় ‘বসন্তের হাওয়া’! সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া দেবী বা অপর্ণা সেনের মতো দুর্ধর্ষ নায়িকাদের সগৌরব উপস্থিতি সত্ত্বেও তিনি টলিউডে (তখন অবশ্য এ নামের চল হয়নি) নিজের পায়ের তলার মাটি শক্ত করতে পেরেছিলেন। যা সে যুগে কম কৃতিত্বের বিষয় ছিল না। রঞ্জিত মল্লিক থেকে দেবরাজ রায়, এমনকী মহানায়ক উত্তম কুমারের (হোটেল স্নো–ফক্স ইত্যাদি) সঙ্গে জুটিতেও তাঁর স্বচ্ছন্দ, সাবলীল অভিনয় দর্শকদের তারিফ কুড়িয়ে নিয়েছিল। কেরিয়ারের মধ্যপর্বে ‘সন্ধি’, ‘নিশিকন্যা’, ‘ভাগ্যচক্র’ ছবিগুলোকে বাণিজ্য–সফল বলে চিহ্নিত করা না গেলেও সেই সমস্ত ছবিতেও এই আদুরে নায়িকার অভিনয় আলাদা করে নজর কেড়ে নিয়েছিল। কেরিয়ারের শেষতম ছবি ওঁর নিজেরই পরিচালনায় ‘আশ্রিতা’। সে ছবিতে মুম্বইয়ের অভিনেতা কানওয়ালজিতের সঙ্গেও মিঠুর পর্দা–রসায়ন বেশ জমেছিল। গোটা ছবি–জীবন জুড়েই এই সপ্রতিভ, মিষ্টি নায়িকা যেন সেলুলয়েডে প্রেমের বার্তা রেখে গেলেন।

● *প্রিয়রঞ্জন বসাক*
মহেন্দ্র ভট্টাচার্য রোড, হাওড়া

হৃদয়ে ছাপ রেখে গেছেন মিঠু

১৯৭০ থেকে ১৯৯০— এই দুই দশকের অভিনয় জীবন। ছবির সংখ্যার বিচারে তাঁর কাজ খুব বেশি না হলেও সাদা–কালো পর্দার যুগে তাঁর সহজাত গ্ল্যামার ও অভিনয় আমাদের মুগ্ধ করেছে। অল্প সময়ের মধ্যে হলেও একাধিক ছবি মনে রাখার মতো। চরিত্র অনুযায়ী বদলে নেওয়ার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। ১৯৭২ সালে চিত্ত বসুর ‘শেষ পর্ব’ সিনেমায় শমিত ভঞ্জের বিপরীতে অভিনয়ের মাধ্যমে তাঁর কেরিয়ার শুরু। ১৯৭৩ সালে দীনেন গুপ্তের ‘মর্জিনা আবদুল্লা’ ছবিতে মর্জিনার চরিত্র তাঁকে পাকাপাকি ভাবে দর্শক হৃদয়ে ঠাঁই করে দেয়। এই ছবির সাফল্যের পর এগিয়ে চলা। পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি ‘মর্জিনা’ অভিনেত্রী মিঠু মুখার্জিকে। ১৯৭৪ সালে অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের ‘মৌচাক’ তাঁকে আরও জনপ্রিয় করে তোলে। খুব কম সময়ের মধ্যে নীপা–র চরিত্রের মাধ্যমে নিজের অভিনয় দক্ষতায় আমাদের চোখের মণি হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। উত্তমকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, রঞ্জিত মল্লিকের মতো কিংবদন্তিদের পাশে সিনেমা জগতে নজর কাড়লেন। আশা ভোসলের কণ্ঠে ও তাঁর লিপে ‘বেশ করেছি, প্রেম করেছি’ গানটি খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

১৯৭৫ সালে ‘স্বয়ংসিদ্ধা’ তাঁর অভিনয় জীবনে উল্লেখযোগ্য কাজ। পরবর্তীকালে তাঁর অভিনীত ‘চাঁদের কাছাকাছি’, ‘হোটেল স্নো ফক্স’, ‘নিশিকন্যা’, ‘প্রতিমা’, ‘ভাগ্যচক্র’, ‘সন্ধি’ ও ‘কবি’ ইত্যাদি বাংলা চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সেই খ্যাতি ধরে রাখেন। অনেক ছবি সত্যিই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। এখনও তাঁর অভিনয় বাংলা ছবির দর্শকের স্মৃতিতে উজ্জ্বল। রুপোলি পর্দায় নামার পাঁচ বছরের মধ্যে জনপ্রিয়তা এতটাই তুঙ্গে যে, ‘কলকাতার রেখা’ তকমা পেয়ে গেলেন। এক অদ্ভুত সম্মোহনী আকর্ষণ আর মোহময়ী চোখের আবেদন ছিল তাঁর, যা খুব কমই দেখা গেছে বাংলা চলচ্চিত্রে নায়িকাদের মধ্যে। কাজ করেছেন হিন্দি ও ওড়িয়া ছবিতেও। ১৯৭৬ সালে দুলাল গুহের ‘খান দোস্ত’ হিন্দি চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বলিউডে আত্মপ্রকাশ করেন। বিপরীতে ছিলেন শত্রুঘ্ন সিনহা। ১৯৯০ সালে চন্দ্র বোরাটের সফল চলচ্চিত্র ‘আশ্রিতা’র মাধ্যমে তিনি শেষ বারের মতো পর্দায় ফিরে আসেন। যত দ্রুত তিনি দর্শকের মনে পাকাপাকি জায়গা করেছেন, ততটাই নিঃশব্দে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তাঁর অভিনয় বাঙালি হৃদয়ে চিরকালীন হয়ে থাকবে। তাঁর মিষ্টি মুখের সৌন্দর্য আর অভিনয়ে সাবলীল ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে তিনি চিরকালই বেঁচে থাকবেন।

● *সুব্রত পাল*
নিউ আলিপুর, কলকাতা ৩৮

‘বাঙালির রেখা’

খুব বেশি ছবিতে তিনি অভিনয় করেননি। কিন্তু তাঁর অভিনয় মানুষকে নাড়া দিয়েছিল। সাতের দশকে একজন বাঙালি ক্যাবারে ডান্স করছেন, এটা ভাবাও যেত না। সেদিক থেকে বাংলা ছবিতে এক আলাদা মাত্রা এনেছিলেন মিঠু মুখার্জি। দিকপাল সব অভিনেতা ও অভিনেত্রীর ভিড়েও তিনি স্বতন্ত্র ছাপ রাখতে পেরেছিলেন। তাই এত বছর পরেও বাঙালি তাঁকে হৃদয়ে আগলে রেখেছে।

১৯৭২ সালে প্রথম ছবি তেমন সাড়া ফেলেনি। ১৯৭৩ সালে ‘মর্জিনা আবদুল্লা’ ব্লকবাস্টার। ৮ বছরে মাত্র ২১টি বাংলা ছবি করেন। তারপর তিনি গ্ল্যামার জগৎ থেকে সরে যান, তাঁকে আর দেখা যায়নি। তাঁর অভিনীত ‘মৌচাক’ ছবি অন্যতম সেরা বাংলা কমেডি। বেশ কিছু হিন্দি ছবিও করেন। কিন্তু সেখানে তেমন দাগ কাটতে পারেননি। তবে বাংলায় তিনি বেশ জনপ্রিয়ই ছিলেন। তাঁকে ডাকা হত ‘বাঙালি রেখা’ বলে।

● *সুদীপ্ত ব্যানার্জি*
সিউড়ি, বীরভূম

ওঁর পর্দায় উপস্থিতি ছিল ঈর্ষণীয়

মিঠু মুখার্জির প্রয়াণের খবর বাংলার চলচ্চিত্রপ্রেমী মানুষকে বেশ খানিক ‘নস্ট্যালজিক’ করে তুলল। মাত্র ১৭ বছর বয়সে চিত্ত বসুর পরিচালনায় ‘শেষ পর্ব’ ছবিতে অভিনয় করে ওঁর পথচলা শুরু হয়েছিল। উজ্জ্বল কেরিয়ারে শেষতম মাইলফলক ‘আশ্রিতা’। যা মুক্তি পেয়েছিল নব্বই দশকের গোড়ার দিকে। দীনেন গুপ্তর ‘মর্জিনা আবদাল্লা’ ছবিতে এই ‘ন্যাচারাল’ অভিনেত্রীর পারফরমেন্স মুগ্ধ করেছিল দর্শকদের। সলিল চৌধুরি সুরারোপিত সে ছবির গানগুলোও ছিল সুপারহিট। ‘বাজে গো বীণা’ বা ‘হায় হায় প্রাণ যায়’— এই দুটো গানেই মিঠুর অনবদ্য ছলাকলা সে আমলের তরুণ–যুবাদের মনে ঢেউ তুলেছিল। এর কিছু পরে ‘মৌচাক’ ছবিতেও ওঁর সাবলীল অভিনয় আলাদা করে উল্লেখের দাবি রাখে। কেরিয়ারের সোনা–ঝরা পর্বে হঠাৎ করেই বম্বে (অধুনা মুম্বই) পাড়ি দেন। উদ্দেশ্য ছিল, হিন্দি ছবিতে কাজ করা। তা খানকয়েক ছবি তিনি করেওছিলেন বটে। ‘খান দোস্ত’, ‘দিল্লাগি’ বা ‘সফেদ ঝুট’ ছবিগুলোর কোনওটাই হয়তো বড়মাপের হিট নয়, তবে বলিউডি ছবির পর্দাতেও মিঠুর ‘স্ক্রিন–প্রেজেন্স’ আলাদা করে প্রশংসা কুড়িয়েছিল তাবড় সিনে–বিশেষজ্ঞদের। এই দুরন্ত পর্দা–উপস্থিতির গুণেই যে কোনও চরিত্রকেই জীবন্ত করে তুলতে পারতেন তিনি। চলচ্চিত্র–জীবনের শেষবেলায় ‘আশ্রিতা’ ছবিতেও প্রমাণ করেছিলেন, চাইলে ইন্ডাস্ট্রিতে নতুন করে থিতু হয়ে সমকালীন অন্য প্রথম সারির বাঙালি নায়িকাদের রক্তচাপ বাড়িয়ে দিতে পারেন। যদিও কোনও এক অজ্ঞাত কারণে সেই ছবি তুমুল হিট হওয়ার পরও আর কখনও আমরা মিঠু মুখার্জিকে ক্যামেরার সামনে পাইনি। তাঁর চলে যাওয়া নিঃসন্দেহে বাংলা ছবির জগতের এক অপূরণীয় শূন্যতা তৈরি করে দিল।

● *দেবারতি দাশগুপ্ত*
ঢাকুরিয়া, কলকাতা

চিঠি লিখুন ইমেলেও priyo_sampadak@aajkaal.net

গণতন্ত্র বাঁচানোর ডাক, দেশ জুড়ে ৫ জনসভা

জ্ঞানেশের ইস্তফা চেয়ে আন্দোলনে ‘ইন্ডিয়া’

আবু হায়াত বিশ্বাস
দিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর

‘ইন্ডিয়া’র বৈঠকে তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জি, কংগ্রেস সাংসদ সোনিয়া গান্ধী, মল্লিকার্জুন খাড়গে, রাহুল গান্ধী–সহ জোটের অন্য নেতারা । দিল্লিতে, বুধবার। ছবি: পিটিআই

এসআইআর ইস্যু ও মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিতে দেশ জুড়ে আন্দোলনের ঘোষণা করল ‘ইন্ডিয়া’ জোট। বুধবার দিল্লিতে বিরোধী নেতাদের বৈঠকে ঠিক হল আন্দোলনের রূপরেখা। এদিন কনস্টিটিউশন ক্লাবে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা ধরে বৈঠক চলে। ঠিক হয়, জেলা স্তরে গণতন্ত্র বাঁচাও কর্মসূচির পাশাপাশি নির্বাচন কমিশন দপ্তর পর্যন্ত বিরোধী সাংসদদের নিয়ে হবে ‘নির্বাচন সদন চলো’ অভিযান। দেশ জুড়ে পাঁচটি জনসভাও করা হবে জোটের তরফে। সিইসি–র পদত্যাগের দাবিকে একেবারে তৃণমূল স্তরে নিয়ে যেতে চাইছে ইন্ডিয়া জোট। এদিনের বৈঠকে ১৯টি রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতৃত্ব ও নির্দল সাংসদ কপিল সিবাল উপস্থিত ছিলেন। ভার্চুয়ালি অংশ নেন শিবসেনা নেতা উদ্ধব ঠাকরে, জেএমএম নেতা হেমন্ত সোরেন। অখিলেশ আসতে না পারলেও, তাঁর দলের প্রতিনিধি রামগোপাল যাদব উপস্থিত ছিলেন। তবে প্রত্যাশিত ভাবেই এদিনের বৈঠকে ডিএমকে ও আপ নেতা এমকে স্ট্যালিন ও অরবিন্দ কেজরিওয়াল বা তাঁদের প্রতিনিধি অনুপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে সকলেই এসআইআর ভোট চুরি ও সিইসি–র পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনের বিষয়ে একমত হয়েছেন।

সাড়ে তিন ঘণ্টার বৈঠকের পর এদিন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে জোটের যৌথ কর্মসূচি ঘোষণা করেন। জানান, আগামী ২ থেকে ৮ অক্টোবর যুব সমাজ ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিকে সঙ্গে নিয়ে দেশ জুড়ে ‘গণতন্ত্র বাঁচাও’ পদযাত্রা ও জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ হবে। ৬ অক্টোবর সমস্ত বিরোধী সাংসদ নির্বাচন কমিশনের দপ্তর পর্যন্ত পদযাত্রা করবেন। অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য সময় চাওয়ার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের কথিত অনিয়ম এবং এসআইআর নিয়ে বিরোধীদের অভিযোগ রাষ্ট্রপতির কাছে তুলে ধরবেন বিরোধী দলের নেতারা। পাশাপাশি, দেশ জুড়ে পাঁচটি বড় সমাবেশের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ১ নভেম্বর দিল্লিতে হবে বিরোধীদের যৌথ মেগা র‍্যালি। সেই সঙ্গে বড় সমাবেশও হওয়ার কথা। জানা গিয়েছে, দিল্লির পাশাপাশি, কলকাতা, হায়দরাবাদ, বেঙ্গালুরুর মতো শহরেও মেগা সমাবেশ হবে। এসআইআর এবং সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন নির্বাচনী অনিয়ম–সংক্রান্ত মামলাগুলির দ্রুত শুনানির আবেদন জানিয়েছে ইন্ডিয়া জোট। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, বৈঠকে উপস্থিত সমস্ত দলই ইভিএমের পরিবর্তে ব্যালট পেপারে নির্বাচন করানোর পক্ষে একমত হয়েছে। সিইসি–র ভূমিকার কড়া সমালোচনা করেন কংগ্রেস সভাপতি। তাঁর অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনের ভিতরে দু–তিনজন দাবার বোড়ে হিসেবে কাজ করছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তাঁদের হাতের পুতুল হিসেবে ব্যবহার করছেন।

তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জিও জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবি জানান। দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে নিশানা করেন তিনি। জ্ঞানেশ কুমারকে ‘ভ্যানিশ কুমার’ বলে কটাক্ষ করেন মমতা। তিনি বলেন, ‘ভ্যানিশ কুমার চোর, ভ্যানিশ কুমার ডাকাত। ভোট চুরি করেছেন, ইভিএম পুড়িয়েছেন। হাইজ্যাক করেছেন ইভিএম, গণনায় কারচুপি হয়েছে। অবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে ওঁকে।’ জ্ঞানেশ কুমারকে না সরালে আন্দোলন অনেক দূর যাবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তৃণমূল নেত্রী। তাঁর দাবি, মাটি থেকে আকাশ, চাঁদ, সূর্যে পৌঁছোবে আন্দোলন।’ কমিশনকে নিশানা করে তাঁর প্রশ্ন, ‘ইভিএম মেশিন পোড়ালেন কেন? সীমা খান্না কে? সফ্টঅয়্যার কোথা থেকে এল? বাংলায় ৯২ লক্ষ ভোট লুঠ হয়েছে। গোটা দেশে ১৩ কোটিরও বেশি। ইআরও–দের ডেডলক করে দিলেন! সিস্টেমকে শেষ করে দিয়েছেন।’ তাঁর বক্তব্য, ‘আর এক মিনিটও পদে থাকা উচিত নয় ওঁর। এখনই ইস্তফা দেওয়া উচিত।’ বৈঠকে মমতা দাবি করেছেন, ‘পশ্চিমবঙ্গে স্বৈরতন্ত্র চালাচ্ছে বিজেপি।’ তাঁর অভিযোগ, তাঁকে বাড়ি থেকে বেরোতে দেওয়া হচ্ছে না। খাড়গের পরেই সাংবাদিক বৈঠকে মমতাকে বলতে দেওয়া হয়। মমতা জানান, ‘আমরা ঐক্যবদ্ধ, একজোট। এর চেয়ে বড় দুর্নীতি আগে হয়নি। বিহারে রাহুল গান্ধী, তেজস্বী যাদব ভোটচুরির কথা বলেছিলেন। ২০২৪ সালে ভোট চুরি করে জিতেছে বিজেপি। মধ্যপ্রদেশ, হরিয়ানা, বিহারেও ভোট চুরি করে জিতেছে। বাংলায় পুরোটাই লুঠ করেছে। আমরা এখানে কমিশনের কাছে গিয়েছিলাম। সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছি। কড়া নেড়েছি সব দরজায়। আর এখন তো সব প্রকাশ্যে।’ তৃণমূল নেত্রীর দাবি, ‘গণতন্ত্র ফেরাতে, সংবিধান বাঁচাতে আমরা লড়ব, জিতব। এর জন্য প্রাণ বাজি রাখতেও প্রস্তুত আমরা। ছাত্রছাত্রী, মহিলা, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, সকলের সমর্থন প্রার্থনা করছি।’ রাহুল গান্ধী এদিন বলেন, বৈঠকে মূল আলোচনার বিষয় ছিল ‘ভোট চুরি’। তাঁর দাবি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে নির্বাচন ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিয়ে বিরোধীদের অনেক অভিযোগ রয়েছে। রাহুল জানান, ‘আমরা বিষয়টি নিয়ে চুপ করে থাকব না।’

নীতীশের ‘ইন্ডিয়া’-ত্যাগ: ভিন্নমত সোনিয়া-দিগ্বিজয়

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর

গত মঙ্গলবারের কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে উঠে এল নীতীশ কুমারের ‘ইন্ডিয়া’ জোট ছেড়ে যাওয়ার প্রসঙ্গ। বৈঠকে সোনিয়া গান্ধী ও দিগ্বিজয় সিংয়ের মধ্যে নীতীশকে নিয়ে মতপার্থক্য তৈরি হয়। জানা গিয়েছে, দিগ্বিজয় বলেন, নীতীশকে জোট ছাড়তে দেওয়া উচিত হয়নি। তিনি থেকে গেলে রাজনৈতিক পরিস্থিতি অন্য রকম হতে পারত। জবাবে সোনিয়া বলেন, ‘ভালই হয়েছে, নীতীশ সময়মতো বেরিয়ে গিয়েছেন। ওঁর সেখানেই যাওয়ার কথা ছিল।’ তাঁর দাবি, নীতীশ বরাবরই ‘ইন্ডিয়া’ জোট ছাড়ার রাস্তা খুঁজছিলেন। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে মহাগঠবন্ধন ছেড়ে বিজেপির সঙ্গে ফের সরকার গড়েন নীতীশ।

ইন্ডিয়া জোটের ঐক্য নিয়েই প্রশ্ন বিজেপির

বীরেন ভট্টাচার্য
দিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর

মমতা ব্যানার্জি বা রাহুল গান্ধী, দেশের প্রধানমন্ত্রী অথবা কোনও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, তাঁদের কেউই স্থির করতে পারেন না। দেশের মানুষের আস্থা, ভালবাসা এবং সাধারণ মানুষের ভোট যাঁর দিকে, তিনি হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এখনও পর্যন্ত নরেন্দ্র মোদি দেশের কুর্সিতে রয়েছেন। ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক থেকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার এবং নির্বাচন কমিশনের সমালোচনার জবাব দিল বিজেপি। বুধবার দলের তরফে সাংবাদিক সম্মেলন করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেন, ইন্ডিয়া জোটের মধ্যেই অনৈক্য রয়েছে।

এদিন ইন্ডিয়া জোটের সাংবাদিক সম্মেলনে সোনিয়া গান্ধীর পাশে বসেই বক্তব্য রাখতে দেখা গিয়েছে বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে। শিবরাজ বলেন, ‘পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের আবহে একটি ভিডিও প্রকাশ করেছিলেন রাহুল গান্ধী। সেখানে তিনি বলেছেন, রাজ্যে বিজেপি জিতবে শুধুমাত্র মমতা ব্যানার্জির ভুলের কারণে, এসআইআরের জন্য নয়। অথচ রাহুল গান্ধী নিজেই তো ভোটে মমতা ব্যানার্জির হারের প্রকৃত কারণ সম্পর্কে জানিয়েছিলেন। যখনই ভোট এগিয়ে আসে রাহুল গান্ধী, মল্লিকার্জুন খাড়গেরা আদালত, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।’ তিনি বলেন, ‘বাংলায় ভোটের সময় রাহুল গান্ধী বুক চাপড়াচ্ছিলেন আর ভোট মিটে যাওয়ার সময় তালি বাজানোর মতো কাজ করছেন। হাতির দাঁত দেখানোর একটা, কাজের জন্য আরেকটা।’ শিবরাজের দাবি, ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে তাদের গুরুত্বপূর্ণ জোট শরিকদের অনুপস্থিতি তাদের ঐক্য নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। তাঁর দাবি, ‘যদি তাদের ইস্যু এতটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে, তা হলে উত্তরপ্রদেশ নির্বাচনের আগে কেন অখিলেশ যাদব অনুপস্থিত ছিলেন? এমকে স্ট্যালিন অনুপস্থিত ছিলেন। ডিএমকে জানিয়েছে, যেখানে কংগ্রেস থাকবে তারা যাবে না। অরবিন্দ কেজরিয়াল অনুপস্থিত ছিলেন, সশরীরে উপস্থিত না হয়ে ভার্চুয়াল মাধ্যমে যোগ দিয়েছিলেন উদ্ধব ঠাকরে। হেমন্ত সোরেনের কোনও খবর নেই।’ শিবরাজের বক্তব্য, কংগ্রেস এবং ইন্ডিয়া জোটের নেতারাই রাহুল গান্ধীকে নেতা বলে মনে করেন না।

বারাণসীতে বিজেপির মেগা কর্মসূচি

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর

বারাণসীতে ৭ অক্টোবর বড় কর্মসূচি হাতে নিয়েছে বিজেপি। সেদিনই প্রশাসক নরেন্দ্র মোদির ২৫ বছর পূর্ণ হচ্ছে। সেই উপলক্ষে বারাণসীর কর্মসূচির মধ্য দিয়ে একদিকে প্রধানমন্ত্রী মোদির ২৫ বছর, অন্য দিকে, ভোটপ্রচার শুরু করার পরিকল্পনা নিয়েছে বিজেপি। উল্লেখ্য, ৭ অক্টোবরই শেষ হচ্ছে ‘বারাণসী থেকে ভাদনগর’ বাইক যাত্রা। জানা গিয়েছে, ওই দিন একাধিক কর্মসূচি রয়েছে। বারাণসীর কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে পুজো দেওয়ার পাশাপাশি ভাদনগরের হটকেশ্বর মন্দিরে পুজো দেওয়া হবে। বিকশিত ভারত সঙ্কল্প যাত্রাকে সামনে রেখে সেবা জ্যোতি যাত্রা পালন করবে বিজেপি। বিভিন্ন জেলা, মহকুমা ছুঁয়ে যাবে এই যাত্রা। জনসভারও আয়োজন করা হচ্ছে। রক্তদান শিবির, পরিচ্ছন্নতা অভিযান পালন হবে সেদিন। এছাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, স্কুল, সরকারি প্রকল্পের উপভোক্তাদের সঙ্গে কথোপকথন থাকছে সেদিনের আলোচনায়।

এনসিইআরটি
নবমের পাঠ্যে ‘সত্যমেব জয়তে’র শিকড়

সংবাদ সংস্থা
দিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর

‘সত্যমেব জয়তে’ বা ‘যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ’–র মতো নীতিবাক্যের সঙ্গে উপনিষদ, মহাভারত ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থের যোগসূত্র তুলে ধরা হয়েছে এনসিইআরটি–র নবম শ্রেণির নতুন সমাজবিজ্ঞান বইয়ে। পাশাপাশি, ২০২৩ সালে নতুন সংসদ ভবনে স্থাপন–করা ‘সেঙ্গোল’ এবার নবম শ্রেণির সমাজবিজ্ঞান বইয়ের অংশ হল। মঙ্গলবার প্রকাশিত হয়েছে এনসিইআরটির ‘আন্ডারস্ট্যান্ডিং সোসাইটি ইন্ডিয়া অ্যান্ড বিয়ন্ড পার্ট ২’ বইটি। নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরুর ছ’মাস পর। বইটির প্রথম অংশ প্রকাশিত হয়েছিল জুনে।

বইয়ের ‘গভর্ন্যান্স অ্যান্ড পাবলিক পলিসি’ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, ভারতের জাতীয় মন্ত্র ‘সত্যমেব জয়তে’র উৎস মুণ্ডক উপনিষদ। শীর্ষ আদালতের মূলমন্ত্র ‘যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ’–র উৎস মহাভারত। এর অর্থ, যেখানে ধর্ম আছে, সেখানেই বিজয়। বইয়ে বলা হয়েছে, স্বাধীনতার পর থেকেই ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি শাসনব্যবস্থার ঐতিহ্যবাহী ধারণা ও মূল্যবোধ থেকে শিক্ষা নিয়ে আধুনিক গণতন্ত্রের প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলি গ্রহণ করেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা হয়েছে, ব্রিটিশ আমলের ‘অর্ডার অফ দ্য স্টার অফ ইন্ডিয়া’র মূলমন্ত্র ছিল ‘হেভেন্‌স লাইট, আওয়ার গাইড’। স্বাধীনতার পর জাতীয় মূল মন্ত্র হিসেবে ভারত মুণ্ডক উপনিষদ থেকে ‘সত্যমেব জয়তে’ অর্থাৎ ‘সত্যেরই জয় হয়’ গ্রহণ করে। সমাজবিজ্ঞানের বইয়ে সেঙ্গোলকে ‘সুশাসনের সাংস্কৃতিক প্রতীক’ বলা হয়েছে। সেঙ্গোল হল রাজদণ্ড। ন্যায়বিচারের প্রতীক। প্রাচীন চোল রাজবংশের রাজত্ব হস্তান্তরের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হত। ভারতের স্বাধীনতার সময় ব্রিটিশদের কাছ থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরের স্মারক হিসেবে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে এই রাজদণ্ডটি তুলে দিয়েছিলেন তামিলনাড়ুর অধীনম সাধুরা।

মাঝ-আকাশে ২ পাইলটের হাতাহাতি, সৌদি আরবে জরুরি অবতরণ বিমানের

সংবাদ সংস্থা
তেল আভিভ, ৩০ সেপ্টেম্বর

মাঝ–আকাশে দুই পাইলটের মধ্যে হাতাহাতি। এক পাইলটের ছুরির আঘাতে রক্তাক্ত হলেন আরেক পাইলট। দু’জনের ঝামেলার জেরে ২ মিনিটের মধ্যে ৩৪ হাজার ফুট উচ্চতা থেকে ১৭ হাজার ফুটে নেমে এল ফ্লাই দুবাইয়ের এফজেড ১০৭৩ বিমান। বিমানটি ছিনতাইয়ের খবরও ছড়িয়ে পড়ে। বুধবার সকালে দুবাই থেকে ইজরায়েলের তেল আভিভ যাচ্ছিল বোয়িং ৭৩৭ ম্যাক্স ৮ বিমানটি। টেক–অফের আড়াই ঘণ্টা পরে আচমকা দুই পাইলটের মধ্যে ঝামেলা শুরু হয়। ওমানের পাইলট ছুরি দিয়ে আক্রমণ করে ভারতীয় পাইলটকে। যাত্রীরা কোনও মতে অভিযুক্ত পাইলটকে ককপিট থেকে বাইরে আনেন। ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যেই কি এই কাণ্ড? সন্ত্রাসবাদী হামলার তত্ত্বও উড়িয়ে দিচ্ছে না ইজরায়েল।

জর্ডনের আকাশপথে থাকাকালীন বিমানটি পথ বদলে ফেলায় অপহরণের আতঙ্ক ছড়ায় যাত্রীদের মধ্যে। এর পাশাপাশি পাইলটের তরফে প্রথমে স্কোয়াক কোড ৭৭০০ পাঠানো হয়। এর অর্থ, বিমানটি আপৎকালীন অবতরণের অনুমতি চাইছে। মুহূর্তের মধ্যেই আবার স্কোয়াক কোড ৭৫০০ পাঠানো হয়। এর অর্থ, বিমান অপহরণ হয়েছে বা বেআইনি ভাবে দখল করা হয়েছে। তবে একটি সূত্রের দাবি, ভুলবশতই স্কোয়াক কোড ৭৫০০ পাঠানো হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সৌদি আরবের তাবুক বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করে বিমানটি। ফ্লাই দুবাই জানিয়েছে, যাত্রীরা সকলেই নিরাপদে আছেন। অন্যদিকে, তাবুক বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, দুই পাইলট এবং ফার্স্ট অফিসার আহত হয়েছেন। তাঁদের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনার এর নেপথ্যে জঙ্গি–যোগ উড়িয়ে দিচ্ছে না ইজরায়েল। অপহরণের খবর চাউর হতেই ইজরায়েলি বায়ুসেনার বেশ কয়েকটি বিমান ওই বিমানের নিরাপত্তার জন্য রওনা দেয়। পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠকও করেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। নেতানিয়াহু জানিয়েছেন, যে পাইলট ছুরি দিয়ে কুপিয়েছেন, তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সৌদি আরবের কর্তৃপক্ষ তাঁকে জেরা করছে। যাত্রীরা সকলেই নিরাপদে রয়েছেন। শিগগিরই তাঁদের ইজরায়েলে ফিরিয়ে আনা হবে।

হিরো পাইলট!

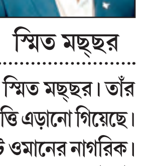

স্মিত মছ্ছর

সহকর্মীর ছুরিকাঘাতে রক্তাক্ত হয়েছেন। তার পরেও ককপিট থেকে সরে আসেননি। তাঁর তৎপরতার কারণেই প্রাণে বেঁচেছেন ১৮০ জন যাত্রী। ফ্লাই দুবাইয়ের প্রধান পাইলটকে হিরোর তকমা দিচ্ছে নেটদুনিয়া। ‘ওয়াইনেট নিউজ’ ও ‘চ্যানেল ১২’–র প্রতিবেদন অনুযায়ী, তিনি ভারতীয় নাগরিক বা ভারতীয় বংশোদ্ভূত। নাম স্মিত মছ্ছর। তাঁর সাহসিকতার কারণেই বড় বিপত্তি এড়ানো গিয়েছে। ওই বিমানের আরেক পাইলট ওমানের নাগরিক। অভিযোগ, ৩৪০০০ ফুট উচ্চতায় ওমানের পাইলট আচমকা ভারতীয় পাইলটের ওপর ছুরি নিয়ে হামলা করে। বিমানটি ছিনতাইয়ের পরিকল্পনা ছিল। পরিস্থিতি সামলাতে ঝাঁপিয়ে পড়েন কয়েকজন যাত্রী, বিমানকর্মী। ওমানের পাইলটকে ককপিটের বাইরে আনা হয়। গ্রেপ্তার হন তিনি। স্মিত ২০২২–এর জুনে ফ্লাই দুবাইয়ে যোগ দেন।

তথ্য

বাথরুমের তুলনায় কুড়ি লক্ষ গুণ বেশি জীবাণু থাকে রান্নাঘরে বাসন মাজার স্ক্রাবারে। দাবি বিজ্ঞানীদের।

দে মু

আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে অরুণকুমার ঘোষ কর্তৃক বি পি–৭, সেক্টর–৫, বিধাননগর, কলকাতা–৭০০০৯১ ও অফিস ব্লক, জি–২১২, সিটি সেন্টার, শিলিগুড়ি–৭৩৪০১০ থেকে প্রকাশিত এবং আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, বি পি–৭, সেক্টর–৫, বিধাননগর, কলকাতা–৭০০০৯১ ও সিইআই প্রিন্ট সলিউশন প্রাঃ লিঃ, ৪ মাইল, সেবক রোড, পোঃঅঃ– শালুগাড়া (শালুগাড়া রিলায়েন্স মার্কেটের বিপরীতে), শিলিগুড়ি–৭৩৪০০৮ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদক: অশোক দাশগুপ্ত।** Published from BP–7, Sector–V, Bidhannagar, Kolkata–700091; Office Block, G–212, City Centre, Siliguri–734010 and printed at Aajkaal Publishers Pvt. Ltd., BP–7, Sector–V, Bidhannagar, Kolkata–700091; CEI Print Solution Pvt. Ltd., 4 Mile, Sevoke Road, P.O. Salugara (Opposite to Salugara Reliance Market), Siliguri–734008 by Arun Kumar Ghosh On behalf of Aajkaal Publishers Pvt. Ltd. **Editor: Asoke Dasgupta.** ফোন: (০৩৩) ২৩৬৭৫৫১১ Phone: (033) 23675511, E-mail: mail@aajkaal.net

REGD. NO. KOL RMS/243/2019–2021 RNI NO: R.N. 37263/81

একটি বিনিয়োগকারী শিক্ষা ও সচেতনতা উদ্যোগ

মিউচুয়াল ফান্ড সম্বন্ধে বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের সঙ্গে যোগ দিন।

তারিখ ও স্থান:

HDFC MUTUAL FUND

An Investor Education and Awareness Initiative

https://www.hdfcfund.com/information/key-know-how · www.sebi.gov.in/intermediaries.html · https://scores.sebi.gov.in · https://smartodr.in/login

মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ বাজারগত ঝুঁকি সাপেক্ষ, যোজনা সংক্রান্ত সমস্ত নথিপত্র ভালো করে পড়ে নিন।

নিট প্রশ্নফাঁসের জের
কম্পিউটার-ভিত্তিক পরীক্ষার ভাবনা কেন্দ্রের

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর

নিট–সহ সমস্ত প্রবেশিকা পরীক্ষাগুলিকে ধাপে ধাপে অনলাইন বা কম্পিউটার–বেসড টেস্ট (সিবিটি) পদ্ধতিতে নিয়ে যেতে জাতীয় স্তরে পরীক্ষার উপযোগী পরিকাঠামো তৈরির কৌশল প্রস্তুত করছে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক। মন্ত্রক সূত্রে খবর, দেশ জুড়ে পরীক্ষাকেন্দ্রের ঘাটতি দূর করা, কেন্দ্রগুলির মান নির্দিষ্ট করা এবং অফলাইন পরীক্ষা থেকে অনলাইন পদ্ধতিতে রূপান্তরের জন্য এই পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে।

নিট প্রশ্নফাঁসের অভিযোগের পর কেন্দ্র ঘোষণা করেছিল, আগামী বছর থেকে মেডিক্যালে ভর্তির এই পরীক্ষা সিবিটি পদ্ধতিতে নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। তবে বিষয়টি এখনও চূড়ান্ত হয়নি। নন্দন নীলেকানির নেতৃত্বাধীন উচ্চ পর্যায়ের পরীক্ষা সংস্কার সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্সের রিপোর্ট পাওয়ার পরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষা মন্ত্রকের এক আধিকারিক। বর্তমানে এনটিএ–এর অধীনে জেইই মেইন, সিইউইটি, ইউজিসি নেট এবং সিএসআইআর ইউজিসি নেট–এর মতো একাধিক পরীক্ষা সিবিটি পদ্ধতিতে হয়। জাতীয় পরিকাঠামো তৈরি করে সমস্ত প্রবেশিকা পরীক্ষা অনলাইনে নেওয়ার পরিকল্পনা বিবেচনায় রয়েছে কেন্দ্রের। তবে নিটকে অনলাইনে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে গ্রামীণ এলাকা, মহিলা পরীক্ষার্থী এবং কম ইন্টারনেট সংযোগ থাকা জেলার পড়ুয়াদের সমান সুযোগ নিশ্চিত করার বিষয়টি গুরুত্ব পাচ্ছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রক ও এনএমসি–র সঙ্গে আলোচনা এবং টাস্ক ফোর্সের সুপারিশের অপেক্ষায় রয়েছে কেন্দ্র।

ফর্ম ৬
অতিরিক্ত ঘোষণাপত্র প্রত্যাহার

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর

এসআইআরের কাজ শেষ–হয়ে–যাওয়া রাজ্যগুলিতে ভোটার তালিকায় নতুন নাম তোলার আবেদনপত্র ফর্ম ৬–এর সঙ্গে থাকা অতিরিক্ত ঘোষণাপত্র প্রত্যাহার করে নিল নির্বাচন কমিশন। ফলে ওই রাজ্যগুলিতে নতুন ভোটারদের এখন থেকে শুধু ১৯৬০ সালের ভোটার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত বিধিসম্মত ফর্ম ৬ জমা দিতে হবে। ইসিআইনেট অ্যাপ ও পোর্টাল এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের ওয়েবসাইট থেকেও অতিরিক্ত ঘোষণাপত্রটি সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। যে ১০ রাজ্য এবং ৩ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এসআইআর প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে, সেগুলির জন্যই এই নতুন ফর্ম প্রযোজ্য হবে। কমিশন জানিয়েছে, এসআইআর এখনও চলছে, এমন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে অবশ্য এই অতিরিক্ত ঘোষণাপত্র বহাল থাকবে। ওই ঘোষণায় আবেদনকারীকে নিজের, মা–বাবা অথবা দাদা–দিদা বা ঠাকুরদা–ঠাকুমার আগের এসআইআরের তালিকায় থাকার সঙ্গে যোগসূত্রের তথ্য দিতে হত।

এলপিজি বুকিংয়ে বায়োমেট্রিক: কেন্দ্রের হলফনামা চায় কোর্ট

গৃহস্থের এলপিজি সিলিন্ডার বুকিংয়ে আধারভিত্তিক বায়োমেট্রিক অথেন্টিকেশন (বিএএ) বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত নিয়ে কেন্দ্রের বক্তব্য জানতে চাইল দিল্লি হাইকোর্ট। ১ অক্টোবর থেকে ভর্তুকি–সহ নিয়ন্ত্রিত দামে রান্নার গ্যাস পেতে এই প্রক্রিয়া বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের জনস্বার্থ মামলায় বুধবার কেন্দ্রকে বক্তব্য জানাতে বলে প্রধান বিচারপতি ডি কে উপাধ্যায় ও বিচারপতি তেজস কারিয়ার বেঞ্চ। সোমবার কেন্দ্রকে নিজেদের বক্তব্য নিয়ে আদালতে আসতে বলা হয়েছে। শুনানিতে প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'প্রত্যেকের আধার নেই। তাঁরাও তো এলপিজি ব্যবহার করেন।'

বেঁচে উঠবেন, আশায় চার বছর ধরে ফ্রিজারে বাবার দেহ আগলে মেয়েরা

সংবাদ সংস্থা
মুম্বই, ৩০ সেপ্টেম্বর

চার বছর ধরে অশীতিপর বৃদ্ধের দেহ মহারাষ্ট্রের মুম্বইয়ের মালাডের একটি মেডিক্যাল সেন্টারে ফ্রিজারে সংরক্ষিত! অতিশীতল তাপমাত্রায় রাখা হয়েছে। এবং, মৃতের স্ত্রী ও দুই মেয়ে এই কাণ্ড করেছেন। খবর পেয়ে পুলিশ মেডিক্যাল ক্লিনিক থেকে দেহ উদ্ধার করে। দেহ আগলে রাখার কারণ খুঁজতে গিয়ে পুলিশ হতবাক। মৃতের পরিবারের বক্তব্য, চিকিৎসা–বিজ্ঞান হয়তো ভবিষ্যতে মৃতকেও বাঁচিয়ে তুলতে পারবে, সেই আশায় তাঁরা দেহ সংরক্ষণ করেছেন। দীর্ঘকাল সংরক্ষণ করতে দেহটি আমেরিকার কোনও একটি ক্রায়োনিক্স সেন্টারে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনাও করেছেন। ক্রায়োনিক্স এমন একটি পদ্ধতি, যেখানে অতিশীতল তাপমাত্রায় দেহ সংরক্ষিত করা হয়। এভাবে দেশে দেহ সংরক্ষণ করা ও তা বিদেশে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আইনবিদদের সঙ্গেও শলা করছে মৃতের পরিবার। পুলিশ জানিয়েছে, ৮০ বছরের বৃদ্ধ ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন। ২০২২ সালে মারা যান। সেই মৃত্যু মেনে নিতে পারেননি তাঁর মেয়েরা। শেষকৃত্যও করেননি। ৫০ লক্ষ টাকা খরচ করে দেহ মালাডের ক্লিনিকে অতিশীতল তাপমাত্রায় সংরক্ষিত করেছিলেন। এদিকে, সংস্কারের কাজ চলায় মাসখানেক ধরে ক্লিনিক বন্ধ। সেখানে দেহ আছে, সে–কথা ক্লিনিক কর্তৃপক্ষ বা মৃতের পরিবার কেউই পুলিশকে জানায়নি। দেহ ক্লিনিকে রেখে ক্রায়োনিক্স নিয়ে পড়াশোনা, খোঁজখবর শুরু করেন তাঁর মেয়েরা। দেহ আমেরিকার ক্রায়োনিক্স সেন্টারে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন। তার আগেই ঘটনা জানাজানি হয়।

ক্রায়োনিক্স সম্পর্কে ভারতের আইন কী বলছে, মালাডের ঘটনায় সেই প্রশ্ন মাথাচাড়া দিয়েছে। জানা গেছে, ফ্রিজারে সংরক্ষণ ও ক্রায়োনিক্স এক রকম নয়। ভারতীয় আইনে মৃতদেহ কিছু সময়ের জন্য অতিশীতল তাপমাত্রায় রাখা এবং অনির্দিষ্ট কালের জন্য ক্রায়োনিক্স পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করে রাখাকে আলাদা ভাবে দেখা হয়। ক্রায়োনিক্স পদ্ধতি ভারতীয় আইনে নিষিদ্ধ বা অনুমোদিত নয়।

সিইসি-ইসি নিয়োগ: বিভক্ত রায় প্রত্যাহারের আর্জি

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ সংক্রান্ত ২০২৩ সালের আইন নিয়ে ২৩ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া বিভক্ত রায় প্রত্যাহারের দাবিতে কিউরেটিভ পিটিশন দায়ের হল। আবেদনকারী জয়া ঠাকুরের হয়ে আইনজীবী বরুণ ঠাকুর এই আবেদন করেছেন। ২০২৩ সালের আইনে সিইসি ও নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের প্যানেল থেকে প্রধান বিচারপতিকে বাদ দেওয়ার সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে একাধিক মামলা হয়েছিল। ২৩ সেপ্টেম্বর বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত ও বিচারপতি সতীশচন্দ্র শর্মার বেঞ্চে মতভেদ দেখা দেয়। এরপর বিষয়টি বৃহত্তর সাংবিধানিক বেঞ্চে পাঠানোর জন্য প্রধান বিচারপতির কাছে প্রশাসনিক স্তরে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়। এর পরেই বিচারপতি সতীশচন্দ্র শর্মাকে নিয়ে স্বার্থের সঙ্ঘাতের অভিযোগ তুলে কিউরেটিভ পিটিশন দায়ের করেছেন জয়া ঠাকুর। তাঁর আবেদনে দাবি করা হয়েছে, বিচারপতি শর্মার ছেলে সিদ্ধার্থ শর্মা মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টে নির্বাচন কমিশনের স্ট্যান্ডিং কাউন্সেল হিসেবে যুক্ত। সংবাদমাধ্যমে এই তথ্য প্রকাশের পর তা যাচাই করা হয়েছে বলেও আবেদনে দাবি করা হয়েছে।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস: মেদিনীপুর স্টেশন রোড, পুরনো জল ট্যাঙ্কের বিপরীতে, পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন–৭২১১০১

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(১) অধীনে]

যেহেতু:
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত আধিকারিক রূপে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২–এর রুল ৮ ও ৯–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে আমাদের **উদবাদল শাখার** ঋণগ্রহীতা:
শ্রী প্রলয় কলা (ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা), পিতা– প্রয়াত সমরেন্দ্র নাথ কলা, গুরুনানক সরণি, গ্রাম– মনোহরচক, পোঃঅঃ ও থানা– কাঁথি, জেলা– পূর্ব মেদিনীপুর, পিন–৭২১৪০১; **বিকল্প ঠিকানা:** ফ্ল্যাট নং ৩এ, ফ্লোর নং ৩, ব্লক ১২, 'ইটার্নিস', হোল্ডিং নং ৫৯, যশোর রোড (সাউথ), মধ্যমগ্রাম, দোলতলা, পোঃঅঃ– গঙ্গানগর, থানা– মধ্যমগ্রাম (পুরনো বারাসত), কলকাতা–৭০০১৩২;
শ্রীমতী মধুশ্রী গিরি কলা (জামিনদার), স্বামী– শ্রী প্রলয় কলা, গুরুনানক সরণি, গ্রাম– মনোহরচক, পোঃঅঃ ও থানা– কাঁথি, জেলা– পূর্ব মেদিনীপুর, পিন–৭২১৪০১; **বিকল্প ঠিকানা:** ফ্ল্যাট নং ৩এ, ফ্লোর নং ৩, ব্লক ১২, 'ইটার্নিস', হোল্ডিং নং ৫৯, যশোর রোড (সাউথ), মধ্যমগ্রাম, দোলতলা, পোঃঅঃ– গঙ্গানগর, থানা– মধ্যমগ্রাম (পুরনো বারাসত), কলকাতা–৭০০১৩২;
এর প্রতি **২৭.০২.২০২৬ তারিখ সংবলিত একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি** জারি করেছিলেন, যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে উক্ত দাবি বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক বাবদ **₹৮৭,৯৬,৬০৩.০০** (সাতাশ লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার ছশো তিন টাকা মাত্র) পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ) দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী **২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬** তারিখে উক্ত রুলসমূহের রুল নং ৮ ও ৯–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও ধরনের লেনদেন **২৮.০৯.২০২৬** তারিখের ভিত্তিতে **₹৮৭,৯৬,৬০৩.০০** (সাতাশ লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার ছশো তিন টাকা মাত্র), তৎসহ উদ্ভূত সুদ ও চার্জ সমেত **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**–এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।
'সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে আপনাদের প্রাপ্য অধিকারগুলি সম্পর্কিত বিষয়ে সারফায়েসি অ্যাক্টের ১৩(৮) নং ধারা ও এর অধীনে রচিত রুলসমূহের সংস্থানগুলির প্রতি আমরা আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি।'

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

বন্ধকি পরিসম্পদ: জমি ও বাড়ি, যার অবস্থান: মৌজা– মনোহরচক, জে এল নং ৫৩৮, প্লট নং ৬০৭ (হাল), আর এস এবং এল আর খতিয়ান নং ১৩৮, ১৩১৬, হোল্ডিং নং ৪০০/৩৫৮ (বি), থানা– কাঁথি, কাঁথি পুরসভার অন্তর্গত, ওয়ার্ড নং ০৬, জেলা– পূর্ব মেদিনীপুর, পিন–৭২১৪০১, জমির পরিমাপ– ৩.০০ ডেসিমেল, এডিএসআর– কাঁথি ১ সমীপে বই নং I, ভলিউম নং ১১০২–২০১৫, পৃষ্ঠা নং ৫৭৮৪২ থেকে ৫৭৮৬০–তে নথিভুক্ত ২০১৫ সালের দলিল নং ১১০২০৭১১৮ অনুযায়ী **সম্পত্তির স্বত্বধারক: প্রলয় কলা,** পিতা– সমরেন্দ্র নাথ কলা। **সম্পত্তির চৌহদ্দি (দলিল অনুযায়ী):** উত্তর– প্রলয় কলা ও প্রকাশ কলার বাড়ি, সঙ্গে যৌথ দেওয়াল; দক্ষিণ– মনু কলার বাড়ি; পূর্ব– পুরসভার পাকা রাস্তা; পশ্চিম– মালিকানাধীন ফাঁকা জমি।

তারিখ: ২৮.০৯.২০২৬ / স্থান: উদবাদল — **অনুমোদিত আধিকারিক / ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

AXIS BANK

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড
এসি মার্কেট বিল্ডিং, ৩ নং ফ্লোর, ১, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা–৭০০০৭১

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১) দ্রষ্টব্য] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর অনুমোদিত আধিকারিক রূপে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৩–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ সহ–ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)–এর প্রতি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ওই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক, চুক্তিমাফিক হারে ভবিষ্যতের সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, মাশুল ইত্যাদি আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ সহ–ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা(গণ)/ সহ–ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসমূহের রুল নং ৮–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) নং ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে লেখা তারিখে নিম্নবর্ণিত বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ)/ সহ–ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নোক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও প্রকার লেনদেন ওই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক, তৎসহ দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে চুক্তিমাফিক হারে ভবিষ্যতের সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, মাশুল ইত্যাদির প্রেক্ষিতে অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।
সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে প্রাপ্য সময়সীমা সম্পর্কে সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থানগুলির প্রতি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ঋণগ্রহীতা / জামিনদারের নাম এবং ঠিকানা	ক) নোটিসের তারিখে বকেয়া অর্থাঙ্ক খ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) দখলের (প্রতীকী) তারিখ
১. মিঃ সুবীর চ্যাটার্জি পিতা– সুধীর চ্যাটার্জি **২. মিঃ সুধীর কুমার চ্যাটার্জি** পিতা– ইন্দুভূষণ চ্যাটার্জি **উভয়ের ঠিকানা:** গুপ্তিপুর, সিমলন, কালনা, পূর্ব বর্ধমান–৭১৩৪২৫	ক)₹১১,৭১,৯৯০.২৮, লোন অ্যাকাউন্ট নং 921030039092448–এর প্রেক্ষিতে বকেয়া, ২৫.১১.২০২৫ অনুযায়ী (এর মধ্যে ০৫.০৫.২০২৫ অবধি সুদ অন্তর্ভুক্ত করা আছে) এবং ₹৬৯,৭৪৬.২৬, লোন অ্যাকাউন্ট নং 921030039092464–এর প্রেক্ষিতে বকেয়া, ২৫.১১.২০২৫ অনুযায়ী (এর মধ্যে ০৫.০৫.২০২৫ অবধি সুদ অন্তর্ভুক্ত করা আছে) খ) ১৩.০১.২০২৬ গ) ৩০.০৯.২০২৬ (প্রতীকী)

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ (সুরক্ষিত পরিসম্পদ)
সামান্য কমবেশি ৩.৫০ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: এল আর প্লট নং ৭৩৬, এল আর খতিয়ান নং ৮৩৫, জে এল নং ২৯, মৌজা– গুপ্তিপুর, থানা– কালনা, জেলা– পূর্ব বর্ধমান, তৎসহ এই জমিতে স্থিত যাবতীয় বাড়ি ও কাঠামো, ফিক্সচার, ফিটিংস এবং এর সঙ্গে বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ, যা মাটিতে সংযুক্ত বা স্থায়ীভাবে মাটিতে যুক্ত কিছুর সঙ্গে আবদ্ধ।

ঋণগ্রহীতা / জামিনদারের নাম এবং ঠিকানা	ক) নোটিসের তারিখে বকেয়া অর্থাঙ্ক খ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) দখলের (প্রতীকী) তারিখ
১. মিঃ আশিস কোলে, পিতা– স্বপন কুমার কোলে ঠিকানা: গোদা অন্নদা, ঝড়ুবাটি, কালনা–২, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ–৭১৩১২২ **২. মিসেস টুম্পা কোলে,** পিতা– মধুসূদন দাস ঠিকানা: ঝড়ুবাটি পশ্চিমপাড়া, গোদা অন্নদা, গোদা গোবিন্দবাটি, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ–৭১৩১২২ **৩. মিসেস শিখা কোলে** প্রযত্নে– স্বপন কুমার কোলে ঠিকানা: ঝড়ুবাটি, গোদা অন্নদা, গোদা গোবিন্দবাটি, পূর্ব বর্ধমান, কালনা, পশ্চিমবঙ্গ–৭১৩১২২ **সকলের বিকল্প ঠিকানা:** এল আর প্লট নং ১১৭০, ১১৭২, এল আর খতিয়ান নং ২৩৩১, জে এল নং ১৫৬, মৌজা– গোদা গোবিন্দবাটি, থানা– কালনা, পোঃঅঃ– গোদা অন্নদা, জেলা– পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ–৭১৩১২২	ক) ₹৪৭,৮৪,৬৯৪.১৩, লোন অ্যাকাউন্ট নং 924030044095161–এর প্রেক্ষিতে বকেয়া, ২৭.০৩.২০২৬ অনুযায়ী এবং ₹৪৮,৭৬৫.৮৫, লোন অ্যাকাউন্ট নং 924030044095174–এর প্রেক্ষিতে বকেয়া, ২৭.০৩.২০২৬ অনুযায়ী খ) ২৭.০৩.২০২৬ গ) ৩০.০৯.২০২৬ (প্রতীকী)

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ (সুরক্ষিত পরিসম্পদ)
সামান্য কমবেশি ০৬ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: এল আর প্লট নং ১১৭০, ১১৭২, এল আর খতিয়ান নং ২৩৩১, জে এল নং ১৫৬, মৌজা– গোদা গোবিন্দবাটি, থানা– কালনা, পোঃঅঃ– গোদা অন্নদা, জেলা– পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ–৭১৩১২২, তৎসহ এই জমিতে স্থিত যাবতীয় বাড়ি ও কাঠামো। দলিল অনুযায়ী চৌহদ্দি: উত্তর– মানব পালের সম্পত্তি; দক্ষিণ– শ্রীকান্ত ঘোষের সম্পত্তি; পূর্ব– লগন ঘোষের সম্পত্তি; পশ্চিম– বৈদ্যপুর কালনা পাকা রাস্তা।

তারিখ: ০১.১০.২০২৬
স্থান: পশ্চিমবঙ্গ
অনুমোদিত আধিকারিক
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড

টেন্ডার

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Notice Inviting E-Tender
Online bids are invited by the Director of Animal Husbandry & Veterinary Services, W.B., Prani Sampad Bhavan, LB-2, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata-700106 for the following: Description of items : Engagement of 28 (twenty eight) Security Personnel at State Livestock Farm, Kalyani & State Poultry Farm, Tollygunge. Online BID submission starts on: 01.10.2026, Online BID submission closes on: 14.10.2026. The detailed N.I.T. may be obtained from e-tender portal http://www.wbtenders.gov.in. The NIT may be viewed from the website http://www.darahwb.org and http://www.ard.wb.gov.in Sd/- Director of Animal Husbandry & Veterinary Services, West Bengal ICA-T18495(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
e-NIT No. 09 (Sl 1 to 3) of 2026-27 of EE/NHD-I, P.W. (Roads) Directorate invites online e-tender for-1) Tender ID-2026_WBPWD_5076360_1, 2) Tender ID-2026_WBPWD_5076360_2 & 3) Tender ID-2026_WBPWD_5076360_3. Bid submission start date (online)-30/09/2026 from 9:00 A.M. Bid submission closing date (online)-09/10/2026 & 23/10/2026 upto 1:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from https://tenders.wb.gov.in Sd/- EE/Nadia Hway Div.-I. ICA-T18555(3)/2026

Govt. of West Bengal
Corrigendum Notice for Date and Time Extension
The Date and Time Extended for NIeT No. -05/WBSRDA/MALDA/2026-27 [1st Call] OF THE EXECUTIVE ENGINEER, WBSRDA, MALDA DIVISION, Date-02/09/2026, Sl. 17, Tender ID-2026_PRD 5021550 1, up to 05.10.2026 at 16:00 hrs. All other details will be available on the website,- https://tenders.wb.gov.in.
Sd/-
Executive Engineer & HPIU, WBSRDA, Malda Division.

CORRIGENDUM NOTICE
Date & Time Extension
The Date and Time Extended for NIT No. 08/PMGSYIIIBRIDGE/MLD/SE/RRNMU/MALDA/2026-27/11 (1st Call) (Sl. No. 1) Date: 03.09.2026 (Tender ID: 2026_WBSRD_149398_1) for WBSRDA, Malda Division, upto 05.10.2026 at 17:00 hrs., all interested bidders are requested to see corrigendum notice in the e-procurement portal of PMGSY namely https://www.pmgsytenderswb.gov.in. **Sd/- SE, RRNMU, Malda Circle, P&RD Department, Govt. of West Bengal.**

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
SPLPIM, KALYANI, NADIA
e-Tender Notice
Bidders are invited to participate in the e-tender for Engagement of Security Service at SPLPIM, Kalyani, Nadia-741235, for details please visit the website https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app & https://www.wbhealth.gov.in/Inner/ Tenders Details vide NIT No. HFW/SPLPIM/SS/NIT-02/26-27 & Tender ID No. 2026_HFW_5076185_1. Previous Tender ID 2026_HFW_5023807_1 is hereby cancelled for technical error. ICA-T18503(2)/2026

Govt. of West Bengal
Corrigendum Notice for Date and Time Extension
The Date and Time Extended for e-NIT No: 10/SASCI/ID/SE/RRNMU/MALDA/2026-27 [1st Call] OF THE SUPERINTENDING ENGINEER, RRNMU, MALDA CIRCLE, Date-03/09/2026, SL No. 1, upto 06.10.2026 at 16:00 hrs. For all other details will be available in the website, https://tenders.wb.gov.in
Sd/- SE, RRNMU, Malda Circle, P&RD Department, Govt. of West Bengal.

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
AE Asansol, Sub-Division, P.W.D. invite online e-quotation **NIQ No. 04 OF 2026-27** for the work of i) Procurement of service for Topographical survey and Geotechnical sub soil investigation for construction of proposed Jamuria Fire Station Building within the District of Paschim Bardhaman. ii) Procurement of service for Topographical survey and Geotechnical sub soil investigation for construction of proposed Kulti Fire Station Building within the District of Paschim Bardhaman. **Tender Id :- 2026_WBPWD_5076364_1, 2026_WBPWD_5076364_2.** Bid submission Start date(Online) : 05.10.2026 at 11:30 A.M. Bid submission closing date(Online) : 12.10.2026 at 11:45 A.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and tender Documents may be downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/- AE/ASN/S-DIVN/PWD. ICA-T18556(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-TENDER
Three (03) Tenders are invited for providing security service, housekeeping and man power service to the office of the West Bengal State Election Commission. Details are available at https://tenders.wb.gov.in Tender IDs: 2026_WBSEC_5076392_1, 2026_WBSEC_5076306_1 & 2026_WBSEC_50724_1 respectively. Last date and time of submission of the BID 16.12.2026 upto 1.00PM, 14.12.2026 upto 1.00PM & 15.12.2026 upto 1.00PM. respectively. Secretary West Bengal State Election Commission. ICA-T18563(3)/2026

SHORT NOTICE INVITING TENDER
Executive Engineer, Kaliaghai-Kapaleswari-Baghai Project Division invites following tenders from outside Bonafied contractors for works at Sabang.
NIT No. WBIW/EE/KKBPD/SNIT-06/2026-27 for 2 No. works of value from Rs. 6.19 Lakh to Rs. 4.29 Lakh under KKB Project Division. Tender forms and other details can be obtained from the Departmental website https://iwd.wb.gov.in/etenders and notices
Last date of application 05.10.2026 upto 4:00 & issue of Tender 06.10.2026 upto 4:00 pm. Last dates of bid submission is on 06.10.2026 up to 16.30 Hrs.
Sd/- D.K Singh
Executive Engineer,
K.K.B. Project Division
Temathani, Paschim Medinipur

OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER
PUBLIC WORKS DEPARTMENT, DURG CIRCLE DURG (C.G.)
Tel. 0788-2210876
Durg, Dated: 28.09.2026
e-Procurement Tender Notice
(2nd Call)
Online tenders in form "A" percentage rate basis are invited on behalf of Governor of Chhattisgarh dated 13-10-2026 :-

NIT No./ System No.	Name of work	P.A.C. (Rs. in lacs.)
340/200483	Construction of Higher Secondary School Building at Badnara Balck-Nawagarh Distt. - Bemetara WITH ELECTRIFICATION WORK	120.40

Note :-
1. General Conditions, detailed NIT, Tender documents & other information of the above construction work downloaded from the Eprocurement web portal or departmental website http://eproc.cgstate.gov.in.
2. NIT No. & Name of the Work should be essentially mentioned on the envelope through the Registerd Post/Speed Post in this office.
Sd/-
Superintending Engineer
P.W.D., Durg Circle Durg (C.G.)
G-262703651/8

ফর্ম নং: ১৪
[রেগুলেশন ৩৩(২) দ্রষ্টব্য]
প্রাপ্তিস্বীকারপত্র–সহ রেজিস্টার্ড ডাক দ্বারা, হাতে করে, ব্যর্থ হলে প্রকাশনের মাধ্যমে।
রিকভারি অফিসার–I/II–এর অফিস
ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল কলকাতা (ডিআরটি ৩)
৮ নং ফ্লোর, জীবন সুধা বিল্ডিং
৪২সি, জওহরলাল নেহরু রোড
কলকাতা– ৭০০০৭১
দাবি বিজ্ঞপ্তি
রিকভারি অফ ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি অ্যাক্ট, ১৯৯৩–এর ধারা নং ২৫ থেকে ২৮ এবং ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট, ১৯৬১–এর দ্বিতীয় তফসিলের রুল ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি।
আরসি/৩৪৭/২০২৪
কানাড়া ব্যাঙ্ক
বনাম
মিতালি মাইতি এবং অন্যান্য
প্রতি:
(সিডি ১) মিতালি মাইতি, পিতা– শ্রী অমলেন্দু মাইতি, গ্রাম– কুকরাউল, পোঃঅঃ– ফুলেশ্বর, থানা– কাঁথি, ব্লক– কাঁথি ২, পূর্ব মেদিনীপুর– ৭২১৪০১।
(সিডি ২) আশিস মাইতি, পিতা– শ্রী অমলেন্দু মাইতি, গ্রাম– কুকরাউল, পোঃঅঃ– ফুলেশ্বর, থানা– কাঁথি, ব্লক– কাঁথি– ২, পূর্ব মেদিনীপুর– ৭২১৪০১।
এতদ্দ্বারা এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে মহামান্য প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল, কলকাতা (ডিআরটি ৩), **ওএ/৩/২০২০**–এর আদেশ অনুযায়ী জারিকৃত রিকভারি সার্টিফিকেট মোতাবেক আপনাদের (যৌথ ও এককভাবে/ পূর্ণত/ সীমাবদ্ধ) থেকে **₹৪৬,২৯,৬৭৮.০০** (ছেচল্লিশ লক্ষ উনত্রিশ হাজার ছশো আটাত্তর টাকা মাত্র), এবং তার ওপর **৩০.১২.২০১৯** থেকে আদায়ের তারিখ পর্যন্ত বার্ষিক **১২.৭০% হারে** বকেয়া ও ভবিষ্যতের সরল সুদ ও মাশুল বাবদ **₹৪৯,০০০/–** (উনপঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) বকেয়া ও অনাদায়ী রয়েছে।
২. এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে উপরিলিখিত অর্থাঙ্ক পরিশোধের জন্য আপনাদের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, যার অন্যথা হলে রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস অ্যাক্ট, ১৯৯৩ ও এর অধীনে রচিত রুলসমূহের সংস্থান মোতাবেক আপনাদের বিরুদ্ধে বকেয়া পুনরুদ্ধারের আইনি প্রক্রিয়া চালানো হবে।
৩. এতদ্দ্বারা শুনানির পরবর্তী তারিখের মধ্যে আপনাদের পরিসম্পদসমূহের বিশদ খতিয়ান একটি হলফনামার মাধ্যমে ঘোষণার জন্য আপনাদের প্রতি আদেশ জারি করা হচ্ছে।
৪. এতদ্দ্বারা এই কার্যাদির পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর সামনে **১৪.১২.২০২৬ তারিখে সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে** হাজির থাকার জন্য আপনাদের প্রতি আদেশ জারি করা হচ্ছে।
৫. ওপরে লেখা অর্থাঙ্ক ছাড়াও আপনারা নিম্নলিখিত অর্থাঙ্ক প্রদানে দায়বদ্ধ:
(ক) কার্যাদি সম্পন্নকারী এই সার্টিফিকেটের বিজ্ঞপ্তি/ প্রক্রিয়া শুরুর পরবর্তী মেয়াদের জন্য প্রদেয় সুদ;
(খ) এই বিজ্ঞপ্তি ও পরোয়ানার পরিষেবা এবং বকেয়া অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের কার্যাবলি সংক্রান্ত যাবতীয় মাশুল, চার্জ ও খরচাপাতি।
নীচে এই ট্রাইবুনালের সিলমোহর দিয়ে আমি স্বাক্ষর করলাম। তারিখ: ১৪.০৮.২০২৬।
স্বা/– প্রদীপ কুমার মন্ডল
রিকভারি অফিসার
ভারত সরকার
কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল–৩

পাঞ্জাব নৈশনল বৈঙ্ক punjab national bank

ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ, পুরুলিয়া
এআরএমবি পুরুলিয়া, রাজা বাঁধ পাড়া, শশধর গাঙ্গুলি রোড, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭২৩১০১। ই–মেল: cs8301@pnb.bank.in

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬) ও রুল ৯(১)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত বিবরণযুক্ত এবং ব্যাঙ্ক/সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গঠনমূলক/ বাস্তবিক/ প্রতীকী দখল নেওয়া নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর থেকে এই ব্যাঙ্ক/ সুরক্ষিত ঋণদাতার পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নীচে লেখা তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে প্রতিটি সম্পত্তির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য ও বায়না জমা (ইএমডি) উল্লেখ করা হয়েছে।

ই–নিলামের তারিখ ও সময়: ২৭.১০.২০২৬, সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে এবং ইএমডি জমার শেষ তারিখ ও সময়: ২৭.১০.২০২৬, দুপুর ৩টে
এআরএমবি, পুরুলিয়া, মিঃ মুকেশ কুমার, চিফ ম্যানেজার (অনুমোদিত আধিকারিক), মোবাইল: ৮৭৮৯২৩৬৭৭১, ই–অকশন কালেকশন অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত তথ্য: অ্যাকাউন্টের নাম: RTGS- INTERBANK ACCOUNT, অ্যাকাউন্ট নং: 830100317118A (আইএফএসসি: PUNB0830100)

সুরক্ষিত পরিসম্পদের তফসিল

লট নং	শাখার নাম / অ্যাকাউন্টের নাম / ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ অ্যাকাউন্টের নাম ও ঠিকানা	বন্ধকি স্থাবর সম্পত্তিগুলির বিবরণ এবং বন্ধকদাতা/ স্বত্বাধিকারীর নাম [সম্পত্তি(গুলি)র বন্ধকদাতাগণ]	ক) সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) নির্ধারিত তারিখে অনাদায়ী বকেয়া গ) সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(৪) ধারাধীনে দখলের তারিখ ঘ) দখলের প্রকৃতি (প্রতীকী/ বাস্তবিক)	ক) সংরক্ষণ মূল্য (লক্ষ টাকায়) খ) ইএমডি গ) বিড বাড়ানোর মূল্য
১	**শাখা: বাঁকুড়া (০১৯৩২০)** / বিজয় চিত্রকর / **ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা:** বিজয় চিত্রকর, পিতা– বিনয় কুমার চিত্রকর, ফ্ল্যাট নং জি/এ, ব্লক–১৩, গ্রিন গার্ডেন, পোঃঅঃ ও থানা– বাঁকুড়া, জেলা– বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭২২১০১	৩ বছরের পুরনো দোতলা আবাসবাড়ি (মার্বেলের মেঝে দেওয়া গ্রাউন্ড ফ্লোরের মাপ ৭৬৬ বর্গফুট ও সিমেন্টের মেঝে দেওয়া ফার্স্ট ফ্লোরের মাপ ৮৫৩ বর্গফুট) সমেত সামান্য কমবেশি ০.০২৫০ একর বা ২.৫ ডেসিমেল বাস্তু জমি ও বাড়ি নিয়ে গঠিত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: দাগ নং ২, এল আর খতিয়ান নং ৭৯৪, জে এল নং ১৯৭, মৌজা– শালবনী, খাতড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত, থানা– খাতড়া, জেলা– বাঁকুড়া। এডিএসআর– খাতড়া, বাঁকুড়া সমীপে নিবন্ধিত ১৯.০৩.২০২৪ তারিখে সম্পাদিত কোবলা দলিল নং I–০১০৪০০৯৭৬ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বধারক: বিজয় চিত্রকর, পিতা– বিনয় চিত্রকর। **সীমানা: উত্তর**– আশুতোষ দাসের বাস্তু জমি; **দক্ষিণ**– রক্ষণাবেক্ষণ করা ১০ ফুট চওড়া পাকা রাস্তা; **পূর্ব**– দীপ্তম কালিন্দীর জমি; **পশ্চিম**– পূর্ববর্তী আর এস এবং বর্তমান এল আর– ২ এর অবশিষ্ট জমি। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]	ক) ১০.০৬.২০২৬ খ) ₹২২,৮৮,৯৬৪.৮০ (৩১.০৫.২০২৬ অনুযায়ী, তৎসহ ৩১.০৫.২০২৬ থেকে আদায়ীকৃত অর্থাঙ্ক বাদে চুক্তিমাফিক হারে পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ ও অন্যান্য চার্জ) গ) ২৪.০৮.২০২৬ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹৩১.১১ লক্ষ খ) ₹৩.১১ লক্ষ গ) ₹০.১০ লক্ষ
২	**শাখা: এমটিপিএস (১৪৯৫২০)** / মেসার্স মাজি হার্ডওয়্যার / **ঋণগ্রহীতা:** মিসেস পুতুল মাজি **প্রোপ্রাইটর ও বন্ধকদাতা: মিসেস পুতুল মাজি,** স্বামী– রবি লোচন মাজি **জামিনদার: মিঃ রবি লোচন মাজি,** পিতা– ভূতনাথ মাজি **সকলের ঠিকানা:** গ্রাম– সদানন্দপুর, পোঃঅঃ– চৌশাল, থানা– গঙ্গাজলঘাটি, জেলা– বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭২২১৪২	নিম্নোক্ত ৩০.০০ ডেসিমেল জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– বাসুদেবপুর, জে এল নং ১৩, খতিয়ান নং ৬৭৭/১, দাগ নং ৫৮৯, থানা– গঙ্গাজলঘাটি, জেলা– বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ২০০০ সালের রেজিস্টার্ড দলিল নং I–১৮৬২ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বধারক: মিসেস পুতুল মাজি। **চৌহদ্দি: উত্তর**– কালীপদ মাজির সম্পত্তি; **দক্ষিণ**– ধনঞ্জয় মাজি; **পূর্ব**– রবি লোচন মাজির সম্পত্তি; **পশ্চিম**– ১২ ফুট চওড়া রাস্তা। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]	ক) ০৩.১১.২০১৬ খ) ₹৫৬,২৩,০৪৫.৭০ (৩০.০৯.২০১৬ অনুযায়ী, তৎসহ ০১.১০.২০১৬ থেকে আদায়ীকৃত অর্থাঙ্ক বাদে চুক্তিমাফিক হারে পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ ও অন্যান্য চার্জ) গ) ১৫.০২.২০১৯ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹১৩.৭৭ লক্ষ খ) ₹১.৩৮ লক্ষ গ) ₹০.১০ লক্ষ
৩	**কোতুলপুর শাখা (০৫৫৪২০)** / মেসার্স খলিলিয়া স' মিল অ্যান্ড ফার্নিচার / **প্রোপ্রাইটর ও বন্ধকদাতা: শেখ মহসিন আলি,** পিতা– শেখ বাহার আলি **জামিনদার: মিসেস সাকিলা বেগম,** স্বামী– শেখ মহসিন আলি এবং **মিঃ কাসেম খান,** পিতা– নাজেম আলি খান **সকলের ঠিকানা:** গ্রাম– কৃষ্ণনগর (পাটপুর), পোঃঅঃ– সিহর, জেলা– বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭২২১৬১	নিম্নোক্ত ০৪ ডেসিমেল জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: জে এল নং ১৩৫, এস আর দাগ নং ৬২৬, এল আর দাগ নং ৭০০, মৌজা– পাটপুর, এডিএসআর– কোতুলপুর, জেলা– বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ০৫.০৬.২০০৯ তারিখের রেজিস্টার্ড দলিল নং I–১১১২/২০০৯ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বধারক: শেখ মহসিন আলি, পিতা– শেখ বাহার আলি। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]	ক) ০২.০৭.২০১৯ খ) ₹৪৫,৯৩,৩৪৭.৮৮ (০২.০৭.২০১৯ অনুযায়ী, তৎসহ ০১.০৭.২০১৯ থেকে আদায়ীকৃত অর্থাঙ্ক বাদে চুক্তিমাফিক হারে পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ ও অন্যান্য চার্জ) গ) ১২.০৯.২০১৯ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹২০.১৪ লক্ষ খ) ₹২.০১ লক্ষ গ) ₹০.১০ লক্ষ
৪	**কদমাঘাটি (১০২১২০)** / রূপা পান / **ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ বন্ধকদাতা:** **মিসেস রূপা পান,** স্বামী– পিন্টু কুমার পান, দুর্গাপুর বাইপাস রোড, লাল বাজার, পোঃঅঃ ও থানা– বাঁকুড়া, জেলা– বাঁকুড়া–৭২২১০১ **মিসেস রূপা পান,** স্বামী– মিঃ পিন্টু কুমার পান, অভিশ্বর্য অ্যাসোসিয়েটস আর সি ৩৯, উর্বশী, এডিডিএ, ফেজ ২, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর, পশ্চিমবঙ্গ–৭১৩২১৬ **মিঃ সঞ্জিত ব্যানার্জি,** কোয়ার্টার নং বি১, ৮৯/১, ভি কে নগর, দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, পশ্চিম বর্ধমান–৭১৩২১০	নিম্নোক্ত ০.০৪ একর জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: জে এল নং ১০৩, প্লট নং ৫৬৬, খতিয়ান নং ৯৪৭/২, মৌজা– চন্দ্রকোনা, থানা– চন্দ্রকোনা, জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর, ২০১০ সালের রেজিস্টার্ড দলিল নং ০৫০৯২ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বধারক: মিঃ পিন্টু কুমার পান, পিতা– আনন্দ মোহন পান। **চৌহদ্দি: উত্তর**– শ্রী তপন জানা ও অন্যদের জমি ও বাড়ি; **দক্ষিণ**– শ্রী জিতেন কারক ও অন্যদের জমি ও বাড়ি; **পূর্ব**– অন্যদের ফাঁকা জমি; **পশ্চিম**– পুরসভার ১২ ফুট চওড়া রাস্তা। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]	ক) ১৭.০১.২০২২ খ) ₹২৯,৪৪,৪৮৮.১০ (৩১.০৮.২০২১ অনুযায়ী, তৎসহ ৩১.০৮.২০২১ থেকে আদায়ীকৃত অর্থাঙ্ক বাদে চুক্তিমাফিক হারে পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ ও অন্যান্য চার্জ) গ) ১১.০৫.২০২২ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹৪১.১৮ লক্ষ খ) ₹৪.১২ লক্ষ গ) ₹০.১০ লক্ষ

ই–নিলাম বিক্রির শর্ত ও নিয়মাবলি:
এই বিক্রি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–তে নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলির পাশাপাশি নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষ হবে:
১. সম্পত্তিগুলি **'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হচ্ছে।
২. ওপরের তফসিলে সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলির বিবরণ অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বসেরা জ্ঞান ও তথ্যানুসারে বর্ণিত হয়েছে। তবে এই ঘোষণাপত্রে কোনও প্রকার ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা অনুল্লেখের জন্য অনুমোদিত আধিকারিক জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ থাকবেন না।
৩. এই বিক্রি ওপরে লেখা তারিখ ও সময়ে **https://baanknet.com** ওয়েবসাইটে দেওয়া ই–নিলাম প্ল্যাটফর্মে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা পরিচালিত হবে।
৪. বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক **https://baanknet.com** এবং **www.pnbindia.in** ওয়েবসাইটগুলি দেখুন।

তারিখ: ৩০.০৯.২০২৬
স্থান: পুরুলিয়া
অনুমোদিত আধিকারিক
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, সুরক্ষিত ঋণদাতা

সারফায়েসি অ্যাক্ট–এর রুল ৮(৬) অধীনে বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পঞ্জাব নেশনল বৈংক (भारत सरकार का उपक्रम) | pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking)

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

এআরএমবি: পূর্ব মেদিনীপুর, পদুমবসান, পোঃঅঃ- তমলুক, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১৬৩৬
মোবাইল: ৯৮৩৬৩ ১১৯০৯; ই-মেল: cs8300@pnb.bank.in / copurbarmb@pnb.bank.in

সংযোজনী 'বি'

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) ও ৯(১)-এর সংস্থানসমূহ-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, ব্যাঙ্ক/ সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত বিবরণযুক্ত এবং ব্যাঙ্ক/ সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গঠনমূলক/ বাস্তবিক/ প্রতীকী দখল নেওয়া নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর থেকে ব্যাঙ্ক/ সুরক্ষিত ঋণদাতার পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নীচে লেখা তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে'** এবং **'যেভাবে আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে প্রতিটি সম্পত্তির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য ও বায়না জমা (ইএমডি) উল্লেখ করা হয়েছে।

সুরক্ষিত পরিসম্পদের তফসিল

ক্রম নং	শাখার নাম অ্যাকাউন্টের নাম ঋণগ্রহীতা / জামিনদারের অ্যাকাউন্টের নাম ও ঠিকানা	বন্ধক প্রদত্ত স্থাবর সম্পত্তিগুলির বিবরণ/ স্বত্বধারকের নাম (সম্পত্তি/গুলির বন্ধকদাতাগণ)	ক) সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) বকেয়া অর্থাঙ্ক গ) সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(৪) ধারাধীনে দখলের তারিখ ঘ) দখলের প্রকৃতি (প্রতীকী/ বাস্তবিক/ গঠনমূলক)	ক) সংরক্ষণ মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বাড়ানোর মূল্য	ই-নিলামের তারিখ/ সময় সুরক্ষিত ঋণদাতার জানা দায় সম্পর্কিত তথ্য
১	**শাখা অফিস: এআরএমবি, পূর্ব মেদিনীপুর** **স্বপন কুমার মাইতি,** পিতা- দুর্গা প্রসাদ মাইতি গ্রাম ও পোঃঅঃ- লক্ষ্য, থানা- মহিষাদল, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১৬৫৪, পশ্চিমবঙ্গ **শ্রীমতী বেলা মাইতি,** স্বামী- স্বপন কুমার মাইতি গ্রাম ও পোঃঅঃ- লক্ষ্য, থানা- মহিষাদল, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১৬৫৪, পশ্চিমবঙ্গ **বিকল্প ঠিকানা:** গ্রাম ও পোঃঅঃ- জগৎপুর, থানা- মহিষাদল, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১৬৫৪, পশ্চিমবঙ্গ	জমি এবং বাড়ি নিয়ে গঠিত স্থাবর সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: জে এল নং ১৬১, দাগ নং ৩৬৭৬ ও ৩৬৭৭ (এল আর), খতিয়ান নং ২৯৫৪ (সাবেক) ও ৪০৬২ (হাল), জমির পরিমাপ- ১৭ ডেসিমেল, মৌজা- লক্ষ্য, মহিষাদল, থানা- মহিষাদল, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, ১৩.০৭.২০০৯ তারিখে সম্পাদিত ২০০৯ সালের দান দলিল নং I-২৩৫৫ অনুযায়ী সম্পত্তির **স্বত্বধারক: শ্রীমতী বেলা মাইতি।**	ক) ০২.০১.২০১৯ খ) ₹২০,৮৮,১২৯.০৬ (কুড়ি লক্ষ অষ্টাশি হাজার একশো উনত্রিশ টাকা ছয় পয়সা মাত্র), তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ গ) ২০.০৮.২০১৯ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹২১,১০,০০০.০০ খ) ₹২,১১,০০০.০০ গ) ₹২০,০০০.০০	২৭.১০.২০২৬ সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ৩টে ৩০ মিনিট ব্যাঙ্কের জানা নেই
২	**শাখা অফিস: এআরএমবি, পূর্ব মেদিনীপুর** **মিঃ তপন কামিলা (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা)** পিতা- প্রয়াত অতুল কামিলা গ্রাম ও পোঃঅঃ- রামনগর, থানা- রামনগর, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১৪৪১ **মিসেস চন্দনা কামিলা (সহ-ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা)** স্বামী- তপন কামিলা গ্রাম ও পোঃঅঃ- রামনগর, থানা- রামনগর, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১৪৪১	জমি এবং বাড়ি নিয়ে গঠিত স্থাবর সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: হোল্ডিং/ প্রেমিসেস জে এল নং ২০৫, এল আর খতিয়ান নং ১১১১, আর এস ও দাগ/ প্লট নং ৭৭, জমির পরিমাপ- ০.৩৭৫ ডেসিমেল (বাস্তু); দক্ষিণ ভাবে, পূর্বভাগের ২.৭৫ ডেসিমেল, মাঝের অংশে ৫.৫ ডেসিমেলের মধ্যে, ৪১ ডেসিমেলের মধ্যে এবং আর এস ও এল আর দাগ নং/ প্লট নং ৭৭/৬৯৬, জমির পরিমাপ- ২.৬২৫ ডেসিমেল, রূপান্তরিত বাস্তু জমি, মাঝের অংশ, ০৮ ডেসিমেলের মধ্যে, মোট (০.৩৭৫ ডেসিমেল + ২.৬২৫ ডেসিমেল) = ০৩ ডেসিমেল (বাস্তু ও রূপান্তরিত বাস্তু), তৎসহ আবাসবাড়ি, মৌজা- রামনগর, থানা- রামনগর, এডিএসআর- রামনগর, ১৯.০৪.২০১০ তারিখে সম্পাদিত বিক্রয় দলিল নং I-২০৯৪/২০১০ অনুযায়ী। **সম্পত্তির চৌহদ্দি:** উত্তর- এজমালি বরম পথ; দক্ষিণ- প্লট নং ৯৬; পূর্ব- একই প্লট নং ৭৭ ও ৭৭/৬৯৬-এর অবশিষ্ট অংশ; পশ্চিম- একই প্লট নং ৭৭ ও ৭৭/৬৯৬-এর অবশিষ্ট অংশ।	ক) ১৭.০৫.২০২৪ খ) ₹২৭,৫৫,২২৪.৪১ (সাতাশ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার দুশো চব্বিশ টাকা একচল্লিশ পয়সা মাত্র), ২৪.০৪.২০২৪ অনুযায়ী, তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ গ) ০৮.০৮.২০২৪ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹৩৪,২৫,০০০.০০ খ) ₹৩,৪২,৫০০.০০ গ) ₹২৫,০০০.০০	২৭.১০.২০২৬ সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ৩টে ৩০ মিনিট ব্যাঙ্কের জানা নেই
৩	**শাখা অফিস: এআরএমবি, পূর্ব মেদিনীপুর** **অভিনব ফিডস গ্রো টেক প্রাইভেট লিমিটেড** গ্রাম- কুলবেড়িয়া, পোঃঅঃ- ধনগাঁও, থানা- কাঁথি, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২১৪০১ **শ্রী কমলেশ প্রামাণিক** (ডিরেক্টর ও জামিনদার) পিতা- শ্রী সুবোধ চন্দ্র প্রামাণিক গ্রাম- কুলবেড়িয়া, পোঃঅঃ- ধনগাঁও, থানা- কাঁথি, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২১৪০১ **মিসেস সর্বাণী প্রামাণিক পুরকায়েত** (ডিরেক্টর ও জামিনদার) স্বামী- কমলেশ প্রামাণিক গ্রাম- কুলবেড়িয়া, পোঃঅঃ- ধনগাঁও, থানা- কাঁথি, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২১৪০১	জমি ও ভবন নিয়ে গঠিত স্থাবর সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- কুলবেড়িয়া, জে এল নং ১১৯, খতিয়ান নং ৭৯৯, ৮০০, ৫৮১, সাবেক খতিয়ান নং ৬৭, ৭৯, এল আর তৌজি নং ২৯৩৫, আর এস এবং এল আর প্লট নং ৪২৭, ৪২৮, ৪৩৭ ও ৪৩৯, মোট জমি ২২৮ ডেসিমেল, শ্রী কৃষ্ণ কাজু প্রসেসিং ইউনিটের কাছে, হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত, পোঃঅঃ- ধনগাঁও, থানা- কাঁথি, পিন-৭২১৪০১, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ। **স্বত্বধারক: শ্রীমতী সর্বাণী প্রামাণিক,** স্বামী- শ্রী কমলেশ প্রামাণিক (বিক্রয় দলিল নং I-৬০০৭/২০১৮ অনুযায়ী); **মেসার্স অভিনব ফিডস গ্রো টেক প্রাইভেট লিমিটেড** (বিক্রয় দলিল নং I-৬০০৬/২০১৮ অনুযায়ী); **শ্রী কমলেশ প্রামাণিক,** পিতা- সুবোধ চন্দ্র প্রামাণিক (বিক্রয় দলিল নং ৬৯৮/২০১১ এবং দান দলিল নং ৭২০/২০১১ অনুযায়ী)।	ক) ২২.০৯.২০২৫ খ) ₹৮,১৫,৫২,৬৭৭.৮৯ (আট কোটি পনেরো লক্ষ বাহান্ন হাজার ছশো সাতাত্তর টাকা উননব্বই পয়সা মাত্র), তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ গ) ০৩.০১.২০২৬ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹৩,৫২,৯৬,০০০.০০ খ) ₹৩৫,২৯,৬০০.০০ গ) ₹১,০০,০০০.০০	২৭.১০.২০২৬ সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ৩টে ৩০ মিনিট ব্যাঙ্কের জানা নেই
৪	**শাখা: এআরএমবি, পূর্ব মেদিনীপুর** **মেসার্স অন্নপূর্ণা কোল্ড ড্রিঙ্কস** গ্রাম- পদুবাড়, পোঃঅঃ- মিরগোদা, থানা- রামনগর, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১৪৪৬ **শ্রী মনোরঞ্জন সিং (প্রোপ্রাইটর ও বন্ধকদাতা)** পিতা- প্রয়াত সুবল চন্দ্র সিং **শ্রী তরুণ কুমার সিং (জামিনদার ও বন্ধকদাতা),** পিতা- প্রয়াত সুবল চন্দ্র সিং **শ্রীমতী সরমা সিং (জামিনদার ও বন্ধকদাতা),** স্বামী- প্রয়াত সুবল চন্দ্র সিং **শ্রী তাপস কুমার সিং (জামিনদার ও বন্ধকদাতা),** পিতা- প্রয়াত সুবল চন্দ্র সিং সকলের ঠিকানা: গ্রাম- পদুবাড়, পোঃঅঃ- মিরগোদা, থানা- রামনগর, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১৪৪৬	উপরিস্থিত দোতলা বাড়ি এবং পৃথক একতলা বাড়ি সমেত জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: গ্রাম ও মৌজা- পদুবাড়, মৌ শপের নিকটে, জে এল নং ১৫, প্লট নং ১৬/৭৮৪, ১৩/৭৭৩, ১৩/৭৭২, সাবেক খতিয়ান নং ৩১০, এল আর খতিয়ান নং ৭২২, ৭১৯, ৭২০, ৭২১, ১৫.১০.৭৯ তারিখে সম্পাদিত দলিল নং ৬৮১৩/৭৯ অনুযায়ী, বানডিহা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত, থানা- রামনগর, পোঃঅঃ- মিরগোদা, পিন-৭২১৪৪৬, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ।	ক) ২৯.০৭.২০১৫ খ) ₹৩৩,৮৫,৩৩৫.০০ (তেত্রিশ লক্ষ পঁচাশি হাজার তিনশো পঁয়ত্রিশ টাকা মাত্র), তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ গ) ২১.০১.২০১৬ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹৮৭,৬০,০০০.০০ খ) ₹৮,৭৬,০০০.০০ গ) ₹৫০,০০০.০০	২৭.১০.২০২৬ সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ৩টে ৩০ মিনিট ব্যাঙ্কের জানা নেই
৫	**শাখা: এআরএমবি, পূর্ব মেদিনীপুর** **তন্ময় সাহু (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- প্রদীপ কুমার সাহু গ্রাম- অস্তি, পোঃঅঃ- গড়িয়া, থানা- এগরা, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১৪৪৮ **তনয় কুমার সাহু (সহ-ঋণগ্রহীতা),** পিতা- প্রদীপ কুমার সাহু **প্রদীপ কুমার সাহু (জামিনদার),** পিতা- প্রয়াত সুধীর কুমার সাহু **সতীমা সাহু (জামিনদার),** স্বামী- প্রদীপ কুমার সাহু **সকলের ঠিকানা:** গ্রাম- অস্তি, পোঃঅঃ- গড়িয়া, থানা- এগরা, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১৪৪৮	জমি ও বাড়ি নিয়ে গঠিত স্থাবর সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, থানা- এগরা, এডিএসআর অফিস- এগরা, মৌজা- অস্তি, জে এল নং ১৯৫, এল আর খতিয়ান নং ২০৮, আর এস/ এল আর প্লট নং ১৬৬/১০৬৩, জমির পরিমাপ- ৭ ডেসিমেল, জমির প্রকৃতি- বাস্তু, এডিএসআর- এগরা সমীপে নিবন্ধিত ০৮.০৮.২০১৭ তারিখে সম্পাদিত দান দলিল নং ৫৮৫৩ অনুযায়ী **সম্পত্তির স্বত্বধারক: তনয় কুমার সাহু,** পিতা- প্রদীপ কুমার সাহু; তৎসহ জমির পরিমাপ- ৭ ডেসিমেল, প্রকৃতি- বাস্তু, এডিএসআর- এগরা সমীপে নিবন্ধিত ০৮.০৮.২০১৭ তারিখে সম্পাদিত দলিল নং ৫৮৫৭ অনুযায়ী **সম্পত্তির স্বত্বধারক: তন্ময় সাহু,** পিতা- প্রদীপ কুমার সাহু। মোট জমি- ১৪ ডেসিমেল।	ক) ০৭.০৩.২০২৩ খ) ₹৫০,৪২,৩৬২.৬৯ (পঞ্চাশ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার তিনশো বাষট্টি টাকা উনসত্তর পয়সা মাত্র), ১৭.০২.২০২৩ অনুযায়ী, তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ গ) ২৮.০২.২০২৪ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹৩৪,০০,০০০.০০ খ) ₹৩,৪০,০০০.০০ গ) ₹২৫,০০০.০০	০৯.১১.২০২৬ সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ৩টে ৩০ মিনিট ব্যাঙ্কের জানা নেই
৬	**শাখা অফিস: এআরএমবি, পূর্ব মেদিনীপুর** **মিঃ মঙ্গলদীপ সামন্ত** পিতা- প্রয়াত সুশান্ত সামন্ত সরবেড়িয়া, সরবেড়িয়া শীতলা মন্দিরের নিকটে, থানা- মহিষাদল, পোঃঅঃ- মধ্যহিংলি, কিসমত নইকুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২১৬২৮	জমি এবং বাড়ি নিয়ে গঠিত স্থাবর সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- সরবেড়িয়া, পোঃঅঃ ও থানা- মহিষাদল, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, জে এল নং ১৩৯, খতিয়ান নং ২০১৬, আর এস প্লট নং ৬৮৯, ৬৯১, এল আর প্লট নং ৭৯৯, ৮০১, জমির পরিমাপ (৫ + ১.২৮১) = ৬.২৮১ ডেসিমেল, জমির পরিমাপ- বাস্তু, ০৯.০৮.২০২৪ তারিখে সম্পাদিত রেজিস্টার্ড বিক্রয় দলিল নং ৬১৯১ অনুযায়ী **সম্পত্তির স্বত্বধারক: মিঃ মঙ্গলদীপ সামন্ত।**	ক) ০১.০৬.২০২৬ খ) ₹৪০,৯৯,৫১০.০০ (চল্লিশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার পাঁচশো দশ টাকা মাত্র), তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ গ) ০৯.০৯.২০২৬ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹৫১,৩৮,০০০.০০ খ) ₹৫,১৩,৮০০.০০ গ) ₹৫০,০০০.০০	০৯.১১.২০২৬ সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ৩টে ৩০ মিনিট ব্যাঙ্কের জানা নেই

-: ই-নিলাম বিক্রির শর্ত ও নিয়মাবলি :-

এই বিক্রয় সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-তে নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলির পাশাপাশি নিম্নলিখিত অতিরিক্ত শর্তসাপেক্ষে আয়োজিত হবে:

১. এই নিলাম **'অনলাইন ই-নিলাম'** পদ্ধতিতে **https://baanknet.com** পোর্টালের মাধ্যমে আয়োজিত হবে।

২. আগ্রহী বিডারগণ/ক্রেতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যাতে তাঁরা নিজেদের মোবাইল নম্বর এবং ই-মেল আইডি ব্যবহার করে **https://baanknet.com** পোর্টালে রেজিস্টার করেন। পাশাপাশি, দরকারি কেওয়াইসি নথিগুলি আপলোডের জন্যও তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার দ্বারা এই কেওয়াইসি নথিগুলি যাচাইয়ের পর (দুটি কাজের দিন লাগতে পারে) আগ্রহী বিডাররা/ক্রেতারা **২৬.১০.২০২৬ (ক্রম নং ১ থেকে ৫-এর ক্ষেত্রে) এবং ০৭.১১.২০২৬ (ক্রম নং ৬-এর ক্ষেত্রে)** তারিখের মধ্যে (ই-নিলামের নির্ধারিত তারিখের আগে) তাঁর/তাঁদের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটের মাধ্যমে অনলাইন পদ্ধতিতে ইএমডি অর্থাঙ্ক স্থানান্তর করে দেবেন। এই রেজিস্ট্রেশন, কেওয়াইসি নথিসমূহ যাচাই এবং ওয়ালেটে ইএমডি স্থানান্তরের কাজগুলি নিলামের আগে যথেষ্ট সময় থাকতে করে রাখতেই হবে।

৩. ওপরে উল্লেখ করা বায়না জমা (ইএমডি) বিডারের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে অনলাইনের মাধ্যমে ৩টি উপায়ে আদায় দেওয়া যাবে অর্থাৎ, এনইএফটি/ নগদ/ ট্রান্সফার (**https://baanknet.com** থেকে চালান জেনারেট করে নেওয়ার পর)। এনইএফটি ট্রান্সফার তফসিলভুক্ত যে কোনও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ব্রাঞ্চ থেকে করা যেতে পারে। চেক-এর মতো অন্য কোনও উপায়ে এই ইএমডি জমা দেওয়া যাবে না। অনলাইনে ইএমডি জমা দেননি এমন বিডারদের এই ই-নিলামে অংশ নিতে দেওয়া হবে না। বায়না জমার ওপর কোনও সুদ দেওয়া হবে না।

৪. ই-নিলামের প্ল্যাটফর্ম (https://baanknet.com) দেবে ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স, রেজিস্টার্ড অফিস: ইউনিট ১, ফ্লোর নং ৩, ভিআইওএস কমার্শিয়াল টাওয়ার, ওয়াডালা ট্রাক টার্মিনালের কাছে, ওয়াডালা ইস্ট, মুম্বই-৪০০০৩৭ (যোগাযোগের নম্বর ও টোল নম্বর: +৯১-৮২৯১২ ২০২২০)।** ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডারের **https://baanknet.com** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আগ্রহী বিডারগণ/ক্রেতাগণ ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন। ই-নিলামের প্রশিক্ষণ/প্রদর্শন এই পোর্টালেই এই সার্ভিস প্রোভাইডার দেবে।

৫. বিক্রির সাধারণ শর্ত ও নিয়মাবলি সংবলিত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি নিম্নলিখিত ওয়েবসাইট/ওয়েব পেজ পোর্টালে দেওয়া আছে: **(১) https://baanknet.com; (২) www.pnbindia.in**।

৬. ই-নিলামে অংশ নিতে আগ্রহীরা বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির কপি, ই-নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলি, এই ই-নিলামের অপারেশনাল পার্টের হেল্প ম্যানুয়াল ইত্যাদি নথিগুলি **https://baanknet.com** পোর্টাল থেকে বিনামূল্যে ডাউনলোড করে নিতে পারেন।

৭. আগ্রহী বিডারগণ/ক্রেতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যাতে তাঁরা নিজেদের মোবাইল নম্বর এবং ই-মেল আইডি ব্যবহার করে **https://baanknet.com** পোর্টালে রেজিস্টার করেন। পাশাপাশি, দরকারি কেওয়াইসি নথিগুলি আপলোডের জন্যও তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার দ্বারা এই কেওয়াইসি নথিগুলি যাচাইয়ের পর (দুটি কাজের দিন লাগতে পারে) আগ্রহী বিডাররা/ক্রেতারা ই-নিলামের নির্ধারিত তারিখের আগে তাঁর/তাঁদের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটের মাধ্যমে অনলাইন পদ্ধতিতে ইএমডি অর্থাঙ্ক স্থানান্তর করে দেবেন। কেবলমাত্র নিজের ওয়ালেটে যথেষ্ট ইএমডি থাকলে তবেই আগ্রহী বিডার ই-নিলামের তারিখে বিড করতে পারবেন।

৮. বিডিংয়ের সময় বিডারের গ্লোবাল ওয়ালেটে যথেষ্ট ব্যালান্স (ইএমডি অর্থাঙ্কের সমান বা বেশি) থাকতেই হবে।

৯. ই-নিলামের সময় বিডাররা আপসমূলক বিডিংয়ে ওপরে সংশ্লিষ্ট ক্রমের পাশে উল্লিখিত সর্বশেষ বিড অর্থাঙ্ক অপেক্ষা বেশি মূল্যের বিড দিতে অনুমতি পাবেন এবং সর্বশেষ সর্বাধিক বিডারের পেশ করা দরের ওপর উপরিলিখিত বিড বিবর্ধন অর্থাঙ্কের গুণিতকে পরবর্তী উচ্চতর বিড পেশ করতে হবে। পরবর্তী উচ্চতর বিড দাখিলের জন্য দশ মিনিট সময় বরাদ্দ হবে এবং সর্বাধিক বিড জমা পড়ার পরবর্তী দশ মিনিটের মধ্যে আর কোনও উচ্চতর বিড জমা না পড়লে ই-নিলাম বন্ধ হয়ে যাবে।

১০. এই বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, ই-নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলি, ই-নিলামের অপারেশনাল পার্ট ভাল করে পড়ে নেওয়ার দায়িত্ব আগ্রহী বিডার(গণ)-এর এবং তাঁদের এগুলি কঠোরভাবে মেনে চলতে বলা হচ্ছে।
(১) ই-নিলাম চলাকালীন কোনও সহায়তার দরকার হলে কিংবা কোনও সমস্যায় পড়লে আমাদের ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডারের অনুমোদিত প্রতিনিধির সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে, যার বিশদ তথ্যাবলি ই-অকশন পোর্টাল **https://baanknet.com**-তে দেওয়া আছে।

১১. অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা ই-নিলাম চূড়ান্ত হওয়ার পর কেবলমাত্র সফল বিডারকে উপরিলিখিত আমাদের ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার দ্বারা এসএমএস/ই-মেলের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে (সার্ভিস প্রোভাইডারের কাছে সংশ্লিষ্ট বিডারের তরফে দেওয়া রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বর/ই-মেল ঠিকানায়)।

১২. নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্যের কমে সুরক্ষিত পরিসম্পদ বিক্রি করা হবে না।

১৩. সফল বিডারকে ইতিমধ্যে জমাকৃত ইএমডি অর্থাঙ্ক সমন্বয় করে বিড অর্থাঙ্কের ২৫% (পঁচিশ শতাংশ) একই দিনে অথবা পরবর্তী কাজের দিনের মধ্যে এবং বাকি অর্থাঙ্ক নিলামের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে **'The Authorised Officer, Punjab National Bank,** A/c (অ্যাকাউন্টের নাম)'-এর অনুকূলে কোনও তফসিলভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক থেকে কাটা ব্যাঙ্কারস চেক/ ডিমান্ড ড্রাফ্‌টরূপে জমা দিতে হবে। ওপরে নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে এই অর্থাঙ্ক জমা দিতে ব্যর্থ হলে, সফল বিডার দ্বারা জমাকৃত যাবতীয় অর্থাঙ্ক এই ব্যাঙ্ক বাজেয়াপ্ত করবে এবং এই সম্পত্তি পুনরায় নিলাম/বিক্রি করার অধিকার অনুমোদিত আধিকারিকের থাকবে এবং এমন ক্ষেত্রে খেলাপকারী ক্রেতা ওই সম্পত্তি কিংবা সম্পত্তির বিক্রয়মূল্যের ওপর কোনও দাবি জানাতে পারবেন না।

১৪. সফল বিডার দ্বারা এই ব্যাঙ্ককে প্রদেয় বিক্রয়মূল্য ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট, ১৯৬১-এর ১৯৪-১এ ধারাধীনে টিডিএস সাপেক্ষ হবে এবং বিড অর্থাঙ্কের বাকি ৭৫% বা পুরো জমারাশি আদায় দেওয়ার সময় সফল ক্রেতাকে টিডিএস বাবদ অর্থাঙ্ক জমা দিতে হবে।

১৫. অনুমোদিত আধিকারিক সর্বাধিক বিড এবং/বা যে কোনও বিড গ্রহণে বাধ্য নন এবং কোনও কারণ না দেখিয়ে যে কোনও বা সমস্ত বিড বাতিল করা, এমনকি এই বিক্রির শর্তাবলি বদলানো, সংশোধন, বাতিল করার অধিকার সম্পূর্ণত বহাল রাখেন।

১৬. পুরো অর্থাঙ্ক বুঝে পাওয়ার পর উক্ত অ্যাক্টের সংস্থান অনুযায়ী সফল বিডারের অনুকূলে বিক্রয় সার্টিফিকেট ইস্যু করা হবে।

১৭. **'যেখানে যা কিছু আছে', 'যেমন আছে', 'যেভাবে আছে'** ভিত্তিতে সম্পত্তিগুলি বিক্রি হবে।

১৮. ওপরের তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তির বিবরণ অনুমোদিত আধিকারিক/ এই ব্যাঙ্কের সর্বশেষ জ্ঞান ও তথ্যানুসারের ভিত্তিতে উল্লিখিত। ঘোষণাপত্রে কোনও ভুল, অনুল্লেখ বা ত্রুটির জন্য অনুমোদিত আধিকারিক/ এই ব্যাঙ্ক জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ থাকবে না।

১৯. নিজেদের বিড জমা দেওয়ার আগে নিলামে তোলা পরিসম্পদ ও তার স্পেসিফিকেশন খতিয়ে দেখে নিঃসন্দেহ হয়ে নেওয়ার দায়িত্ব বিডারদের ওপরই বর্তাবে। প্রদত্ত তথ্যাবলি অনুযায়ী সম্পত্তি পরিদর্শনের জন্য বিডাররা ডিলিং অফিশিয়ালের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

২০. রেজিস্ট্রেশন চার্জ, স্ট্যাম্প ডিউটি, কর ইত্যাদি সমেত যাবতীয় বিধিবদ্ধ বকেয়া/ অ্যাটেন্ড্যান্ট চার্জ/ অন্যান্য বকেয়া ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।

২১. সরকার বা অন্য কোনও পক্ষের কাছে নিলাম হতে চলা সম্পত্তির ওপর ব্যাঙ্ক অবগত নয় এমন যে কোনও প্রকারের চার্জ, লিয়েন, দায় বা অন্য কোনও বকেয়ার জন্য অনুমোদিত আধিকারিক বা এই ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিধিবদ্ধ দায়, বকেয়া সম্পত্তি কর, বকেয়া বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি সম্পর্কে স্বাধীনভাবে নিজস্ব অনুসন্ধান করে জেনে নেওয়ার জন্য আগ্রহী দরদাতাদের প্রতি পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

২২. যথাযথ ইন্টারনেট সংযোগ, পাওয়ার ব্যাক আপ ইত্যাদির মতো ব্যাপারগুলি বিডারদের নিজেদেরই নিশ্চিত করে নিতে হবে। ইন্টারনেট ফেলিওর, পাওয়ার ফেলিওর বা টেকনিক্যাল কোনও কারণ বা ই-নিলামকে প্রভাবিত করতে পারে এমন কোনও কারণ/পরিস্থিতির জন্য এই ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না।

২৩. প্রতিনিধি নিয়োগ করা এবং নিজেদের তরফে নিলামে অংশ নেওয়ার অধিকার এই ব্যাঙ্কের থাকবে। বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য **https://baanknet.com** ওয়েবসাইট দেখুন।

২৪. এই বিক্রি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-তে নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলির পাশাপাশি নিম্নলিখিত অতিরিক্ত শর্তসাপেক্ষ হবে।

২৫. ওপরের তফসিলে সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলির বিবরণ অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বসেরা জ্ঞান ও তথ্যানুসারে বর্ণিত হয়েছে। তবে এই ঘোষণাপত্রে কোনও প্রকার ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা অনুল্লেখের জন্য অনুমোদিত আধিকারিক জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ থাকবেন না।

২৬. এই বিক্রি **২৭.১০.২০২৬ (ক্রম নং ১ থেকে ৫-এর ক্ষেত্রে) এবং ০৯.১১.২০২৬ (ক্রম নং ৬-এর ক্ষেত্রে) তারিখে সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ৩টে ৩০ মিনিট পর্যন্ত https://baanknet.com** ওয়েবসাইটে দেওয়া ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা আয়োজিত হবে।

২৭. ওপরের তফসিলে সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলির বিবরণ অনুমোদিত আধিকারিকের সেরা জ্ঞান ও তথ্যানুসারে বর্ণিত হলেও এতে কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা অনুল্লেখের জন্য অনুমোদিত আধিকারিক জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ থাকবেন না।

২৮. বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক **https://baanknet.com** এবং **www.pnbindia.in** ওয়েবসাইট দেখুন।

তারিখ: ০১.১০.২০২৬
স্থান: তমলুক

স্বাঃ- মিঃ ভিকি বর্মণ (চিফ ম্যানেজার / অনুমোদিত আধিকারিক)
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, এআরএমবি- পূর্ব মেদিনীপুর

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER/QUOTATION NOTICE

EE/BSHD/P.W.(Roads) Dte invites online e-tender for the work of (i) Kalna Baidyapur Road from 0.60 km to 4.00 kmp, from 5.50 km to 9.50 km and from 10.50 km to 13.00 kmp emergent repairing and maintenance work (in stretches) under Kalna Highway Sub Division of Burdwan South Highway Division in the district of Purba Bardhaman during the year 2026-2027. (2nd Call) (ii) Pandua-Kulti Road from 0.00 kmp to 2.10 km emergent repairing and maintenance work (in stretches) under Kalna Highway Sub Division of Burdwan South Highway Division in the district of Purba Bardhaman during the year 2026-2027. (2nd Call) Estimate Amount: Rs. 907089.00 & Rs. 330279.00 e-NIT No 14 of 2026-27 (Sl-1 & 2) Tr. ID. 2026_WBPWD_5076218_1 & 2. Bid submission Start Date (online): 29.09.2026 at 6.00 PM. Bid submission closing date (online): 06.10.2026 at 1.00 PM. Corrigendum if any will be published in this website only. Details of N.I.T and Tender documents may be downloaded from: https://tenders.wb.gov.in
Sd/- EE/BSHD/P.W.(Roads) Dte.
ICA-T18544(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
THE DURGAPUR PROJECTS LIMITED
(A Govt. of West Bengal Enterprise)
CIN NO. U40102WB1961SGC025250
NOTICE INVITING TENDER (NIT)

Corrigendum for Date Extension of NIT No. (1) WBDPL/DPPS/PUR/NIT(E)-019 DJ/158/2026-27. Tender ID 2026_DPL_1040392_1. Bid Submission end date 03.10.2026. Bid Opening date 09.10.2026. Corrigendum for Date Extension of NIT No. (2) WBDPL-12017/47/2025-GM-POW(DPL)-DPL/PS/E-153. Tender ID 2026_DPL_1041357_1. Bid Submission end date 05.10.2026. Bid Opening date 09.10.2026. Cancellation of NIT No. (3) WBDPL/DPPS/PUR/NIT (E)-017 DJ/149/2026-27. Tender ID 2026_DPL_1039548_1. Cancellation of NIT No. (4) WBDPL/DPPS/PUR/NIT(E)-020 PDB/163/2026-27. Tender ID 2026_DPL_1039546_1. NIT No. (5) WBDPL-12017/47/2025-GM-POW(DPL)-DPL/PS/E-162. Tender ID 2026_DPL_1043361_1. For Provision for the accommodation of NABL facilities at Unit 8 DM plant area within DPPS/DPL. Job No. 943/DPPS. Bid Submission end date 13.10.2026. Bid Opening date 28.10.2026. Visit at: https://www.dpl.net.in
ICA-T18511(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Paschim Banga Society for Skill Development
Department of Technical Education Training and Skill Development
Karigari Bhavan, B/7, Action Area III, Rajarhat, New Town, Kolkata-700160
Request for Proposal

Proposals are invited for "Engagement of Technical Support Agency (TSA)". (Please refer to RFP No.: I/822122/2026 Dated 29.09.2026 Tender id: 2026_DTET_1043387_1) RFP may be downloaded from https://wbtenders.gov.in from 29th September, 2026. Last date for bid submission is 28th October, 2026. RFP only available from website: https://wbtenders.gov.in Date: 01.10.2026.
Sd/- Project Director, PBSSD.
ICA-T18512(3)/2026

WB HIDCO
N. I. Q. No. 04 of G.M.(E)-II of 2026-2027

WB HIDCO invites online Item Rate open Quotation in two bid systems for **"Up-keeping day to day sweeping and cleaning of entire Snehodiya Compound on Plot No.-BC/100/2 in Newtown, Kolkata"** for resourceful bonafide Govt. Contractors and eligible outsiders in the manner as described in the detailed Quotation notice available on **http://wbtenders.gov.in** on and from 01.10.2026 at 11:00 A.M.
Corrigendum / Addendum, if any to this e-Quotation would appear only on above Website and not be published.
General Manager (Engg.) - II
WBHIDCO Ltd.

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস
ফুল টাইম কন্টাকচুয়াল ভিত্তিতে কন্ট্যাক্ট মেডিকেল প্র্যাকটিশনার্স (স্পেশালিস্ট) নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি

নং. জিএমএ/জিএস/১৫২১(সিএমপি)(৪)-পিটি-III, তারিখ: ২৬.০৯.২০২৬। ভারত সরকারের রেল মন্ত্রকের অধীনে চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস (সিএলডব্লিউ), এক (০১) বছরের মেয়াদের জন্য বা পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত, যেটি আগে হয়, ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে চুক্তির ভিত্তিতে নির্দিষ্ট মাসিক পারিশ্রমিকে ফুল-টাইম চুক্তির ভিত্তিতে ০২ (ইউআর-০২) টি শূন্য পদের জন্য কন্ট্যাক্ট মেডিকেল প্র্যাকটিশনার্স (স্পেশালিস্ট) নিয়োগ করতে চায়। এই বিষয়ে বিজ্ঞপ্তিটি সিএলডব্লিউ-এর ওয়েবসাইট **(https://clw.indianrailways.gov.in) → নিউজ অ্যান্ড রিক্রুটমেন্ট → নিউজ এবং অ্যানাউন্সমেন্ট** লিঙ্কের অধীনে আপলোড করা হয়েছে। যোগ্য ডাক্তারদের (স্পেশালিস্ট) **২৫.০৯.২০২৬ তারিখের বিজ্ঞপ্তির সাথে অ্যানেক্সার-এ হিসেবে সংযুক্ত আবেদন ফর্মটি পূরণ করার এবং ২৩.১০.২০২৬ তারিখে (১০.০০ টায়) ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউয়ের জন্য সিএলডব্লিউ/চিত্তরঞ্জনে উপস্থিত হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।**
PR1/505 এসপিও/জিএজেড, সিএলডব্লিউ, চিত্তরঞ্জন
Like us on : www.facebook.com/clwrailways

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT

The **Director General (Civil), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work:
NIT No. : KMC/VI/060/012/2026-2027/D
Name of work : **Restoration of IPS footpath and concrete surface disturbed by P.U. Agency as well as natural wear and tear at 9/A Crematorium Street, 4A Linton Street, 28 Beniapukur Road, Jannagar Road etc in Ward No.-60.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,99,120.00.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00.** Period of Completion : **60 Days.** Last date and time of submission of bid : **07.10.2026 - 5 p.m.** Tender opened on : **09.10.2026 - 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **30.09.2026 (6 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil), Br-VI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:
1. NIT No. : KMC/EE/VI/061/009/2026-2027/D
Name of work : **Restoration of damaged and naturally depressed paver block footpath at Ripon St (Southern Side) and surrounding places in Ward No.-61.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 99,552.00.** Earnest Money : **Rs. 2,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**
2. NIT No. : KMC/EE/VI/046/011/2026-2027/SIGNAGE
Name of work : **Installation of road signage at different places in BR-VI.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 76,339.00.** Earnest Money : **Rs. 1,600.00.** Period of Completion : **07 Days.** Last date and time of submission of bid : **07.10.2026 - 5 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2). Tender opened on : **09.10.2026 - 5 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **30.09.2026 (6 p.m.)** (for Sl. No. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Elec), Lighting, Zone-II, KMC** invites e-tender by two bid system for the following works:
1. NIT No. : LTG/21/46/VI/Z-II/26-27
Name of work : **Operation and routine upkeeping of street lighting system in Ward No.-46 under Borough-VI.** Estimate Amount: **Rs. 2,47,474.00.** Earnest Money : **Rs. 5,000.00.** Period of Completion : **181 Days.**
2. NIT No. : LTG/22/47/VI/Z-II/26-27
Name of work : **Operation and routine upkeeping of street lighting system in Ward No.-47 under Borough-VI.** Estimate Amount: **Rs. 2,47,488.00.** Earnest Money : **Rs. 5,000.00.** Period of Completion : **181 Days.** Last date and time of submission of bid : **13.10.2026** up to **1 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2). Bid opening date : **14.10.2026** (for Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **01.10.2026 (1 p.m.)** (for Sl. No. 1 & 2). The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (E)/LTG-HQ, KMC** invites e-tender online quoted rate in two bid system for following works:
1. NIT No. : KMC/EE(E)/LTG/CMO/19/26-27
Name of work : **Renovation of lighting system with other electrical works at Room No.-135, 112, 242, Council Club, Mayor Gate, Press & BLRO Dept of CMO Building.** Estimate Amount: **Open Quotation.** Earnest Money : **Rs. 3,700.00.** Period of Completion : **10 Days.**
2. NIT No. : KMC/EE(E)/LTG/CMO/31/26-27
Name of work : **Supply & installation of video monitoring system at the basement and entrance of Chaplin Bhavan under KMC.** Estimate Amount: **Open Quotation.** Earnest Money : **Rs. 3,400.00.** Period of Completion : **15 Days.**
3. NIT No. : KMC/EE(E)/LTG/CMO/21/26-27
Name of work : **Renovation of electrical system at Room No.-326 AC (South) Department of CMO Building.** Estimate Amount: **Open Quotation.** Earnest Money : **Rs. 8,500.00.** Period of Completion : **15 Days.**
4. NIT No. : KMC/EE(E)/LTG/CMO/23/26-27
Name of work : **Supply & installation of lighting luminaries at AC (South) Department of CMO Building.** Estimate Amount: **Open Quotation.** Earnest Money : **Rs. 5,000.00.** Period of Completion : **15 Days.**
5. NIT No. : KMC/EE(E)/LTG/CMO/26/26-27
Name of work : **Renovation of electrical system at different Offices & Labour Quarter situated at Hogg Building under KMC.** Estimate Amount: **Open Quotation.** Earnest Money : **Rs. 5,900.00.** Period of Completion : **15 Days.** Last date and time of submission of bid : **13.10.2026 (5 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 5). The bid forms and other details are available on and from **05.10.2026 (5 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 5). The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 to 5).
554/26-27

ওয়ার্ল্ড হার্ট ডে উপলক্ষে হৃদরোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সুস্থ জীবনযাপনের বার্তা দিতে মঙ্গলবার কলকাতার ডিসান হাসপাতালের উদ্যোগে আয়োজিত হল 'ডিসান কার্ডিও কেয়ার ওয়াকাথন ২০২৬'। এর সূচনা করেন রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। এই পদযাত্রায় ডাক্তার, নার্সিং স্টাফ, স্থানীয় বাসিন্দা এবং স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিসান হাসপাতালের সিইও শাওলি দত্ত, কার্ডিওলজি বিভাগের ডিরেক্টর ডাঃ সঞ্জীবকুমার পাত্র-সহ হাসপাতালের বিশিষ্ট চিকিৎসকরা।

ফের চালু এইচডিএফসি বিএসই রিটস এবং কমার্শিয়াল রিয়েল এস্টেট ইনডেক্স ফান্ড

এইচডিএফসি মিউচুয়াল ফান্ড সাধারণ বিনিয়োগকারীদের জন্য ফের 'এইচডিএফসি বিএসই রিটস এবং কমার্শিয়াল রিয়েল এস্টেট ইনডেক্স ফান্ড'-এর সাবস্ক্রিপশন চালু করল। এই ফান্ডের মাধ্যমে সাধারণ বিনিয়োগকারীরা এখন মিউচুয়াল ফান্ডের কাঠামোর মাধ্যমে তুলনামূলকভাবে অল্প পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেই পেশাদারদের দ্বারা পরিচালিত বাণিজ্যিক রিয়েল এস্টেট সম্পদে অংশ নিতে পারবেন। এইচডিএফসি এএমসি-র ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও নভনীত মুনোট জানিয়েছেন, এই উদ্যোগটি ভারতীয়দের জন্য উদ্ভাবনী বিনিয়োগের সুযোগ সহজলভ্য করে তোলার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। রিয়েল এস্টেট ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী প্রাতিষ্ঠানিক মূলধন আকর্ষণ করার মাধ্যমে এটি ভারতের সামগ্রিক অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতেও অবদান রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

E.E., Nadia Highway Divn. No.-II, P.W.(Roads) Dte., Kalyani, Nadia invites tender for (Sl. No. 01) "GhoshparaJaguli Road from Ch. 17.00 km to Ch. 17.10 km, (Except both side pipe line restoration work zone) repairing & maintenance work (with Paver block)." Estimated Amount: Rs. 15,29,977.00/- NIeT NO.-09 (Sl. No.-1) of EE/NHD-II, P.W.(Roads)Dte. Tender Id: 2026_WBPWD_5021036_1. Bid Submission start date & time (online): 01.09.2026 from 5.00 pm. Bid Submission end date & time (online): 05.10.2026 upto 12.00 hrs. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and tender Documents may be downloaded from http://wbtenders.gov.in Date: 29.09.2026, Sd/- (P. BHATTACHARJEE), Executive Engineer, Nadia Highway Divn. No. II, P.W.(Roads)Direct.
ICA-T18569(1)/2026

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে, সিনি. সিডিও, সাঁতরাগাছি দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে খড়্গপুর ডিভিসন, নিচে উল্লিখিত বিবরণ অনুযায়ী **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে একটি ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেন। যোগ্য দরদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তাঁরা নিচে উল্লিখিত বিবরণ অনুযায়ী শুধুমাত্র **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে অনলাইন-এ আবেদন করেন। কোনো অফলাইন দরপত্র গ্রহণ করা হবে না। বিস্তারিত তথ্যের জন্য 'ডকুমেন্ট' বিভাগে আপলোড করা টেন্ডার সংক্রান্ত নথিটি অনুগ্রহ করে পড়ে দেখুন। **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ সি-এসআরসি-এফই-ডিটি-৩০০৯২৬। কাজের নাম ঃ** "সাঁতরাগাছি থেকে পদ্মপুকুর কোচিং ডিপোর ট্রেনগুলিতে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র রক্ষণাবেক্ষণ"-এর কাজ, ৩ বছরের জন্য। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৬৯,৪১,৮৯৮.৯৫ টাকা (জিএসটি সহ)। **বায়নারাশি জমা ঃ** ১,৩৮,৮০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখঃ** ২৩.১০.২০২৬, ১১.৩০ ঘঃ। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ৫,০০০/- টাকা। (PR-828)

উত্তর মধ্য রেলওয়ে

নম্বর: JHS/W/T/Tender General/209 **তারিখ: ২৯.০৯.২০২৬**

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে উত্তর মধ্য রেলওয়ের ঝাঁসি বিভাগের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ওয়ার্কস) নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে (ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে) সিল-করা "উন্মুক্ত দরপত্র" (Open Tender) আহ্বান করছেন।

ই-টেন্ডার নম্বর: JHS-ENGG-E-2026-209; কাজের বিবরণ: ঝাঁসি বিভাগ - ADEN BNDA-এর অধীনে ইয়ার্ডের উন্নয়ন (Yard Improvement)।	
আনুমানিক মূল্য: ২,৮৮,৭৪,৮১৩.২৩ টাকা	**আমানত বা আর্নেস্ট মানি:** ৫,৭৭,৫০০.০০ টাকা
টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ সময়: ২৭.১০.২০২৬ তারিখ, ১৫:০০ ঘটিকা।	
কাজ সম্পন্ন করার সময়সীমা (গৃহীত হওয়ার চিঠি বা Acceptance Letter জারির তারিখ থেকে): ১২ মাস	

(১) ২৭.১০.২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘটিকা পর্যন্ত অনলাইনে টেন্ডার জমা দেওয়া যাবে। (২) বিস্তারিত তথ্য এবং বিড (bid) জমা দেওয়ার জন্য অনুগ্রহ করে ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখুন।
2221/26 (MG)
North central railways @CPRONCR www.ncr.indianrailways.gov.in

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No : 71/SE/C-III/R&B/KMDA of 2026-27 (2nd Call)

Online e-Tender is invited by the Superintending Engineer, Circle-III, R&B Sector, KMDA, Unnayan Bhavan, Block-D, 3rd Floor, Salt Lake, Kolkata-700091, from bonafide, reliable, experienced & resourceful firms/individuals contractors, for the work, **Sl. No., Name of Work, Value of the Work, Earnest Money, Time of Completion, (1)** Repair of road 65 to 72 SP Institute Lane and 73 to 84 SP Institute Lane Ward No- 10 in Baranagar Municipality under Pathasree Urban., **Tender Id: 2026_KMDA_5075790_1**, Rs.12,21,476/-, Rs.24,430/-, 30 days. **(2)** Repair of road 45 TO 54 sp Institute lane and 54/1 SP Institute Lane Ward No- 10 in Baranagar Municipality under Pathasree Urban, **Tender Id: 2026_KMDA_5075790_2**, Rs.9,70,754/-, Rs.19,415/-, 30 days. **(3)** Repair of road 23 to 37 BP Mitra Road 52/3 Deshbandhu Road (E) AND 33, TO 35B P Mitra road Ward No- 10 in Baranagar Municipality under Pathasree Urban., **Tender Id: 2026_KMDA_5075790_3**, Rs.34,68,126/-, Rs.69,363/-, 30 days. **(4)** Repair of road 91 to 95 Rajkumar Mukherjee road Ward No- 10 in Baranagar Municipality under Pathasree Urban, **Tender Id: 2026_KMDA_5075790_4**, Rs.3,74,335/-, Rs.7,487/-, 30 days. **(5)** Repair and renovation work from 31 to 41 no Bholanath Nath Street 0n Ward No 32 under Baranagar Municipality area., **Tender Id: 2026_KMDA_5075790_5**, Rs.6,42,243/-, Rs.12,845/-, 30 days. **(6)** Repair and renovation work for entire SHIBCHANDRA SARBOBHUMO LANE 0n Ward No 32 under Baranagar Municipality area. **Tender Id: 2026_KMDA_5075790_6**, Rs.18,85,831/-, Rs.12,845/-, 30 days. **(7)** Repair and renovation work from 18 to 13/7 M.N.K Road (S) 0n Ward No 32 under Baranagar Municipality area, **Tender Id: 2026_KMDA_5075790_7**, Rs.13,54,771/-, Rs.27,095/-, 30 days. **(8)** Repair and renovation work for AMBIKA CHARAN MUKHERJEE ROAD on Ward No 32 under Baranagar Municipality area. **Tender Id: 2026_KMDA_5075790_8**, Rs.7,85,686/-, Rs.15,714/-, 30 days. **(9)** Repair and renovation work Atul Krishna Banerjee Lane 0n Ward No 32 under Baranagar Municipality area, **Tender Id: 2026_KMDA_5075790_9**, Rs.19,63,838/-, Rs.39,277/-, 30 days. **(10)** Repair and renovation work from Abhijan Sangha Club to Bonorini market Ward No 15 under Baranagar Municipality area., **Tender Id: 2026_KMDA_5075790_10**, Rs.65,75,562/-, Rs.1,31,511/-, 30 days. **(11)** Repair and renovation work for entire A Block Ward No 15 under Baranagar Municipality area., **Tender Id: 2026_KMDA_5075790_11**, Rs.32,06,326/-, Rs.64,127/-, 30 days. **(12)** Repair and renovation work for entire F Block Ward No 15 under Baranagar Municipality area., **Tender Id: 2026_KMDA_5075790_12**, Rs.13,92,276/-, Rs.27,846/-, 30 days. **(13)** Repair of road Main road plot no 49 new Noapara 1 to Plot no 50/1 Sarada Pally ward no - 18 in Baranagar Municipality under Pathasree Urban., **Tender Id: 2026_KMDA_5075790_13**, Rs.10,18,622/-, Rs.20,372/-, 30 days. **(14)** Repair of road 8 Nrisinghanagar to 59 Bireswarnagar and Bylane ward no - 18 in Baranagar Municipality under Pathasree Urban, **Tender Id: 2026_KMDA_5075790_14**, Rs.5,55,266/-, Rs.11,105/-, 30 days. **(15)** Repair of road 69/13/2 to 69/13/8 A K Mukherjee road ward no - 18 in Baranagar Municipality under Pathasree Urban, **Tender Id: 2026_KMDA_5075790_15**, Rs.10,21,198/-, Rs.20,424/-, 30 days. **(16)** Repair of road Monoranjab B Plot 43 to Bireswar Nagar ward no - 18 in Baranagar Municipality under Pathasree Urban, **Tender Id: 2026_KMDA_5075790_16**, Rs.9,68,247/-, Rs.19,365/-, 30 days. **(17)** Repair of road Metropally plot no 49/A/45 TO 49/a/42 A K Mukherjee road ward no - 18 in Baranagar Municipality under Pathasree Urban, **Tender Id: 2026_KMDA_5075790_17**, Rs.9,73,059/-, Rs.19,461/-, 30 days. **(18)** Repair of road Nrisinghanagar B Plot no14 to 18 ward no - 18 in Baranagar Municipality under Pathasree Urban. **Tender Id: 2026_KMDA_5075790_18**, Rs.11,86,898/-, Rs.23,738/-, 30 days. **(19)** Repair of road Nrisingha Nagar Plot no 120 to plot no 91 ward no - 18 in Baranagar Municipality under Pathasree Urban, **Tender Id: 2026_KMDA_5075790_19**, Rs.17,73,197/-, Rs.35,464/-, 30 days. **(20)** Repair of roads Plot no 2G S II GOV SCH to Plot no 80 GSII ward no-18 in Baranagar Municipality under Pathasree Urban., **Tender Id: 2026_KMDA_5075790_20**, Rs.27,71,997/-, Rs.55,440/-, 30 days. **(21)** Repair of road New Noapara 2 Plot no 66 to Main road ward no-18 in Baranagar Municipality under Pathasree Urban, **Tender Id: 2026_KMDA_5075790_21**, Rs.19,46,352/-, Rs.38,927/-, 30 days. **(22)** Repair of road Main road Agnisikha club to Bireswarnagar ward no-18 in Baranagar Municipality under Pathasree Urban, **Tender Id: 2026_KMDA_5075790_22**, Rs.9,87,572/-, Rs.19,751/-, 30 days. **(23)** Repair of roads 69/1 A K Mukherjee road to 1 Narayan Pally ward no-18 in Baranagar Municipality under Pathasree Urban., **Tender Id: 2026_KMDA_5075790_23**, Rs.25,22,252/-, Rs.50,445/-, 30 days. **Last date & time of Online Bid submission:** 06/10/2026, Time: 14.00 hrs. for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-590)**
www.kmda.wb.gov.in www.tenders.wb.gov.in
ICA-T18582(3)/2026

জেন জি র‍্যালি

বন্দে মাতরম্‌ গীতের সার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপন ও বাংলার মাটিতে ভারতমাতা ও স্বামী বিবেকানন্দের অবমাননার প্রতিবাদে বুধবার কলকাতায় হল জেন জি র‍্যালি। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ আয়োজিত মিছিলে বহু ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ মানুষ অংশ নেন। বিবেকানন্দের পৈতৃক বাড়ি থেকে কলেজ স্ট্রিট পর্যন্ত এই মিছিল হয়। মিছিলের সামনে ভারতমাতা ও স্বামী বিবেকানন্দের ছবি রাখা ছিল। মিছিলে ছিলেন ন্যাশনাল মেডিকোজ অর্গানাইজেশনের বিদ্যার্থী প্রমুখ ডাঃ অঙ্কন সরকার–সহ বিশিষ্টরা।

গ্রেপ্তার মানিক ফকির

লেখক ও নাট্যকর্মী মানিক ফকিরকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বুধবার চণ্ডীপুর থানার পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। ইউটিউবে বিদ্বেষমূলক মন্তব্য করার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। এই মর্মে দায়েরকৃত একটি অভিযোগের ভিত্তিতে এদিন তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তমলুক আদালতে তোলা হলে ধৃতের পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজত হয়।

নদীর চর ছেয়েছে কাশফুলে। নদিয়ায়, বুধবার। ছবি: পিটিআই

ভারত সংস্কৃতি উৎসব

শাস্ত্রীয় সঙ্গীত–নৃত্যের সঙ্গে ফোক ব্যান্ড, আধুনিক গান, শিবমণির তালবাদ্য। ২ অক্টোবর থেকে ৪ অক্টোবর কলকাতায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজক হিন্দুস্থান আর্ট অ্যান্ড মিউজিক সোসাইটির তরফে পণ্ডিত প্রসেনজিৎ পোদ্দার মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে ‘ভারত সংস্কৃতি উৎসব’–এর খবর দিয়ে বলেন, আমরা প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের পাশাপাশি নবীন প্রতিভাদেরও সুযোগ দিয়ে থাকি। জানা গেল, সহ–আয়োজক সাউথ সিটি ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের ৬০ জন ছাত্রছাত্রী–সহ অনেক তরুণ শিল্পী অংশ নেবেন। বিশিষ্ট কত্থকশিল্পী বিদুষী মধুমিতা রায় মনে করেন, ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার এই মেলবন্ধন তরুণ প্রজন্মকে আকৃষ্ট করবে। পণ্ডিত বিক্রম ঘোষ অনুষ্ঠানের গুরুত্ব তুলে ধরেন। অনুষ্ঠান আলোকিত করবেন পরবীন সুলতানা, বিশ্বমোহন ভাট, অনুপ জালোটা, পণ্ডিত গোবিন্দ বোস, পণ্ডিত তরুণ ভট্টাচার্য, এল শঙ্কর, গুরু মধুমিতা রায়, পণ্ডিত বিক্রম ঘোষ, গুরু প্রীতি প্যাটেল, জয়া শীল ঘোষ প্রমুখ।

৫ রাজ্যে শুরু হচ্ছে লোকসংস্কৃতি উৎসব

আজকালের প্রতিবেদন

দেশের বিভিন্ন রাজ্যের গ্রামীণ শিল্প, সংস্কৃতি ও লোক ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করতে সেই অঞ্চলের স্থানীয় শিল্পীদের তৈরি সম্ভার নিয়ে জীবিকার পথ খুঁজে দিতেই নেওয়া হয়েছে উদ্যোগ। পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি দেশের আরও কয়েকটি রাজ্যের শিল্পীদের নিয়ে বাংলা নাটক ডটকম সংস্থার উদ্যোগে প্রতি বছর লোক উৎসবের আয়োজন হয়।

এবারও লোক–উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। চলতি মাস থেকে নভেম্বর পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশার কোরাপুট, মহারাষ্ট্রের নাসিক, জওহর, দিল্লি, ঝাড়খণ্ড,

বারিপদার বেলগাডিয়ায় অনুষ্ঠিত হবে এই উৎসব।

লোক–উৎসবের বিষয়ে বাংলা নাটক ডটকম কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, ‘২–৪ অক্টোবর এবং ৯–১১ অক্টোবর অনুষ্ঠান হবে। ওড়িশার কোরাপুট, মহারাষ্ট্রের নাসিক ও জওহরে হবে ২–৪ অক্টোবর এবং দিল্লির ইন্ডিয়া হ্যাবিট্যাট সেন্টারে অনুষ্ঠান হবে ১৫ থেকে ১৬ অক্টোবর, ঝাড়খণ্ডে উৎসব হবে ৩০ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বর, ২০ থেকে ২২ নভেম্বর। অন্যদিকে, বননবগ্রামের বাউল আশ্রমে হবে বার্ষিক বাউল মেলা, বারিপদার বেলগাডিয়া প্যালেসে ময়ূরভঞ্জ উৎসব হবে ২৭–২৯ নভেম্বর।’ সংস্থা সূত্রে জানা গেছে, ‘আগ্রহী পর্যটকরা এই সব জায়গায় ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন। এই বিষয়ে আমরাই প্রয়োজনীয় সহায়তা করব। ভ্রমণের পাশাপাশি দেশের ঐতিহ্যপূর্ণ নানা লোকশিল্প, লোকগীতি দেখার অভিজ্ঞতা হবে।’

NOTICE
E. C. (COM) No. 343 of 2026
IN THE HIGH COURT AT CALCUTTA
COMMERCIAL DIVISION
ORIGINAL SIDE

Anil Agarwal -Decree Holder
- Versus -
Uttam Chatterjee -Judgement Debtor

The aforesaid application has been filed by the Decree Holder before the Hon'ble High Court at Calcutta.

By the Orders dated 10th June, 2026 and 4th August, 2026, the Hon'ble High Court was pleased to direct Uttam Chatterjee not to operate the Bank Account No.0589050003230 in the name of U. K. Traders, Punjab National Bank, High Court Branch, Kolkata and Bank Accounts in connection and related to Permanent Account No. AHFPC8568H without setting apart the principal decretal due of Rs.55,29,000/-until disposal of the aforesaid execution proceedings.

The aforesaid matter shall appear under the heading "New Chamber Application" for further consideration on December 17, 2026 in the Cause List of the Hon'ble Judge taking aforesaid matters.

Sd/-
Mr. Anil Choudhury,
Advocate for the Decree Holder
C/o. Choudhury & Co., Advocates,
10, Old Post Office Street,
Ground Floor, Room No. 12,
Kolkata - 700001
Mobile: 9830091874
Email: anil.adv@gmail.com

NOTICE
E. C. (COM) No. 341 of 2026
IN THE HIGH COURT AT CALCUTTA
COMMERCIAL DIVISION
ORIGINAL SIDE

Dewesh Auto Creative Services Private Limited - Decree Holder
-Versus-
Uttam Chatterjee - Judgement Debtor

The aforesaid application has been filed by the Decree Holder before the Hon'ble High Court at Calcutta.

By the Orders dated 10th June, 2026 and 4th August, 2026, the Hon'ble High Court was pleased to direct Uttam Chatterjee not to operate the Bank Account No.0589050003230 in the name of U. K. Traders, Punjab National Bank, High Court Branch, Kolkata and Bank Accounts in connection and related to Permanent Account No. AHFPC8568H without setting apart the principal decretal due of Rs.52,62,725/- until disposal of the aforesaid execution proceedings.

The aforesaid matter shall appear under the heading "New Chamber Application" for further consideration on December 17, 2026 in the Cause List of the Hon'ble Judge taking aforesaid matters.

Sd/-
Mr. Anil Choudhury,
Advocate for the Decree Holder
C/o. Choudhury & Co., Advocates,
10, Old Post Office Street,
Ground Floor, Room No. 12,
Kolkata - 700001
Mobile: 9830091874
Email: anil.adv@gmail.com

TATA
টাটা কনজিউমার প্রোডাক্টস লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: টাটা সেন্টার, ১ম তল, ৪৩, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর (CIN): L15491WB1962PLC031425
ই-মেল: investor.relations@tataconsumer.com; ওয়েবসাইট: www.tataconsumer.com

শেয়ারহোল্ডারদের জন্য বিজ্ঞপ্তি
ফিজিক্যাল শেয়ারের ট্রান্সফার এবং ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশনের জন্য বিশেষ উইন্ডো

০১.০৪.২০১৯ তারিখের সময়সীমার আগে জমা দেওয়া ফিজিক্যাল শেয়ারের ট্রান্সফারের অনুরোধগুলি, যা নথিতে ত্রুটির কারণে প্রত্যাখ্যাত/ফেরত দেওয়া হয়েছিল, সেগুলি পুনরায় জমা দেওয়ার সুবিধার্থে সেবি (SEBI) একটি বিশেষ উইন্ডো খোলার অনুমতি দিয়েছে। নতুন উইন্ডোটি ০৫.০২.২০২৬ থেকে ০৪.০২.২০২৭ তারিখ পর্যন্ত খোলা থাকবে। সমস্ত সিকিউরিটিজ এক বছরের লক-ইন সাপেক্ষে শুধুমাত্র ডিম্যাট ফর্মেই জমা করা হবে। এই লক-ইন চলাকালীন উক্ত সিকিউরিটিজগুলি ট্রান্সফার, লিয়েন-মার্ক বা বন্ধক রাখা যাবে না। [৩০.০১.২০২৬ তারিখের সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/৩৮/১৩/১১ (২) ২০২৬-MIRSD-POD/I/৩৭৫০/২০২৬]

এই উইন্ডোর প্রযোজ্যতা নীচের মাট্রিক্স অনুযায়ী এবং সেবি সার্কুলারে বর্ণিত শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে:

০১.০৪.২০১৯ তারিখের আগে ট্রান্সফারের জন্য জমাদান	শেয়ারহোল্ডারের কাছে মূল শেয়ার সার্টিফিকেটের প্রাপ্যতা	বর্তমান বিশেষ উইন্ডোতে জমা দেওয়ার যোগ্যতা
না, এটি একটি নতুন জমাদান	হ্যাঁ	হ্যাঁ,
হ্যাঁ, কিন্তু নথিতে ত্রুটির কারণে প্রত্যাখ্যাত/ফেরত দেওয়া হয়েছিল/বিবেচনা করা হয়নি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
হ্যাঁ, জমা দেওয়া হয়েছিল	না	না
না, জমা দেওয়া হয়নি	না	না

মূল বিবরণ:

পুনরায় জমা দেওয়ার উইন্ডো:	৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭	
ট্রান্সফারের অনুরোধগুলি কীভাবে পুনরায় জমা দেবেন?	রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট, এমইউএফজি ইন্টাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (পূর্বে লিঙ্ক ইন্টাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড নামে পরিচিত)-এর কাছে সংশোধিত বা অনুপস্থিত বিবরণ সহ অরিজিনাল ট্রান্সফারের নথি জমা দিন।	
	পোস্টাল ঠিকানা:	এমইউএফজি ইন্টাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড ইউনিট: টাটা কনজিউমার প্রোডাক্টস লিমিটেড সি ১০১, এম্বাসি ২৪৭, এল. বি. এস. মার্গ, ভিখরোলি (পশ্চিম), মুম্বই ৪০০০৮৩
	হেল্পলাইন নং:	+৯১ ৮১০৮১ ১৮৪৮৪
	যেকোনও জিজ্ঞাসার জন্য:	https://web.in.mpms.mufg.com/helpdesk/Service_Request.html-এ একটি অনুরোধ জানান অথবা investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com বা investor.relations@tataconsumer.com-এ একটি ই-মেল পাঠান।

ট্রান্সফারের জন্য পুনরায় জমা দেওয়া শেয়ারগুলি শুধুমাত্র ডিম্যাট আকারেই ইস্যু করা হবে।

টাটা কনজিউমার প্রোডাক্টস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
দেলনাজ দারা হারদা
কোম্পানি সেক্রেটারি
এসিএস ৭৩৭০৪
স্থান: মুম্বই
তারিখ: ৩০.০৯.২০২৬

pnb Housing Finance Limited Ghar Ki Baat

পরিশিষ্ট–IV–A — স্থাবর সম্পত্তি(সমূহ) ই–নিলাম বিক্রির বিজ্ঞপ্তি
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রির বিজ্ঞপ্তি
রেজিস্টার্ড অফিস: ফ্লোর নং ৯, অন্তরীক্ষ ভবন, ২২, কস্তুরবা গান্ধী মার্গ, নতুন দিল্লি–১১০০০১। ফোন: ০১১–২৩৩৫৭১৭১, ২৩৩৫৭১৭২, ২৩৭০৫৪১৪, ওয়েবসাইট: www.pnbhousing.com

শাখা অফিস : ফ্লোর নং ৫, সাউথ ব্লক, প্রেমিসেস নং ৭, কিড স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০১৬

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ–সহ বিশেষত নীচের টেবিলে কলাম নং ‘A’–তে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর প্রতি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, মেসার্স পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড/সুরক্ষিত ঋণদাতা–এর অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা নীচের টেবিলে কলাম নং ‘D’–তে বর্ণিত সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গঠনমূলক/ বাস্তবিক দখল (কলাম নং ‘C’–তে উল্লেখমতো) নেওয়া ও সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তিগুলি নীচে উল্লিখিত বিশদ তথ্য অনুযায়ী ‘যেখানে আছে, যেমন আছে, যা কিছু আছে’ ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে কলাম নং ‘A’ তে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ বা বন্ধকদাতাগণের (প্রয়াত হলে) আইনি উত্তরাধিকারীগণ (জ্ঞাত বা অজ্ঞাত), এগজিকিউটর(গণ), অ্যাডমিনিস্ট্রেটর(গণ), সাক্সেসর(গণ), অ্যাসাইনি(গণ) (প্রযোজ্যমতো)–এর প্রতি হাল তারিখ পর্যন্ত সংশোধনী–সহ পঠনীয় সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬) ও ৯–এর সংস্থানাধীনে এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তিটি জারি করা হচ্ছে। বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক মেসার্স পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড/ সুরক্ষিত ঋণদাতার এই ওয়েবসাইট দেখুন: www.pnbhousing.com.

লোন নম্বর/ ঋণগ্রহীতা/ সহ–ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার(গণ)/ আইনি উত্তরাধিকারীগণের নাম (A)	দাবিকৃত অর্থাঙ্ক ও তারিখ (B)	দখলের প্রকৃতি (C)	বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ (D)	সংরক্ষণ মূল্য (আরপি) (E)	ইএমডি (আরপি–র ১০%) (F)	ডাক জমার শেষ তারিখ (G)	ডাক বাড়ানোর হার (H)	পরিদর্শনের তারিখ ও সময় (I)	নিলামের তারিখ ও সময় (J)	জ্ঞাত দায়/ বিচারাধীন মামলা (যদি থাকে) (K)
NHL/SKOL/0118/477238, NHL/KOL/0117/347232 শ্রী ভেঙ্কটেশ্বরা রিয়েলকন প্রাইভেট লিমিটেড/ মেসার্স শ্রী ভেঙ্কটেশ্বরা রিয়েলকন প্রাইভেট লিমিটেড এর ডিরেক্টরের মাধ্যমে: মিঃ সুদর্শন বাগড়ি/ মেসার্স ট্রান্সটেক সলিউশনস প্রাঃ লিঃ, এর ডিরেক্টরগণের মাধ্যমে: মিঃ সুদর্শন বাগড়ি/ মিঃ সুদর্শন বাগড়ি/ মিঃ অংশুমান বাগড়ি/ ও জামিনদার রূপে মিঃ সুদর্শন বাগড়ি শাখা অফিস: সাউথ কলকাতা	₹ ৩,০৯,৬৫,৬৩৬.৯৭ ০৯.০৭.২০২১ অনুযায়ী বকেয়া ও প্রদেয়	বাস্তবিক	নিম্নোক্ত জমি বা এর অংশবিশেষের ওপর ইটনির্মিত বহুতল বিল্ডিংয়ের সম্পূর্ণ ফার্স্ট ফ্লোর জুড়ে থাকা সামান্য কমবেশি ৩৩০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়াযুক্ত ফ্ল্যাট এবং অপর সকল কাঠামো, অংশ, বিভাগ, সুবিধা, ইউটিলিটি ইত্যাদির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার অবস্থান: প্রেমিসেস নং ১, অ্যালেনবি রোড, বিল্ডিংয়ের নিম্নস্থিত জমির পরিমাপ সামান্য কমবেশি ৬ কাঠা, থানা– ভবানীপুর, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ৭০ নং ওয়ার্ডের এলাকাধীন, কলকাতা– ৭০০০২০। চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– ৪০, এলগিন রোড; পূর্ব– ৩ ও ৩/১, রে স্ট্রিট; দক্ষিণ– কারনানি ম্যানসন, ৩, অ্যালেনবি রোড; পশ্চিম– অ্যালেনবি রোড নামে পরিচিত সরকারি রাস্তা।	₹ ৩,৪৯,৬৮,০০০.০০	₹ ৩৪,৯৬,৮০০.০০	২৩.১০.২০২৬	₹ ২০০০০০	১৫.১০.২০২৬ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট	২৪.১০.২০২৬ দুপুর ২টো থেকে দুপুর ৩টে	(১) শ্রী ভেঙ্কটেশ্বরা রিয়েলকন প্রাঃ লিঃ বনাম পিএনবি এইচএফএল, এসএ ১৩৯/২০২২, ডিআরটি–III; (২) মহঃ আরিফ আয়াজ আনসারি বনাম শ্রী ভেঙ্কটেশ্বরা রিয়েলকন প্রাঃ লিঃ, টিএস ১৯৭৬/২০২৩, ৪র্থ সিভিল জজ জুনিয়র ডিভিশন, আলিপুর; (৩) উষা বাগড়ি বনাম পিএনবি এইচএফএল, এসএ ৫৮৮/২০২৪, ডিআরটি–III

* তৎসহ পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত এবং/বা পরবর্তীতে আদায়ীকৃত অর্থাঙ্ক বাদে বার্ষিক ১৮% হারে প্রযোজ্যমতো সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল, চার্জ ইত্যাদি। ** পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড–এর অনুমোদিত আধিকারিকের সেরা জ্ঞান ও তথ্যানুসারে উপরিলিখিত স্থাবর/ সুরক্ষিত পরিসম্পদের ওপর অন্য কোনও দায়/ দাবি বকেয়া নেই (কলাম নং ‘K’–তে উল্লিখিত বাদে)। পরবর্তী যাবতীয় দায় সফল ক্রেতা/ডাকদাতাকেই আদায় দিতে হবে। উল্লিখিত দায়গুলির পরিস্থিতি স্বাধীনভাবে যাচাই করে নেওয়ার জন্য সম্ভাব্য ক্রেতা(গণ)/ ডাকদাতাদের প্রতি অনুরোধ জানানো হচ্ছে।
[১] আজকের তারিখ পর্যন্ত উপরিলিখিত স্থাবর সম্পত্তি/ সুরক্ষিত পরিসম্পদ বিক্রি, দায় ঝেড়ে ফেলা ও/বা হস্তান্তর করায় পিএনবি এইচএফএল/ পিএনবি এইচএফএল–এর অনুমোদিত আধিকারিকের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করে কোনও আদেশ/ আদালতের স্থিতাবস্থা জারির নির্দেশ নেই। [২] নিজেদের দরপত্র/ বিড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম জমা দেওয়া বা দরপ্রস্তাব(সমূহ) পেশের আগে সম্ভাব্য ক্রেতা/ ডাকদাতা এবং আগ্রহী পক্ষগণ ওপরের টেবিলে কলাম নং ‘K’–তে উল্লিখিত মামলা/ জারিকৃত আদেশের প্রেক্ষিতে শুনানি স্বাধীনভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন এবং এগুলি বাদেও তাঁরা পিএনবি এইচএফএল–এর জিম্মায় থাকা সম্পত্তির নথিপত্র ও স্বত্ব যাচাই করে নিজেরা নিঃসন্দেহ হয়ে নিতে পারেন। বিড ফর্মের পাশাপাশি ডাকদাতা(গণ)–কে এই নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলিতেও স্বাক্ষর করতে হবে। [৩] অনুগ্রহপূর্বক খেয়াল রাখবেন যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৯(৩)–এর শর্তানুসারে ডাকদাতা(গণ)/ ক্রেতা নিলামের দিনেই বা সর্বাধিক পরবর্তী কাজের দিনের মধ্যে বিক্রয়মূল্যের ২৫% অর্থাঙ্ক (জমাকৃত ইএমডি ধরে, যদি থাকে) আদায় দিতে বাধ্য। সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৯(২) অনুযায়ী সুরক্ষিত ঋণদাতা বিক্রয়মূল্যের ২৫% অর্থাঙ্ক বুঝে পাওয়ার পরে সফল ক্রেতার/ ডাকদাতার অনুকূলে বিক্রয় চূড়ান্ত করা হতে পারে। ক্রেতাকে বিক্রয়মূল্যের বাকি ৭৫% অর্থাঙ্ক আদায় দিতে হবে বিক্রি নিষ্পত্তির চিঠি প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে এবং এরূপে অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হলে সম্পত্তি/ সুরক্ষিত পরিসম্পদ পুনরায় বিক্রি করা হবে। [৪] ই–নিলামের মাধ্যমে বিক্রি পরিচালনায় অনুমোদিত আধিকারিকের সহায়তায় থাকবে মেসার্স সি১ ইন্ডিয়া প্রাঃ লিঃ, কর্পোরেট অফিসের ঠিকানা: প্লট নং ৬৮, ফ্লোর নং ৩, সেক্টর ৪৪, গুড়গাঁও, হরিয়ানা– ১২২০০৩, ওয়েবসাইট: www.bankeauctions.com। সম্পত্তি পরিদর্শন বা বিড ডকুমেন্ট সংগ্রহ সংক্রান্ত কোনও সহায়তার প্রয়োজনে এবং রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কিত কোনও প্রশ্নের ব্যাখ্যা পেতে আপনারা এখানে যোগাযোগ করতে পারেন: পিএনবিএইচএফএল–এর অনুমোদিত ব্যক্তি মিঃ ইন্দ্র সেন যাদব, প্রিয়ঙ্ক সিনহা, টোল ফ্রি নম্বর: ১৮০০ ১২০ ৮৮০০ , ই–মেল: auction@pnbhousing.com অথবা www.pnbhousing.com দেখতে পারেন।
স্থান: সাউথ কলকাতা; তারিখ: ৩০.০৯.২০২৬
স্বাঃ– অনুমোদিত আধিকারিক, মেসার্স পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড

Bandhan Bank
বন্ধন ব্যাঙ্ক লিমিটেড
সিআইএন: L67190WB2014PLC204622;
নিবন্ধিত অফিস: ডিএন 32, সেক্টর V, সল্টলেক, কলকাতা - 700091;
প্রধান অফিস: 12তম থেকে 14তম তল, অ্যাডভান্টেজ ইনফিনিটি@5, বিএন 5, সেক্টর V, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-700 091; ফোন: 91-33-6609 0909;
ই-মেল: investors@bandhanbank.com; ওয়েবসাইট: www.bandhan.bank.in

শেয়ারহোল্ডারদের জন্য বিজ্ঞপ্তি
"বন্ধন ব্যাঙ্কের ফিজিক্যাল শেয়ার হস্তান্তর এবং ডিমেটেরিয়ালাইজেশনের জন্য বিশেষ উইন্ডো"

সেবি জানুয়ারী 30, 2026 তারিখের সার্কুলার নং. HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026–এর মাধ্যমে, 'ইজ অফ ডুয়িং ইনভেস্টমেন্ট - স্পেশাল উইন্ডো ফর ট্রান্সফার অ্যান্ড ডিমেটেরিয়ালাইজেশন অফ ফিজিক্যাল সিকিউরিটিজ' শীর্ষক সার্কুলারে অবগত করেছে যে, ফিজিক্যাল সিকিউরিটিজের হস্তান্তর এবং ডিমেটেরিয়ালাইজেশনের সুবিধার্থে একটি বিশেষ উইন্ডো ফেব্রুয়ারী 05, 2026 থেকে ফেব্রুয়ারী, 04, 2027 তারিখ পর্যন্ত এক বছরের জন্য উন্মুক্ত থাকবে, এই বিশেষ সুযোগের মাধ্যমে এপ্রিল 01, 2019 তারিখের পূর্বে বিক্রয় / ক্রয় করা ফিজিক্যাল সিকিউরিটিজ হস্তান্তর এবং ডিমেটেরিয়ালাইজ করা যাবে। এই বিশেষ উইন্ডো–এর আওতায়, ফিজিক্যাল পদ্ধতিতে শেয়ার হস্তান্তরের সেই সমস্ত আবেদনও করা যাবে, যেগুলি পূর্বে দাখিল করা হলেও নথিপত্র / প্রক্রিয়াগত ত্রুটি বা অন্য কোনো কারণে প্রত্যাখ্যাত, ফেরত দেওয়া বা নিষ্পত্তিহীন অবস্থায় ছিল। এছাড়াও, এইভাবে হস্তান্তরিত সিকিউরিটিজ বাধ্যতামূলকভাবে কেবলমাত্র ডিম্যাট পদ্ধতিতে হস্তান্তরগ্রহীতার অ্যাকাউন্টে জমা হবে এবং হস্তান্তর নিবন্ধনের তারিখ থেকে এক বছরের জন্য লক-ইন–এর অধীনে থাকবে উক্ত লক-ইন সময়কালে এই ধরনের সিকিউরিটিজ হস্তান্তর / লিয়েন চিহ্নিত / বন্ধক করা যাবে না। আরও বিস্তারিত তথ্যসমূহের জন্য শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, তারা উপরোক্ত সেবি সার্কুলারটি দেখে নিন, উক্ত সার্কুলারটি ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট https://bandhan.bank.in/sebi-circular–এও উপলব্ধ।

যোগ্য শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, উপরোক্ত সেবি সার্কুলারে নির্ধারিত সম্পূর্ণ নথিপত্রসহ তাদের হস্তান্তরের আবেদনগুলি পুনরায় দাখিল করুন, এই আবেদনগুলি বিশেষ উইন্ডো চলাকালীন, অর্থাৎ ফেব্রুয়ারী 04, 2027 তারিখ পর্যন্ত, ব্যাঙ্ক / ব্যাঙ্কের রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট, অর্থাৎ কেফিন টেকনোলজিস লিমিটেড–এর কাছে নিম্নলিখিত ঠিকানাগুলিতে দাখিল করা যাবে:

কেফিন টেকনোলজিস লিমিটেড	বন্ধন ব্যাঙ্ক লিমিটেড
(ইউনিট: বন্ধন ব্যাঙ্ক লিমিটেড) ঠিকানা: সেলেনিয়াম বিল্ডিং, টাওয়ার-বি, প্লট নং. সমূহ 31 ও 32, ফিন্যান্সিয়াল ডিস্ট্রিক্ট, নানকরামগুড়া, সেরিলিঙ্গমপল্লী, হায়দ্রাবাদ, রঙ্গারেড্ডি, তেলেঙ্গানা, ভারত-500 032 টোল ফ্রি নং.: 1800 309 4001 ই-মেল আইডি: einward.ris@kfintech.com	কর্পোরেট সেক্রেটারিয়াল ডিপার্টমেন্ট প্রধান অফিস: 12তম থেকে 14তম তল, অ্যাডভান্টেজ ইনফিনিটি@5, বিএন 5, সেক্টর V, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-700 091, পশ্চিমবঙ্গ টেলি. নং.: 033-66090909 ই-মেল আইডি: investors@bandhanbank.com

বন্ধন ব্যাঙ্ক লিমিটেড
-এর পক্ষে এবং তরফে
স্বাক্ষরিত/-
ইন্দ্রনীল ব্যানার্জি
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লিয়েন্স অফিসার
(এফসিএস: 9917)
স্থান: কলকাতা
তারিখ: সেপ্টেম্বর 30, 2026

GRIHUM
গৃহম হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: ফ্লোর নং ৬, ‘বি’ বিল্ডিং, গঙ্গা ট্রুনো, লোহেগাঁও, পুনে, মহারাষ্ট্র–৪১১০১৪
পরিশিষ্ট–IV [রুল ৮(১) দ্রষ্টব্য]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, উপরিলিখিত কর্পোরেট/ রেজিস্টার্ড অফিস সংবলিত গৃহম হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড, (এখানে এর পরে ‘সুরক্ষিত ঋণদাতা’ হিসেবে উল্লিখিত)–এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৩–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (এখানে এর পরে ‘উক্ত অ্যাক্ট’ হিসেবে উল্লিখিত)–এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের প্রতি নীচে লেখা তারিখ সংবলিত দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক পরিশোধের জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ দাবিকৃত অর্থাঙ্ক পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতাগণ এবং জনসাধারণের প্রতি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল নং ৮–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) নং ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা এই সম্পত্তিগুলি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং এই সম্পত্তিগুলি নিয়ে যে–কোনও লেনদেন দাবিকৃত অর্থাঙ্ক ও এর ওপর সুদ সমেত সুরক্ষিত ঋণদাতার প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।
সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে প্রাপ্য সময়সীমা সম্পর্কিত বিষয়ে উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থানগুলির প্রতি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে। দখল নেওয়া সম্পত্তিগুলির বিশদ তথ্য নিম্নরূপ:

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম	সম্পত্তির বিবরণ	দখলের তারিখ	বিধিবদ্ধ দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ	দাবিকৃত অর্থাঙ্ক (₹)
১	সমর শিকারি, কাঞ্চন শিকারি, নিমাই শিকারি	উপরিস্থিত দোকানঘর সহ ১ ডেসিমেল বা ৯ ছটাক এবং ৩০.৬ বর্গফুটের সমতুল জমির প্লটের সমগ্র, অংশত এল আর দাগ নং ১০৮০/১৪২৪, আর এস খতিয়ান নং ৬২২, এল আর খতিয়ান নং ১৩৫১ ও ১৬৯৮, বর্তমান এল আর খতিয়ান নং ২৭৩৪ (পর্চা অনুসারে), জে এল নং ৮১, মৌজা ধোসা, থানা জয়নগর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ধোসা চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন। প্লটের চৌহদ্দি: পূর্ব–হাটের সড়কপথ; পশ্চিম–ফটিক সবঙ্কর; উত্তর–কালীপদ সাঁতরা; দক্ষিণ–হাটের সড়কপথ।	২৮.০৯.২০২৬	১১.০২.২০২৬	লোন অ্যাকাউন্ট নং: HF0011H21100013 ₹১৭,২৩,৬০৬/– (সতেরো লক্ষ তেইশ হাজার ছশো ছয় টাকা মাত্র), ১১.০২.২০২৬ অনুযায়ী প্রদেয়, তৎসহ পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত বার্ষিক ১৭.৮৫% হারে সুদ

স্থানীয় ভাষায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে ইংরেজি সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির বিষয়বস্তুতে কোনও ফারাক পরিলক্ষিত হলে, ইংরেজি ভাষায় ‘বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড’ সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির বিষয়বস্তু সঠিক হিসেবে গণ্য হবে।
তারিখ: ০১.১০.২০২৬, স্থান: পশ্চিমবঙ্গ
স্বাঃ– অনুমোদিত আধিকারিক, গৃহম হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড

कॆनरा बैंक Canara Bank
सिंडिकेट Syndicate
রিজিওনাল অফিস: কলকাতা–II
রিকভারি অ্যান্ড লিগ্যাল সেকশন
৬৫১, আনন্দপুর, মনোবিকাশ কেন্দ্রের কাছে,
ফ্লোর নং ২, কলকাতা–৭০০১০৭
৩০.১১.২০২৬ তারিখের ই–নিলাম

এতদ্দ্বারা এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর সংস্থান মোতাবেক দখল নেওয়া নিম্নবর্ণিত সম্পত্তিগুলি অনলাইন পদ্ধতিতে নিম্নোক্তমতো ই–নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে:
নিম্নলিখিত শর্ত ও নিয়মাবলি অনুসারে নিম্নলিখিত সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি ক্রয়ে আগ্রহী ক্রেতাদের থেকে দরপ্রস্তাব আমন্ত্রণ করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ক) সুরক্ষিত ঋণদাতার নাম ও ঠিকানা খ) ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	ক) দায় (তৎসহ বকেয়া সুদ) খ) ১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) ১৩(৪) ধারাধীনে দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ	সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	ক) সংরক্ষণ মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বাড়ানোর মূল্য ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি, ব্রাঞ্চ ও রিজিওনাল অফিস ঙ) ইএমডি জমার অ্যাকাউন্ট
১	ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, বারাসত–২ শাখা (১৯৭৫২) খ) মেসার্স অনীক ইলেকট্রিক প্রোপ্রাইটর: অনুপ চক্রবর্তী এন/১০২/১, কাজিপাড়া মেন রোড, ওয়ার্ড নং ১৫, বারাসত, পিন–৭০০১২৪ শ্রী অনুপ চক্রবর্তী পিতা– প্রয়াত গুরুদাস চক্রবর্তী ব্লক ‘বি’, বাণীকণ্ঠ নগর, কাজিপাড়া, বারাসত, পিন–৭০০১২৪ শ্রীমতী কঙ্কনা চক্রবর্তী স্বামী– শ্রী অনুপ চক্রবর্তী ব্লক ‘বি’, বাণীকণ্ঠ নগর, কাজিপাড়া, বারাসত, পিন–৭০০১২৪	ক) ₹৭,৭৯,৬৩০.৫৮ (সাত লক্ষ উনআশি হাজার ছশো তিরিশ টাকা আটান্ন পয়সা মাত্র), ৩০.০৪.২০২৩ অনুযায়ী, তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ ও মাশুল খ) ১৯.০৫.২০২৩ গ) ০১.০৮.২০২৩	শ্রী অনুপ চক্রবর্তী (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা)–এর স্বত্বাধীন সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ। ৪০০ বর্গফুট মাপের বাড়ি সমেত সামান্য কমবেশি ১.৫ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: দাগ নং ৪১৫, খতিয়ান নং ৪২৮, মৌজা– উত্তরহাট, জে এল নং ৭৮, রে সা নং ২৪৬, ওয়ার্ড নং ১৫, হোল্ডিং নং এন/১০২/১, কাজিপাড়া মেন রোড, বারাসত পুরসভার অন্তর্গত, থানা– বারাসত, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা। চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– তরুণ সাহা ও বরুণ চক্রবর্তী; দক্ষিণ– বরুণ চক্রবর্তী ও তরুণ চক্রবর্তী; পূর্ব– ৮ ফুট চওড়া রাস্তা; পশ্চিম– ৮ ফুট চওড়া রাস্তা এবং বরুণ চক্রবর্তী। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]	ক) ₹১৩,২০,০০০.০০ খ) ₹১,৩২,০০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০ ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: ব্রাঞ্চ–ইন–চার্জ, বারাসত–২ শাখা, মোবাইল: ৯৮৩০৫ ৪৮৬৭৩ / ৮৩৩৪৯ ৯১১০৪ ঙ) ইএমডি অর্থাঙ্ক বাবদ ₹১,৩২,০০০.০০ BAANKNET.COM পোর্টালে (https://baanknet.com/) উপলব্ধ ই–ওয়ালেটে যোগ করে জমা দিতে হবে
২	ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, মালতিপুর শাখা খ) বন্ধু কৃষি ভাণ্ডার প্রোপ্রাইটর: শওকত মণ্ডল গ্রাম– কেন্দুয়া, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, বসিরহাট, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭৪৩৪৪৫ শওকত মণ্ডল পিতা– প্রয়াত মাতব্বর আলি মণ্ডল গ্রাম– কেন্দুয়া, পোঃঅঃ– চৈতা, বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭৪৩৪৪৫	ক) ₹২৬,৪৫,৩১০.৪৬ (ছাব্বিশ লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার তিনশো দশ টাকা ছেচল্লিশ পয়সা মাত্র), ২৩.০২.২০২৬ অনুযায়ী, তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ ও মাশুল খ) ২৭.০২.২০২৬ গ) ০৭.০৫.২০২৬	শওকত মণ্ডল (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা)–এর স্বত্বাধীন সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ। সামান্য কমবেশি ৪ ডেসিমেল জমি নিয়ে গঠিত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: আর এস দাগ এবং এল আর দাগ নং ৩৭১ (১ ডেসিমেল) ও ৩৭৬ (৩ ডেসিমেল), এল আর খতিয়ান নং ৮৭৮, জে এল নং ৬৬, মৌজা– জগৎপুর, থানা– বসিরহাট, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, চৈতা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত, সম্পত্তির স্বত্বধারক শওকত মণ্ডল। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– আজিবর মণ্ডলের সম্পত্তি; দক্ষিণ– হাবিবর মণ্ডলের সম্পত্তি; পূর্ব– মাটির তৈরি ৫ ফুট চওড়া রাস্তা; পশ্চিম– খাল। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]	ক) ₹১৬,৪৫,০০০.০০ খ) ₹১,৬৪,৫০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০ ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: ব্রাঞ্চ–ইন–চার্জ, মালতিপুর শাখা, মোবাইল: ৬২৯২২ ৪২৮৪২ / ৮৩৩৪৯ ৯১১০৪ ঙ) ইএমডি অর্থাঙ্ক বাবদ ₹১,৬৪,৫০০.০০ BAANKNET.COM পোর্টালে (https://baanknet.com/) উপলব্ধ ই–ওয়ালেটে যোগ করে জমা দিতে হবে

ই–নিলামের তারিখ ও সময়: ৩০.১১.২০২৬, সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ১টা ৩০ মিনিট; ইএমডি জমার শেষ তারিখ: ২৭.১১.২০২৬, বিকেল ৫টা পর্যন্ত

–: শর্ত ও নিয়মাবলি :–
১. পরিসম্পদগুলি ‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যেভাবে আছে’ ও ‘যা কিছু আছে’ ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।
২. নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্যের কমে পরিসম্পদগুলি বিক্রি করা হবে না।
৩. কোনও সম্পত্তির ক্ষেত্রে মাত্র একজন বিডার হলে সেই বিডার/ ক্রেতাকে সংরক্ষিত মূল্যের এক ডাক ওপরে বিড করতে হবে।
৪. আমাদের সার্ভিস প্রোভাইডারের ওয়েবসাইট অর্থাৎ, BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) –এর মাধ্যমে কেবলমাত্র ‘অনলাইন ইলেকট্রনিক পদ্ধতি’তে নিলাম/ বিডিং আয়োজিত হবে।
৫. নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্যের ১০% হারে ইএমডি বাবদ অর্থাঙ্ক সরাসরি মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড [BAANKNET.COM (https://baanknet.com/)]–এর ই–ওয়ালেটে অথবা এখান থেকে চালান জেনারেট করে আরটিজিএস/ এনইএফটি–র মাধ্যমে উক্ত চালানে উল্লিখিত অ্যাকাউন্টে সর্বশেষ ২৭.১১.২০২৬, বিকেল ৫টার মধ্যে জমা দিতে হবে।
৬. সার্ভিস প্রোভাইডার মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড [BAANKNET.COM (https://baanknet.com/)]–এর সঙ্গে যোগাযোগ সম্পর্কিত তথ্য: ৭০৪৬৬ ১২৩৪৫ / ৬৩৫৪৯ ১০১৭২ / ৮২৯১২ ২০২২০ / ৯৮৯২২ ১৯৮৪৮ / ৮১৬০২ ০৫০৫১, ই–মেল আইডি: support.BAANKNET@psballiance.com।
৭. সংশ্লিষ্ট ব্রাঞ্চ আধিকারিকদের সঙ্গে আগাম যোগাযোগের পরে ২১.১১.২০২৬ থেকে ২৬.১১.২০২৬ তারিখের মধ্যে যে কোনও কাজের দিনে দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে পরিসম্পদগুলি পরিদর্শন করা যাবে।
৮. সফল ক্রেতা/সর্বাধিক বিডারকে বিক্রয়মূল্যের ২৫% অর্থাঙ্ক (ইতিমধ্যে প্রদত্ত ইএমডি অন্তর্ভুক্ত করে) তাঁকে সর্বাধিক দরদাতা/সফল ক্রেতা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে জমা দিতে হবে এবং বিক্রয়মূল্যের বাকি ৭৫% অর্থাঙ্ক জমা দিতে হবে বিক্রয় নিষ্পত্তির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে। ওপরে উল্লিখিত এই নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে সফল দরদাতা/ ক্রেতা পুরো বিক্রয়মূল্য আদায় দিতে ব্যর্থ হলে, তাঁর তরফে জমাকৃত যাবতীয় অর্থাঙ্ক বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৯. প্রযোজ্যমতো স্ট্যাম্প ডিউটি ও রেজিস্ট্রেশন চার্জ, যে কোনও প্রকার বিধিবদ্ধ বকেয়া/ দর/ কর/ রেজিস্ট্রেশন ফি/ বিবিধ খরচাপাতি/ সরকারি বকেয়া/ যে কোনও কর্তৃপক্ষের কাছে বকেয়া ইত্যাদি কেবলমাত্র সফল দরদাতা/ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।
১০. তাঁদের বকেয়া পুরোপুরি আদায় না দিলে ওপরে লেখা তারিখ, সময় ও স্থানে নিলাম বিক্রি আয়োজনের ব্যাপারে উপরোক্ত ঋণ সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারগণের প্রতিও এটি একটি বিজ্ঞপ্তি হিসেবে গণ্য হবে।
১১. এতদ্দ্বারা ওপরে লেখা ই–নিলামের নির্ধারিত তারিখের মধ্যে সর্বশেষ তারিখ পর্যন্ত সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচাপাতি সমেত বকেয়া অর্থাঙ্ক পুরোপুরি আদায় দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের প্রতি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে, যেমনটা করতে তাঁরা ব্যর্থ হলে ওপরে লেখা সম্পত্তিগুলি নিলাম/বিক্রি করা হবে এবং এর পরেও যদি কোনও অর্থাঙ্ক বকেয়া থাকে, তাহলে তা সুদ ও মাশুল সমেত তাঁদের থেকে আদায় করা হবে।
১২. কোনও কারণ না দেখিয়ে প্রাপ্ত যে কোনও বা সমস্ত প্রস্তাব/বিড গ্রহণ বা বাতিল করা বা এই বিক্রি বাতিলের অধিকার ব্যাঙ্কের থাকবে।
১৩. বিশদ তথ্য কানাড়া ব্যাঙ্কের এই ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে: www.canarabank.com।

তারিখ: ২৮.০৯.২০২৬
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত আধিকারিক
কানাড়া ব্যাঙ্ক

Chola Enter a better life
চোলামণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড
কর্পোরেট অফিস: ‘চোলা ক্রেস্ট’, সি৫৪ এবং ৫৫, সুপার বি ৪, থিরু ভি ক ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, গিণ্ডি, চেন্নাই–৬০০০৩২, টি.এন

ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি (কেবলমাত্র ই–বিডিংয়ের মাধ্যমে বিক্রয়)

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬) ও ৯(১)–এর অধীন জারি করা সুরক্ষিত স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত নীচের টেবিলে কলাম (A)–তে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদারগণের প্রতি এই নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ এবং নীচের টেবিলে কলাম (C)–তে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত ঋণদাতা রূপে চোলামণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড–এর অনুমোদিত আধিকারিক নীচের টেবিলে কলাম (D)–তে উল্লেখমতো দখল নিয়েছেন যেগুলি নীচে দেওয়া বিশদ তথ্য অনুসারে ‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যা কিছু আছে’ ও ‘যেভাবে আছে’ ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। এতদ্দ্বারা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬) অনুসারে জনসাধারণ এবং সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা(গণ)/ সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)–এর আইনি উত্তরাধিকারী, আইনি প্রতিনিধি (জ্ঞাত বা অজ্ঞাত), বলবৎকারী(গণ), প্রশাসক(গণ), উত্তরসূরী(গণ), ভারপ্রাপ্ত(গণ) (মৃত হওয়ায়)–এর [নীচের টেবিলে কলাম (A)–তে উল্লেখমতো] প্রতি এই নোটিস জারি করা হচ্ছে। বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক সুরক্ষিত ঋণদাতা রূপে চোলামণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড–এর ওয়েবসাইট অর্থাৎ, https://cholamandalam.com এবং www.auctionfocus.in দেখুন।

ক্রম নং	[A] লোন অ্যাকাউন্ট নং এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) / বন্ধকদাতা(গণ) / জামিনদার(গণ)–এর নাম	[B] পুনরুদ্ধারযোগ্য অনাদায়ী বকেয়া (সুরক্ষিত ঋণ)	[C] স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ / সুরক্ষিত পরিসম্পদ	[D] দখলের প্রকৃতি	[E] এবং [F] সংরক্ষণ মূল্য (₹) / বায়না অর্থাঙ্ক (₹)	[G] নিলামের তারিখ ও সময়
১.	লোন অ্যাকাউন্ট নং: LAP3DGP000085148 ১. মিঃ/মিসেস শেখ নাসির (ওরফে) শেখ জামসেদ নাসির ২. মিঃ/মিসেস শেখ বেগম ৩. মিঃ/মিসেস শেখ হক ক্রম নং ১, ২ ও ৩ এর ঠিকানা: কুমনা, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, তেঁতুলতলার নিকটে, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭২২২০৫, ক্রম নং ১, ২ ও ৩ এর ঠিকানা: প্লট নং ৫৫৬ ও ৫৫৭ (এল আর), ৩০৩ ও ৩০৪ (আরএস) মৌজা–কুমনা, পোঃ রল, ইন্দাস কুমনা, ইন্দাস বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭২২২০৫	২৭.০৩.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ₹২০,২৭,৭০৬/– (কুড়ি লক্ষ সাতাশ হাজার সাতশো ছয় টাকা মাত্র)	জে এল নং ৪, খতিয়ান নং ৯৬৮, প্লট নং ৫৫৬ ও ৫৫৭ (এলআর), ৩০৩ ও ৩০৪ (আরএস), মৌজা–কুমনা, পোঃ রল, থানা–ইন্দাস কুমনা, জেলা বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭২২২০৫। চৌহদ্দি: প্ল্যান/দলিল/লেআউট অনুসারে: পূর্ব: শেখ উজিরের সম্পত্তি; পশ্চিম: সইফুল সিদ্দিকির সম্পত্তি; দক্ষিণ: রাস্তা; উত্তর: ইমামুল হকের সম্পত্তি। মূল সাইট অনুসারে: পূর্ব: শেখ উজিরের সম্পত্তি; পশ্চিম: সইফুল সিদ্দিকির সম্পত্তি; দক্ষিণ: ৮ ফুট চওড়া রাস্তা; উত্তর: শেখ ইমামুলের ফাঁকা জমি।	গঠনমূলক দখল	₹৩২,৪২,৩৭০/– (বত্রিশ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার তিনশো সত্তর টাকা মাত্র) / ₹৩,২৪,২৩৭/– (তিন লক্ষ চব্বিশ হাজার দুশো সাঁইত্রিশ টাকা মাত্র)	০৪.১১.২০২৬ দুপুর ২টো থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত (টেন্ডার নথির শর্তানুযায়ী প্রতি ক্ষেত্রে ৫ মিনিটের স্বত্ব সম্প্রসারণে)
২.	লোন অ্যাকাউন্ট নং: HL21CDN000073232 ১. মিঃ/মিসেস ভবানী নস্কর ২. মিঃ/মিসেস সোমনাথ নস্কর ৩. মিঃ/মিসেস দেবেন নস্কর ক্রম নং ১, ২ ও ৩ এর ঠিকানা: পিতা দেবেন নস্কর, ২৪, বেলতলা রোড, ভিটিসি কালী, হাট, জেলা কলকাতা, রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড ৭০০০২৬, বেলতলা গার্লস হাইস্কুল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০০২৬। ক্রম নং ১, ২ ও ৩ এর ঠিকানা: সেকেন্ড ফ্লোর (উত্তর–পূর্ব–দক্ষিণ দিকে) আবাসিক ফ্ল্যাট, প্রেমিসেস নং ৭৮৭, সাউথ রায় নগর, মৌজা বাঁশদ্রোণী, জে এল নং ৪৫, আর এস নং ৩৮১, তৌজি নং ৬৩ ও ৬৪, আর এস খতিয়ান নং ৫৩০, আরএস ও এল আর দাগ নং ১৪৪০, পোঃ বাঁশদ্রোণী, থানা বাঁশদ্রোণী, কলকাতা পুরনিগমের ওয়ার্ড নং ১১২, পিন–৭০০০৭০।	৩০.০৫.২০২৬ অনুযায়ী ₹২০,০২,০৬৫/– (কুড়ি লক্ষ দুই হাজার পঁয়ষট্টি টাকা মাত্র)	কমবেশি ৩ কাঠা ও ২ ছটাক জমির প্লটের উপর নির্মিত বিল্ডিংয়ের সেকেন্ড ফ্লোরের উত্তর–পূর্ব–দক্ষিণ দিকে কমবেশি ৭৫০ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) মাপের ফ্ল্যাটের সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, অংশত প্রেমিসেস নং ৭৮৭, সাউথ রায় নগর, মৌজা বাঁশদ্রোণী, জে এল নং ৪৫, আর এস নং ৩৮১, তৌজি নং ৬৩ ও ৬৪, আর এস খতিয়ান নং ৫৩০, আর এস ও এল আর দাগ নং ১৪৪০, কলকাতা পুরনিগমের ওয়ার্ড নং ১১২, সূর্য জিম এর নিকটে, ৫৩০, বজবজ–১, পোঃ বাঁশদ্রোণী, থানা বাঁশদ্রোণী, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০০৭০। চৌহদ্দি: প্ল্যান/দলিল/লেআউট অনুসারে: পূর্ব–১৪৪০ দাগ, দেবলা রানি রায়; পশ্চিম–দাগ নং ১৪৪০; দক্ষিণ: ১২ ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ; উত্তর–অনিল সাহার প্লট।	গঠনমূলক দখল	₹৩০,০০,০০০/– (তিরিশ লক্ষ টাকা মাত্র) / ₹৩,০০,০০০/– (তিন লক্ষ টাকা মাত্র)	০৪.১১.২০২৬ দুপুর ২টো থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত (টেন্ডার নথির শর্তানুযায়ী প্রতি ক্ষেত্রে ৫ মিনিটের স্বত্ব সম্প্রসারণে)
	পরিদর্শনের তারিখ ও সময় : ০২.১১.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টা			বিড বাড়ানোর ন্যূনতম অর্থাঙ্ক: ₹১০,০০০/–		
	বিড/ ইএমডি/ অংশগ্রহণের চিঠি জমার শেষ তারিখ: ০৩.১১.২০২৬ বিকেল ৫টা পর্যন্ত					

*ওপরে উল্লিখিত অর্থাঙ্কের সঙ্গে ঋণচুক্তির শর্ত অনুসারে পরিশোধ ও/বা আদায়ের তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল, চার্জ ইত্যাদিও আদায় দিতে হবে।
সম্পত্তি পরিদর্শনের জন্য কোনও সহায়তার প্রয়োজন হলে বা বিড ডকুমেন্ট পেতে বা অন্য কোনও প্রশ্নের ব্যাখ্যা পেতে অনুগ্রহপূর্বক চোলামণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড–এর এই সকল আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন: ১. ইন্দ্রনীল মুখার্জি, মোবাইল নম্বর: ৯০৫১২৭২৭০০, ই–মেল: indranilm@chola.murugappa.com, ২. সন্দীপ কুমার মুখার্জি, মোবাইল নম্বর: ৭৫৮৬৯৯৩০৮২ এবং ই মেল: sandipkm@chola1.murugappa.com, ৩. সুজিত কুমার সিং, মোবাইল নম্বর: ৯৯০৩১১৪৩৪৪, ই–মেল: sujitkumarss@chola.murugappa.com, ৪. ইন্দ্রনীল মুখার্জি, মোবাইল নম্বর: ৯০৫১২৭২৭০০, ই–মেল: indranilm@chola.murugappa.com। চোলামণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেডএর অনুমোদিত আধিকারিকের সেরা জ্ঞান ও তথ্যানুসারে উপরোক্ত স্থাবর সম্পত্তি/ সুরক্ষিত পরিসম্পদের ওপর কোনও দায় বিদ্যমান নেই।

স্বা/–
অনুমোদিত আধিকারিক
চোলামণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেডের তরফে
তারিখ: ৩০.০৯.২০২৬
স্থান: বাঁকুড়া, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞপ্তি

• আমার মক্কেল সুজাতা হালদার, মৌজা– মালঞ্চ, JLনং-78, LRদাগ-593, LRখতিয়ান- 710, পাওয়ার দলিল নং -465/2011 সাল, গ্রহীতা- বিদ্যুৎ মোদক, জমির পরিমাণ 1 কাঠা 3 ছটাক, কেস নং MN-26979/26, কারোর আপত্তি থাকলে 30 দিনের মধ্যে Sonarpur BL &LRO অফিসে যোগাযোগ করুন।

RAJ DEY Advocate

• এতদ্বারা জানানো যাইতেছে আমার মক্কেল মানিকনগর মৌজায় ২৫৮, ২৫৯ দাগে ১৫৭১, ১৫৭২, ৪২১৪ খতিয়ানে রেকর্ড আছে ৬ শতক জমি। তাহার নিকট হইতে ২০.৮.২৫ সালে কানাই মণ্ডলকে গুমা অফিসে ৩৫০৫ নং আমমোক্তারনামা করিয়া দেন। তাহার বলে ২০২৬ সালে আশিষ রায় ও সবিতা রায়কে ২৯৩৬ দলিল করিয়া দেন। উক্ত ব্যক্তি রেকর্ড করালে কাহারও কোন আপত্তি থাকে তাহলে হাবড়া–২ BLRO অফিসে এক মাসের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন। **অনুমত্যানুসারে সুজাউদ্দিন মল্লিক, এ্যাডভোকেট বারাসাত জাজেস কোর্ট**

• এতদ্বারা জানানো যাইতেছে আমার মক্কেল বিড়া মৌজায় ৩০৮০ দাগে ২৪৬৯ খতিয়ানে ০১ শতক জমি রেকর্ড আছে। উক্ত ব্যক্তি ২০১৮ সালে গুমা অফিসে আনন্দ হালদারকে IV–১২৭ নং আমমোক্তার নামা করিয়া দেন। তাহার বলে শুভজিৎ কুমার হালদার ৩০৩৩ দলিল মূলে প্রাপ্ত হইয়া ২০২৬ সালে DSR-I অফিসে সুমন সরকারকে ৭৯৯৬ দলিল করিয়া দেন। উক্ত ব্যক্তি রেকর্ড করালে কাহারও কোন আপত্তি থাকে তাহলে হাবড়া–২ BLRO অফিসে এক মাসের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন। **অনুমত্যানুসারে সুজাউদ্দিন মল্লিক, এ্যাডভোকেট বারাসাত জাজেস কোর্ট**

• এতদ্বারা জানানো যাইতেছে আমার মক্কেল মানিকনগর মৌজায় ৪২৪৩ খতিয়ানে ০৩ শতক জমি রফিক মণ্ডল নামে রেকর্ড আছে। উক্ত ব্যক্তি ২০২১ সালে উত্তম মণ্ডলকে গুমা অফিসে IV-৮৭৮ আমমোক্তারনামা করিয়া দেন। তাহার বলে ২০২২ সালে মৌফুল বিশ্বাসকে ৩৭৫৯ দলিল করিয়া দেন। উক্ত ব্যক্তি রেকর্ড করালে কাহারও কোন আপত্তি থাকে তাহলে হাবড়া–২ BLRO অফিসে এক মাসের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন। **অনুমত্যানুসারে সুজাউদ্দিন মল্লিক, এ্যাডভোকেট বারাসাত জাজেস কোর্ট**

• এতদ্বারা জানানো যাইতেছে, আমার মক্কেল ন'পাড়া মৌজায় ১২২৪ দাগে ৩৪১ খতিয়ানে গোলাম রছুল মণ্ডল ও ৩৭১/১ খতিয়ানে ছবেদ আলি মণ্ডল নামে রেকর্ড আছে। উভয় একই ব্যক্তি। উক্ত ব্যক্তি মারা গেলে তাহার ওয়ারেশন গং সকলে ২০২১ সালে সহিদ মণ্ডল, আরিফুল মণ্ডল, সরিফুল মণ্ডলকে ২১৮২ দলিল করিয়া দেন। কাহারও কোন আপত্তি থাকলে এক মাসের মধ্যে হাবড়া–২ BLRO অফিসে যোগাযোগ করিবেন। **অনুমত্যানুসারে সুজাউদ্দিন মল্লিক, এ্যাডভোকেট বারাসাত জাজেস কোর্ট**

• এতদ্বারা জানানো যাইতেছে আমার মক্কেল গুমা মৌজায় ১৯৩৫ খতিয়ানে ৭৬০ দাগে ১৫ শতক জমি রমেশকুমার পোদ্দার নামে রেকর্ড আছে। উক্ত ব্যক্তি গুমা অফিসে ২০১৪ সালে আলাউদ্দিন মণ্ডল ও জুলফিকার মোল্লাকে ২৪৬ নং আমমোক্তার নামা করিয়া দেন। তাহার বলে ২০২৬ সালে শিল্পী হাজরাকে ২৫৬ দলিল করিয়া দেন। উক্ত ব্যক্তি রেকর্ড করালে কাহারও কোন আপত্তি থাকলে হাবড়া–২ BLRO অফিসে এক মাসের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন। **অনুমত্যানুসারে সুজাউদ্দিন মল্লিক, এ্যাডভোকেট বারাসাত জাজেস কোর্ট**

• এতদ্বারা জানানো যাইতেছে, মানিকনগর মৌজায় ৩২৮৫ খতিয়ানে ৪২৮ দাগে ১৩ শতক জমি জয়ন্ত বিশ্বাসের নামে রেকর্ড আছে। উক্ত ব্যক্তি তিনি গুমা অফিসে ২০১৯ সালে উত্তম মণ্ডলকে IV-২৭ নং আমমোক্তার নামা করিয়া দেন। তাহার বলে ২০১৯ সালে প্রভাষ কুমার মৃধাকে ১৫৩২ দলিল করিয়া দেন। উক্ত ব্যক্তি রেকর্ড করালে কোন আপত্তি থাকলে হাবড়া–২ BLRO অফিসে এক মাসের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন। **অনুমত্যানুসারে সুজাউদ্দিন মল্লিক, এ্যাডভোকেট বারাসাত জাজেস কোর্ট**

বিজ্ঞপ্তি

DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, KOLKATA UNIT-IV SEALDAH 1 BELIAGHATA MAIN ROAD, SEALDAH COURT, ROOM No- 302 and 309, KOLKATA-700014

LEGAL NOTICE

Whereas one ARNAB BHATTACHARYA OF 275, BOSEPUKUR, PURBAPARA ROAD, P.S. KASBA, KOLKATA -700107, has filed CONSUMER COMPLAIN being no.CC/207/2023 under section 35 of C.P. Act before the DCDRC, UNIT-IV against the O.P. 1, THE DIRECTOR, BOLT AUDIO having its office at B-67, Wazipur Industrial Area, P.S. Ashok Vihar, New Delhi-110052
2. DELHIVERY Shantipally, P.O. EKTP PLOT NO. 4, BLOCK BF, 1517, 1st FLOOR, Rajdanga Main Road, P.S.-Kasba, Kolkata -700107, West Bengal.
3. DELIVERY CENTRE BOLT AUDIO OF 34, Dharmatala Road, P.S. Kasba, Kolkata-700107, West Bengal
4. BUZZ RETAIL INDIA (P) Ltd. of Plot No. A 1 Haringhata Industrial Park, District-Nadia, P.S. Haringhata, West Bengal -741249.
The said Opposite Parties are hereby directed to appear in person or any duly authorized agent on 05/10/2026 at 11.30 A.M. and to show cause against the charge levelled, failing the matter will be heard exparte and appropriate order to passed.

By the order of REGISTRAR D.C.D.R.C. KOL Unit-IV W.B.

বিজ্ঞপ্তি

• এতদ্বারা জানানো যাইতেছে আমার মক্কেল বিড়া মৌজায় ৪৮৪ দাগে ০৫ শতক জমি ১৩০১ খতিয়ানে দুলাল চন্দ্র পালের নামে রেকর্ড আছে উক্ত ব্যক্তি তাহার ওয়ারেশনগণের মধ্যে তিনপুত্র ২০১৫ সালে গুমা অফিসে প্রদীপকুমার পালকে IV–১৭৩ নং আমমোক্তারনামা করিয়া দেন তাহার বলে আবু সিদ্দিক ৪০৩৭ দলিল মূলে প্রাপ্ত হইয়া ২০১৯ সালে টুম্পা দাসকে ৩২৬৮ দলিল করিয়া দেন। উক্ত ব্যক্তি রেকর্ড করালে কোন আপত্তি থাকিলে এক মাসের মধ্যে হাবড়া–২ BLRO অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

অনুমত্যানুসারে, সুজাউদ্দিন মল্লিক এ্যাডভোকেট, বারাসাত জাজেস কোর্ট

• এতদ্বারা জানানো যাইতেছে আমার মক্কেল গুমা মৌজায় ৪৭১ দাগে ৪৬১ খতিয়ানে ০৩ শতক জমি ছামেনা বিবির নামে রেকর্ড আছে। তিনি মারা গেলে তাহার তিন পুত্র, পাঁচ কন্যা, এক কন্যা বাদে সকলে ২০১৪ সালে বাবলু বিশ্বাসকে IV–১৯ নং আমমোক্তারনামা করিয়া দেন। এবং এক কন্যা আবেদা খাতুন ২০১৫ সালে আজগার মল্লিককে IV–৩০ নং আমমোক্তারনামা করিয়া দেন। তাহার বলে গুমা অফিসে ২০১৫ সালে নিলিমা হালদারকে ৭১০ দলিল করিয়া দেন। উক্ত ব্যক্তি রেকর্ড করালে কাহারও কোনও আপত্তি থাকলে হাবড়া–২ BLRO অফিসে এক মাসের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

অনুমত্যানুসারে সুজাউদ্দিন মল্লিক, এ্যাডভোকেট, বারাসাত জাজেস কোর্ট

• আমার মক্কেল মাধবী ঘোষ গত ইংরেজি ১৪.০৯.২০১১ তারিখে বারাসাত অফিসে 12217 নম্বর দলিল মূলে, শম্ভুনাথ মণ্ডল নিযুক্তীয় আমমোক্তার (নং ০০৩৭৪) কার্তিক ঘোষ–এর নিকট হইতে ৩ শতক জমি খরিদ করেন। মৌজা– দোহাড়িয়া, জে এল–৪৫, দাগ–৩৫০, খতিয়ান– L.R–৬০০, ৭৬২, ৭৯৫। MN/27772/26 নং কেস মূলে রেকর্ড করাতে চান। যদি আপত্তি থাকে, মধ্যমগ্রাম/ বারাসাত ২ নং অফিসে যোগাযোগ করুন।

পুলক সরকার এ্যাডভোকেট
District Judges Court, Barasat, Pulak Sarkar Advocate, District Judges Court, Barasat

চিকিৎসা সংক্রান্ত নথি নষ্ট করার বিজ্ঞপ্তি

বি. পি. পোদ্দার হাসপাতাল অ্যান্ড মেডিকেল রিসার্চ লিমিটেড-এর পক্ষ থেকে সর্বসাধারণকে জানানো হচ্ছে যে, ১৫ নভেম্বর ২০২৬ তারিখে; ০১ জানুয়ারি, ২০১৪ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত এই হাসপাতালে ভর্তি থাকার সময়ের সব নথিপত্র, সব রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার নথিপত্র এবং ২০১৯ এবং ২০২০ সালের বহির্বিভাগের প্রেসক্রিপশন, সব রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার নথিপত্র নষ্ট করে দেওয়া হবে। যদি আপনারা এই উল্লেখিত সময়ের কোনওরকম নথি নিতে ইচ্ছুক থাকেন তাহলে ০২ নভেম্বর ২০২৬ তারিখের মধ্যে হাসপাতালের মেডিকেল রেকর্ড বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

বি.পি. পোদ্দার হাসপাতাল অ্যান্ড মেডিকেল রিসার্চ লিমিটেড, ৭১/১, হুমায়ুন কবীর সরণি, নিউ আলিপুর, ব্লক-জি, কলকাতা-৫৩
যোগাযোগ - (০৩৩) ৪০২২-৬০০০

আমার মক্কেল **ইদ্রিশ আলি মণ্ডল**, পিতা-মৃত ফকির আলি মণ্ডল, সাং-খড়িবেড়িয়া, পোঃ-কামদুনি, থানা-রাজারহাট, কলকাতা-৭০০১৩৫, মৌজা-আন্দুলিয়া, জে.এল-১৭৯, দাগ নং-১৬, ১৭, ৩১, ১৩৬, ১৭৮, ১৯৬/৬৬৪। খতিয়ান-৬৮৫, ৭৯৬, ৭৯৭, ৫২৯/১, ৫৪৫, ৫৭৩, ৫৭৯, ৫৮৮, ৫৯১ এর মোট জমির পরিমাণ-১৮.৫৮ শতক। ০৯০৫/২০১৫ নং দলিলের শিপ্রা ঘোষ, তপতি ঘোষ উভয়ের পিতা-মৃত লক্ষণ চন্দ্র বাঙ্গাল ওরফে লক্ষণচন্দ্র ঘোষ। ০৯২৭/২০১৫ নং দলিলের অম্বুবরণ ঘোষ বাঙ্গাল, অজয় বরণ ঘোষ বাঙ্গাল, অভয় বরণ ঘোষ বাঙ্গাল, রিতা ঘোষ। উভয়ের পিতা-মৃত সুমনচন্দ্র বাঙ্গাল ওরফে সুমনচন্দ্র ঘোষ, তপন ঘোষ, পিতা-নিমাই ঘোষ। ০৯৬৭/২০১৫ নং দলিলের জামাল উদ্দিন মণ্ডল, পিতা-মৃত ইসাসউদ্দিন মণ্ডল। এই তিনটি দলিলের পক্ষে আমমোক্তার রাজেশ গুপ্তা, পিতা-বিশ্বনাথ গুপ্তা। এই তিনটি আমমোক্তার দলিল মূলে আমার মক্কেল ইদ্রিশ আলি মণ্ডল খরিদ করিতে ইচ্ছুক। কাহারো কোনরকম আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট 9838005245 এই নম্বরে যোগাযোগ করিবেন। **বিজয় দে, এ্যাডভোকেট, বারাসাত জাজেস কোর্ট।**

আমার মক্কেল **ইদ্রিশ আলি মণ্ডল**, পিতা-মৃত ফকির আলি মণ্ডল, সাং-খড়িবেড়িয়া, পোঃ-কামদুনি, থানা-রাজারহাট, কলকাতা-৭০০১৩৫, মৌজা-আন্দুলিয়া, [illegible] ... রাজেশ গুপ্তা ... আমার মক্কেল ইদ্রিশ আলি মণ্ডল খরিদ করিতে ইচ্ছুক। কাহারো কোনরকম আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট 9838005245 এই নম্বরে যোগাযোগ করিবেন। **বিজয় দে, এ্যাডভোকেট, বারাসাত জাজেস কোর্ট।**

বিজ্ঞপ্তি

• আমার মক্কেল সুবীর মজুমদার স্বামী দিলীপ, সাং-পাটাবুকা থানা-গাইঘাটা ছবি কুন্তুর নিযুক্ত আমমোক্তার সুবীর দেবের নিকটহইতে ADSR হাবড়া ১৫২/১৪ আমমোক্তারনামা মৌজা-জানাপুর JL-৭৭ দাগ-১০০৪ খতিয়ান-২৭৬৭ থেকে ২.৪৭৫শতক জমি ৩৮৯৭/১৫ দলিলেকিনে নামপত্তনের আবেদন করেন। এবিষয়ে কারোর আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তির ১মাসেরমধ্যে BL&LRO হাবড়া জানাতে পারেন অন্যথায় নিয়মানুসারে কার্য্যহইবে।

DEBRAJ DAS, Advocate

আমার মক্কেল [illegible] ... **পার্থ প্রতিম বিশ্বাস, এ্যাডভোকেট, জজ কোর্ট, বারাসাত, ব্লক সি, রুম নং ১৫।**

আমার মক্কেল **ইদ্রিশ আলি মণ্ডল**, পিতা-মৃত ফকির আলি মণ্ডল, সাং-খড়িবেড়িয়া, পোঃ-কামদুনি, থানা-রাজারহাট, কলকাতা-৭০০১৩৫, মৌজা-আন্দুলিয়া, [illegible] ... আমার মক্কেল ইদ্রিশ আলি মণ্ডল খরিদ করিতে ইচ্ছুক। নিযুক্ত আমমোক্তারের কোনরকম আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট 9838005245 এই নম্বরে যোগাযোগ করিবেন। **বিজয় দে, এ্যাডভোকেট, বারাসাত জাজেস কোর্ট।**

আমার মক্কেল **শ্রী চন্দন সরকার** পিতা শ্রী শংকর কুমার সরকার সাং-আপনপল্লী, পোঃ হৃদয়পুর, থানা-বারাসাত, কলি-১২৭ বিগত ইংরাজী ২০১৩ সালে থানা মধ্যমগ্রাম মৌজা-কোঁড়া, জে.এল-২৭ আর এস ২৫৩, এল আর ২০৬ নং খতিয়ানভুক্ত এল আর ৯০৩ দাগে মোট ১ কাঠা ২ ছটাকি ভূসম্পত্তি আমার মক্কেল ২৬৩৩/২০১৩ নং বারাসাত এ.ডি.এস. আর অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত দলিল মূলে সাং কোঁড়া পোঃ কোঁড়াচণ্ডিগড় মধ্যমগ্রাম, কলি-১৩০ নিবাসী রুপনা রায় সরকার স্বামী ব্রজগোপাল রায় সরকার এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার (আমমোক্তার দলিল নং ৪৮৯৫/২০১২ এ ডি এস আর বারাসাত) এর নিকট হইতে ক্রয় করে বারাসাত বি এল এন্ড এল আর ও - II অফিসে রেকর্ড এর জন্য আবেদন করেন। এ বিষয়ে কাহার কোন আপত্তি থাকিলে তা লিখিতভাবে উক্ত অফিসে জানাবেন। অন্যথায় কেসটি নিষ্পত্তি হয়ে যাবে।

শুভজিৎ কর, এ্যাডভোকেট, বারাসাত জাজেস কোর্ট

NOTICE

Notice hereby given to all concerned my Client Shatarupa Mukhopadhyay, W/O- Subhrasatta Basu, of Shubhonita Apartment, Flat No. 4B, 4th Fl., 181, N. N. Rd., P.O. Dum Dum, P.S. Dum Dum now Nagerbazar, Kol- 28, Dist. 24- Pgs (N), W.B., India sworn a 1st Class Judicial Magistrate Affidavit at Alipore vide No. 22306 dt. 17/09/2026 for correction of her name as Shatarupa Mukhopadhyay in all places, which is wrongly mentioned as Shatarupa Mukhopadhyay (Basu) in her daughter's Birth Certificate and as Shatarupa Basu in some documents and also to declare that "Shatarupa Mukhopadhyay", "Shatarupa Basu" and "Shatarupa Mukhopadhyay (Basu)" all are one, self-same and identical person.

KOUSIK SAHA Advocate (WB-1699/2001), 311/24/1, N.N. Road, Kolkata- 700028, 9830448242 (M)

আমার মক্কেল **ইদ্রিশ আলি মণ্ডল**, পিতা-মৃত ফকির আলি মণ্ডল, সাং-খড়িবেড়িয়া, পোঃ-কামদুনি, থানা-রাজারহাট, কলকাতা-৭০০১৩৫, মৌজা-আন্দুলিয়া, জে.এল-১৭৯, দাগ নং-১৩, ১৬, ১৭, ১৩৬, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৮, ১৯৩, ১৯৮, ১৯৪/৬৪৬, ১৬২/৭০৯। খতিয়ান-১৭৯ এর মোট জমির ২৩.০৭ শতক। ০৯০৬/২০১৫ নং দলিলের ভোলানাথ ঘোষ ওরফে ভোলানাথ ঘোষ বাঙ্গাল, দিপক ঘোষ ওরফে দিপক ঘোষ বাঙ্গাল, সরস্বতী ঘোষ ওরফে সরস্বতী ঘোষ বাঙ্গাল। উভয়ের পিতা-মৃত কমল বাঙ্গাল ওরফে কমল কৃষ্ণ ঘোষ বাঙ্গাল, মাহান্ত ঘোষ ওরফে মাহান্ত ঘোষ বাঙ্গাল, চুমকি ঘোষ ওরফে চুমকি ঘোষ বাঙ্গাল, উভয়ের পিতা-মৃত দিলীপ ঘোষ ওরফে দিলীপ ঘোষ বাঙ্গাল। ০৩৪৭/২০১৬ নং দলিলের শ্রীমতি মানতা ওরফে মানাতা ঘোষ বাঙ্গাল। এই দুটি দলিলের পক্ষে আমমোক্তার রাজেশ গুপ্তা, পিতা-বিশ্বনাথ গুপ্তা। এই দুটি আমমোক্তার দলিল মূলে আমার মক্কেল ইদ্রিশ আলি মণ্ডল খরিদ করিতে ইচ্ছুক। কাহারো কোনরকম আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট 9838005245 এই নম্বরে যোগাযোগ করিবেন। **বিজয় দে, এ্যাডভোকেট, বারাসাত জাজেস কোর্ট।**

বিজ্ঞপ্তি জেলা:– দক্ষিণ ২৪ পরগণা আলিপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, ১ম সিভিল জজ (সিনিয়ার ডিভিশন) এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং ১৯৭/২০২৫ (লেটারস্ অফ এডমিনিস্ট্রেশন) ময়ূখ বসু, সাং পি–২৫৭, পূর্ণ দাস রোড, থানা–লেক, কোলকাতা– ৭০০০২৯। ......দরখাস্তকারী এতদ্বারা সর্ব্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত দরখাস্তকারী তাহার স্বগীয় পিতা মানব কুমার বসু @ বোস এবং স্বগীয় মাতা মিঠু বসু @ বোস, উভয়ের সাং ৪৯ হালতু কায়স্থপাড়া মেইন রোড, থানা–গরফা, কোলকাতা– ৭০০০৭৮ এর ত্যাক্ত সম্পত্তির লেটারস্ অফ এডমিনিস্ট্রেশন লইবার জন্য আদালতে উক্ত দরখাস্তটি আনয়ন করিয়াছেন। এই বিষয়ে কাহারো কোনো বক্তব্য বা আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া অথবা আইনজীবী মারফত লিখিত আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় অত্র মোকদ্দমাটি এক তরফা ভাবে নিষ্পত্তি হইবে। অনুমত্যানুসারে সেরেস্তাদার আলিপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

বিজ্ঞপ্তি

• আমার মক্কেল উত্তম কুমার দত্ত পিতা- বাসুদেব, সাং-দক্ষিণহাবড়া, থানা- হাবড়া, দিলীপ, প্রদীপ, নীলিমা, মায়া বসু, গৌরী দাস, দিপালীদের নিযুক্ত আমমোক্তার খুকুরানী বসুর নিকটহইতে ADSR হাবড়া [illegible] সামা কুণ্ডু ৬৫৫৯, ৬৬৬৩দলিলে ১৬.৫০শতক জমিকেনে। তার থেকে ১৯৫৫/০৯দলিলে আমার মক্কেল ৩.৩০শতক জমিকিনে নামপত্তনের আবেদন করে। এবিষয়ে কারোর আপত্তিথাকিলে বিজ্ঞপ্তির ১মাসেরমধ্যে BL&LRO হাবড়া জানাতে পারেন অন্যথায় নিয়মানুসারে কার্য্য হইবে।

DEBRAJ DAS, Advocate

• আমার মক্কেল বিপ্লব বিশ্বাস পিতা অমলকৃষ্ণ, সাং- ছোটমির্জাপুর থানা- স্বরূপনগর পলাশ দত্তর নিযুক্ত আমমোক্তারদ্বয় আশিস মুখার্জী, তিলক নাথের নিকটহইতে ADSR হাবড়া ১৭৭০/২৩ আমমোক্তারনামা মৌজা-হাইদারপুর JL-১৬৭দাগ-৪১৯ খতিয়ান ২৭২০ থেকে ১৯৭৩/২৫দলিলে ৪.৫৭শতক জমি কিনে নামপত্তনের আবেদনকরেন। এবিষয়ে কারোর আপত্তিথাকিলে বিজ্ঞপ্তির ১মাসেরমধ্যে BL&LRO হাবড়া জানাতে পারেন অন্যথায় নিয়মানুসারে কার্য্য হইবে।

DEBRAJ DAS, Advocate

• আমার মক্কেল, দেবাশিষ পাল ও সুভাশিষ পাল, 1946/2005 নং দলিল মূলে 6 কাঠা 5 ছটাক 25 বর্গফুট জমি ক্রয় করেন, দাতা ও দাত্রীগণ- যুগল কিশোর মন্ডল, মালতী মন্ডল ও অন্যান্য, পক্ষে আমমোক্তার জানকী নাথ মন্ডল, POA DEED NO. 115/1990 রেজিষ্ট্রি অফিস ADSR বেহালা, মৌজা- চক কেন্দুয়া, J.L-24, দাগ নং- 92, খতিয়ান নং- 299, উক্ত জমি মিউটেশনের জন্য যদি কাহারো কোনো আপত্তি থাকে 30 দিনের মধ্যে ঠাকুরপুকুর মাহেশতলা ব্লকে B. L & L. R.O অফিসে যোগাযোগ করুন। **SURAJ UDDIN, Advocate Alipore Police Court Kolkata-700 027**

• আমার মক্কেল, পিন্টু সরদার, আলিপুর DSR-II অফিসে, 9044/2026 নং দলিল মূলে ৪ কাঠা 1 ছটাক 13 বর্গফুট জমি ক্রয় করেন, দাতা– ইউজিন ডি রোজারিও, পক্ষে আমোক্তার ভিনসেন্ট ডি রোজারিও, POA DEED NO. 0097/2014 রেজিস্ট্রি অফিস ADSR বেহালা, মৌজা- কৃষ্ণনগর, J.L.– 128, দাগ নং- L.R.- 24 & 121, খতিয়ান নং- 2124, উক্ত জমি মিউটেশনের জন্য যদি কাহারো কোনো আপত্তি থাকে 30 দিনের মধ্যে কোলকাতা ব্লকে B. L & L. R.O অফিসে যোগাযোগ করুন। **SURAJ UDDIN, Advocate Alipore Police Court Kolkata-700 027**

• আমার মক্কেল, রাহুল সরদার, আলিপুর DSR-II অফিসে, 9043/2026 নং দলিল মূলে ৪ কাঠা 1 ছটাক 17 বর্গফুট জমি ক্রয় করেন, দাতা– পিটার ডি রোজারিও, পক্ষে আমোক্তার গোবরধন সরদার, POA DEED NO. 0328/2015 রেজিস্ট্রি অফিস আলিপুর DSR-II, মৌজা- কৃষ্ণনগর, J.L– 128, দাগ নং- L.R.- 24 & 121, খতিয়ান নং- 2123, উক্ত জমি মিউটেশনের জন্য যদি কাহারো কোনো আপত্তি থাকে 30 দিনের মধ্যে কোলকাতা ব্লকে B. L & L. R.O অফিসে যোগাযোগ করুন। **SURAJ UDDIN, Advocate Alipore Police Court Kolkata-700 027**

My Client **SWAPAN GHOSH**, S/o.- Amal Kanti Ghosh,. J.L. No. 53, Mouza-Abdalpur, Deed No.- 53/2000, purchased a land of Dag No.– 58, Khatian No.-1660, attorney at land PURNIMA GHOSH, Power Deed No.- 69/1999, at A.D.S.R. Barasat. If anybody objection please contract B.L. & L.R.O. Barasat- II.
Arjun Sarkar, Advocate, Barasat Judge's Court

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **শ্রীমতী প্রীতি কুমারী** (স্বামী সতীশ কুমার) কাদিহাটি মৌজার (জে.এল.-১২), এল, আর, দাগ-৫০২, খতিয়ান-২৩৩ স্থিত ১ কাঠা ১ ছটাক ২২.৫ বর্গফুট জমির নামপত্তনের (মিউটেশন) আবেদন করিয়াছেন। জমিটি ডি.এস. আর.-২ বারাসাত অফিসের রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং-০৬৪৩০/২০২৫ (আমমোক্তার প্রদীপ রায়ের দলিল নং-০০৮৬ মূলে) সূত্রে খরিদকৃত। উক্ত আবেদনে কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় প্রমাণসহ সোদপুর বি.এল.&এল.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করুন।
তপন দে, অ্যাডভোকেট, বারাসাত জাজেস কোর্ট

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **শ্রীমতী প্রিয়াঙ্কা কুমারী** (স্বামী সীট কুমার মণ্ডল/(Sheet Kumar Mondal) কাদিহটি মৌজার (জে.এল.-১২), এল.আর, দাগ-৫০২, খতিয়ান-২৩৩ স্থিত ১ কাঠা ১ ছটাক ২২.৫ বর্গফুট জমির নামপত্তনের (মিউটেশন) আবেদন করিয়াছেন। জমিটি ডি.এস.আর.-২ বারাসাত অফিসের রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং-০৬৪৩১/২০২৫ (আমমোক্তার প্রদীপ রায়ের দলিল নং-০০৮৬ মূলে) সূত্রে খরিদকৃত। উক্ত আবেদনে কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় প্রমাণসহ সোদপুর বি.এল.এল.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করুন।
তপন দে, অ্যাডভোকেট, বারাসাত জাজেস কোর্ট

আমার মক্কেল **শ্রী তারক প্রধান**, পিতা ধনঞ্জয় প্রধান, মৌজা কাদিহাটি, ১২, এ.ডি.এস.আর বিধাননগর, এল, আর খতিয়ান ৪৮৩, ৫৯, ১১, এল.আর ৫০১ নং দাগে ১ কাঠা ৪ ছটাক জমি ২৯৯৮/২০১৯ সাফ বিক্রয় কোবালা দলিলে শ্রীমতী রানী ব্যানার্জী গং নিকট হইতে বিক্রেতার পক্ষে আমমোক্তার শ্রী প্রদীপ রায় ১৫০৪০০০০২৮ নং দলিল মূলে কোবালা দলিল সম্পাদন করিয়া দেন। বর্তমানে উক্ত ক্রেতাদ্বয় বর্ণিত সম্পত্তি মিউটেশানের জন্য আবেদন করিয়াছে। অত্র সংক্রান্ত কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল অ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে আপত্তি জানাইবেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য হইবে। **তপন দে, অ্যাডভোকেট, বারাসাত জাজেস কোর্ট**

বিজ্ঞপ্তি

• জেলা: দক্ষিণ ২৪ পরগনা মোকাম আলিপুরের মহামান্য ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত প্রথম সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিশন। অ্যাক্ট ৩৯ প্রোবেট কেস নং- ১৯৮/২০২৬, দেবকী ভট্টাচার্য, স্বামী ৺মানিক লাল ভট্টাচার্য, ২৬/সি, রুবি পার্ক ইস্ট, পোস্ট অফিস- হালতু, থানা– কসবা, কলকাতা–৭০০০৭৮ **...দরখাস্তকারী** অত্র বিজ্ঞপ্তি দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, দেবকী ভট্টাচার্য, স্বামী ৺মানিক লাল ভট্টাচার্য, ২৬/সি, রুবি পার্ক ইস্ট, পোস্ট অফিস- হালতু, থানা- কসবা, কলকাতা- ৭০০০৭৮, ৺মানিক লাল ভট্টাচার্য, পিতা ৺হৃষিকেশ ভট্টাচার্য, ২৬/সি, রুবি পার্ক ইস্ট, পোস্ট অফিস- হালতু, থানা– কসবা, কলকাতা-৭০০০৭৮, কৃত উইল-এর এক্সিকিউটর হিসাবে প্রোবেটের জন্য আবেদন দাখিল করিয়াছেন এই মর্মে কোনো ব্যক্তি বা পক্ষের যদি কোনো আপত্তি বা দাবি থাকিলে, অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আদালতে নিজে অথবা মনোনীত ব্যক্তি মারফৎ লিখিত আকারে আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায় একতরফা শুনানির দিন ধার্য হবে। **আদেশানুসারে সুশান্ত সাহা সেরেস্তাদার জেলা ডেলিগেট আদালত দক্ষিণ ২৪ পরগনা, আলিপুর 28.09.26**

• আমার মক্কেল বিনয় সাহা, পিতা - মৃত পূর্ণ চন্দ্র সাহা,২০০২ সালে (DSR আলিপুর রেজিষ্ট্রি অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত)৩৪৬২ নং দলিল মূলে খরিদ করেন, দলিলের বয়ান অনুসারে বাদল সরদার ২৭৩ নং আমমোক্তার নিযুক্ত হন, মৌজা - কোদালিয়া ,জে এল নং ৩৫ এল আর ১৮২৫ নং দাগে এল আর ৩৯৩ নং খতিয়ানের নামপত্তনের জন্য আবেদন করেছেন, উক্ত আবেদনে কারোর কোনো আপত্তি থাকলে সোনারপুর BLRO অফিসে যোগাযোগ করুন।
Prabir Kumar Roy, alipore Criminal Court.

• আমার মক্কেল খোকন চন্দ্র বাছার ও কৃষ্ণপদ বাছার ,২০০৮ সালে (সোনারপুর রেজিষ্ট্রি অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত)৯৬১২ নং দলিল মূলে খরিদ করেন দলিলের বয়ান অনুসারে দিলীপ রায় ৪৩৮ নং আমমোক্তার নিযুক্ত হন, মৌজা - কোদালিয়া,জে এল নং ৩৫ এল আর ১৯৪১ নং দাগে এল আর ৮৬৩ নং খতিয়ানের নামপত্তনের জন্য আবেদন করেছেন, উক্ত আবেদনে কারোর কোনো আপত্তি থাকলে সোনারপুর BLRO অফিসে যোগাযোগ করুন।
Prabir Kumar Roy, alipore Criminal Court

বিজ্ঞপ্তি
আমি,MINATI MISTRI, পিতা-প্রয়াত "BONKIM MISTRY" @ "BONKIM MISTRI" @ "BANKIM CHANDRA MISTRI", স্বামী-PARESH CHANDRA OJHA, এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে আমার নথিতে উল্লিখিত "MINOTY MISTRY", "MINATY MISTRI", "MINATI MISTRY", "MINATI MISTRI" এবং বিবাহ-পরবর্তী "MINATI OJHA" একই ব্যক্তি অর্থাৎ আমাকে নির্দেশ করে; জন্মতারিখ 05.10.1967। উক্ত ঘোষণা Learned First Class Judicial Magistrate at Alipore, South 24 Parganas, West Bengal-এর সম্মুখে শপথপূর্বক সম্পাদিত Affidavit-cum-Declaration-এর মাধ্যমে করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি
আমার মক্কেল দেবাশীষ দাস পিতা- সুধাংশু শেখর দাস ৩৩৩৫/২০২৬(DSR হাওড়া)কোবলা দলিল মূলে ইউথ ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড কালচারাল সোসাইটি এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার ইলা কাঁড়ার এর থেকে ২৪৩৮/২০২০(ADSR ডোমজুড়)আমমোক্তার দলিল দ্বারা খরিদ করেন, মৌজা–আমরে হাল ১০৫ দাগে ৭৪০ হাল খতিয়ানে মোট ১৪.৮৬শতক সম্পত্তি নামপত্তনের জন্য আবেদন করেছেন, উক্ত বিষয়ে কারো কোনো আপত্তি থাকলে , ডোমজুড় B L& L R O অফিসে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১মাসের মধ্যে যোগাযোগ করুন। প্রবীর কুমার রায় এ্যাডভোকেট

বিজ্ঞপ্তি
আমার মক্কেল শ্রী মৃণাল কান্তি দে, পিতা-মিহির কান্তি দে, এবং শ্রীমতী প্রিয়াঙ্কা দে, স্বামী-মৃণাল কান্তি দে উভয়ের সাং-ইলিয়াস রোড, আগরপাড়া, পানিহাটি (এম), কামারহাটি, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭০০০৫৮, মৌজা-মাহেশ-এ ২০২৬ সালে I-3385/2026 নম্বর রেজিষ্ট্রী অফিস-শ্রীরামপুর, দলিল মূলে জমি ক্রয় করি, যাহার হাল দাগ নং - ৯৯৯ ও ১০০২, হাল খতিয়ান নং-৮৮২১, উক্ত জমির পাওয়ার হোল্ডার-শ্রী কমল প্রসাদ সাউ, পিতা -৺শ্যামানন্দ সাউ, সাং-৪০/৩, নেতাজী সুভাষ রোড, পোষ্ট ও থানা - রিষড়া, জেলা-হুগলী-৭১২২৪৮, পাওয়ার নং-৩৩৫০/২০২৬, রেজিষ্ট্রী অফিস-শ্রীরামপুর। উক্ত নাম পত্তন সম্পর্কিত তথ্য সম্বন্ধে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকলে শ্রীরামপুর-উত্তরপাড়া ব্লকে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরে যত শীঘ্র সম্ভব মধ্যে যোগাযোগ করিবেন। শ্রী সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এডভোকেট, শ্রীরামপুর কোর্ট

বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে কাজল বালা নস্কর ওরফে কাজল নস্কর, পাল্লান চন্দ্র নস্কর ও শেফালী মন্ডল একত্রে বিগত ইংরেজি ৩০/০৬/২০১৪ তারিখে বিষ্ণুপুর এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ২৬২ নং আমমোক্তার দলিল দ্বারা নান্দাভাঙ্গা নিবাসী রমজান আলি সেখকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। তদপর উক্ত আমমোক্তার বলে বিগত ইংরাজি ০৬/০৬/২০১৭ আমার মক্কেল আব্দুর রহমান শিকারীকে বেহালা এ.ডি.এস.আর অফিসে ৪৮৮৬ নং দলিল মূলে শিব হুগলী মৌজায় এল.আর ৫৪১ নং খতিয়ানে আর.এস ও এল.আর ৬৪/৫০৩ নং দাগে ২.৫০ কাঠা জমি বিক্রয় করেন ও আবু সাইদ শিকারীকে ৪৮৮৭ নং দলিল মূলে শিব হুগলী মৌজায় এল.আর ৫৪১ নং খতিয়ানে আর.এস্ ও এল.আর ৬৪/৫০৩ নং দাগে ২.৫০ কাঠা জমি বিক্রয় করেন ও শুকতারা শিকারী ওরফে শুকতারা খাঁনকে ৪৮৮৮ নং দলিল মূলে শিব হুগলী মৌজায় এল.আর ৫৪১ নং খতিয়ানে আর.এস ও এল.আর ৬৪/৫০৩ নং দাগে ৫ কাঠা জমি বিক্রয় করেন এবং রাইসা বিবিকে ৪৮৮৯ নং দলিল মূলে শিব হুগলী মৌজায় এল.আর ৫৪১ নং খতিয়ানে আর.এস ও এল.আর ৬৪/৫০৩ নং দাগে ৫ কাঠা জমি বিক্রয় করেন তাহা সকলকে অবগত করাইলাম।
Abhijit Ruidas Advocate

• জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগণা আলিপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত ৫ম সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন) এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং ২২ / ২০২৬ (সাকসেশন সার্টিফিকেট) দিয়া বসু সাং ৮৭/৫১এ, বোসপুকুর রোড, পোষ্ট অফিস - কসবা, থানা - কসবা, কোলকাতা ৭০০ ০৪২, জিলা: দক্ষিণ ২৪ পরগনা। দরখাস্তকারী এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত দরখাস্তকারী ৮৭/৫১এ, বোসপুকুর রোড, পোষ্ট অফিস - কসবা, থানা - কসবা, কোলকাতা ৭০০ ০৪২, জিলা: দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এবং ৭ রুবি পার্ক, পোষ্ট অফিস - কসবা, থানা - কসবা, কোলকাতা ৭০০ ০৭৮, জিলা: দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নিবাসী মৃত শিলা বোস ওরফে শিলা বসু, মহাশয়ার ত্যক্ত ২০০ হকিন্স এর শেয়ার, যাহার ফোলিও নং এস০০১৯৪২, এবং ডিভিডেন্ড ৯২,৮০০ টাকা পাইবার প্রার্থনায় উপরোক্ত সাকসেশন সার্টিফিকেট মোকদ্দমা আনয়ন করিয়াছেন, যদি কাহারও কোনপ্রকার আপত্তি থাকে তাহা হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে ৩০ দিনের মধ্যে আপত্তি জানাতে অনুরোধ করা যাইতেছে, অন্যথায় অত্র মোকদ্দমা এক তরফা মতে শুনানী হইবে। **অনুমত্যানুসারে সুশান্ত সাহা সেরেস্তাদার আলিপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, দক্ষিণ ২৪ পরগণা**

ভ্রম সংশোধন

• ৬.৯.২০২৬ তারিখে এই পত্রিকায় প্রকাশিত মিস (অ্যাক্ট এইট) নং ১৭০/২০২৬ দরখাস্তকারী হামিদা খাতুন বিবি, ভুলবশত মিস (অ্যাক্ট এইট) নং ১৭০/২০১৬ প্রকাশিত হয়েছে। এটা সঠিকভাবে মিস (অ্যাক্ট এইট) নং ১৭০/২০২৬ পড়তে হবে - সব্যসাচী মিত্র, সেরেস্তাদার, জেলা জজ কোর্ট বারাসাত।

নাম পদবি পরিবর্তন

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

• জেলা: দক্ষিণ ২৪ পরগণা। মোকাম আলিপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং ১১৩ সন ২০২৫ (লেটারস অফ এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন)
শ্রীমতি মিত্রা তালুকদার
...দরখাস্তকারিনী
এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, দরখাস্তকারিনী শ্রীমতি মিত্রা তালুকদার, স্বামী মৃত সমর চন্দ্র তালুকদার, সাং ২/২৩, অরবিন্দ নগর, থানা -রিজেন্ট পার্ক, কোলকাতা -৭০০০৪০, বাসন্তী তালুকদার স্বামী মৃত ধীরেন্দ্র নাথ তালুকদার, সাং- ২/২৩, অরবিন্দ নগর, থানা -রিজেন্ট পার্ক, কোলকাতা -৭০০০৪০ দ্বারা এককেতা রেজিষ্ট্রীকৃত উইলের লেটারস অফ এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন লইবার জন্য উপরোক্ত আদালতে উপরিউক্ত মোকর্দ্দমাটি আনয়ন করিয়াছেন।
এমতাবস্থায় কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আদালতে জানাইতে হইবে নতুবা মোকর্দ্দমাটি একতরফা শুনানী হইবে।

আদেশানুসারে
সুশান্ত সাহা, সেরেস্তাদার, ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, আলিপুর 25/9/26

• জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মোকাম আলিপুর মহামান্য ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট, ৫ নং সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন)। অ্যাক্ট ৩৯ (সাক্সেশন) কেস নং ২৭২ / ২০২৫
শ্রীমতি মানসী দে, স্বামী- স্বর্গীয় অমিত কুমার দে, সাং- ১৯২/১৬/১, রায় বাহাদুর রোড, পোষ্ট ও থানা- নিউ আলিপুর, কোলকাতা- ৭০০০৫৩, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
...আবেদনকারী
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো হইতেছে যে, উপরিউক্ত আবেদনকারী অত্র আদালতে স্বর্গীয় অমিত কুমার দে এর সাক্সেশন সার্টিফিকেট এর জন্য অত্র মোকদ্দমা ফাইল করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনোরূপ আপত্তি বা অভিযোগ থাকিলে, উহাকে আবেদন করা হইতেছে যে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আইনানুগ আপত্তি জানাইয়া দেন। অন্যথায় মোকদ্দমাটি একতরফা শুনানি হইবে।

তপশিল
স্ট্যান্ডার্ড এন্ড চ্যাটার্ড ব্যাংক, রাজপুর ব্রাঞ্চ, এন. এস. রোড, কোলকাতা:- ৭০০০৫৩, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গতে অবস্থিত, ডিপোজিট নং ৩৩২৩০২০৪৪৬৭, সঞ্চিত অর্থ= ৬০৮৯. ০৬/- (ছয় হাজার উননব্বই দশমিক শূন্য ছয়) ইউ. এস. ডলার ও ডিপোজিট নং ৩৩২৩০২২৪৮১৬, সঞ্চিত অর্থ= ৩৭০৯.৩২/-(তিন হাজার সাত শত নয় দশমিক তিন দুই) ইউ. এস. ডলার। **অনুমত্যানুসারে, সুশান্ত সাহা সেরেস্তাদার, আলিপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, 21/9/26**

নাম পদবি পরিবর্তন

• আমি Sutapa Paul D/o Dipak Paul, W/o Anutosh Mukherjee। ঠিকানা -৪/১৭০ শেঠ বাগান রোড , সাউথ দমদম (M) , কোল - ৭০০০৩০ ,ভুলবশতঃ আমার ম্যারেজ সার্টিফিকেটে ও কন্যা Aishani Mukherjee-এর বার্থ সার্টিফিকেটে আমার নাম Sutapa Mukherjee রেকর্ড আছে। গত ২৮/০৯/২০২৬ তারিখে ব্যারাকপুর ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এফিডেভিট দ্বারা আমি Sutapa Paul সঠিক নামে পরিচিত হইলাম এবং Sutapa Paul ও Sutapa Mukherjee উভয় একই ব্যক্তি

• আমি, অর্পিতা ঘোষ, পিতা–প্রশান্ত ঘোষ, ১-ই সুচির রেসিডেন্সি, ১/১ শ্যামশ্রী পল্লী মেন রোড,ব্যারাকপুর,ডাকঘর–নোনাচন্দন পুকুর, জেলা – উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০১২২, এই ঠিকানার বাসিন্দা, এই মর্মে জানাচ্ছি যে, আমার পিতার নাম "প্রশান্ত ঘোষ" থেকে সংশোধন করে "প্রশান্ত কুমার ঘোষ" করা হয়েছে।অতঃপর আমার পিতা "প্রশান্ত কুমার ঘোষ" নামে পরিচিত হবেন।প্রশান্ত ঘোষ" এবং "প্রশান্ত কুমার ঘোষ" একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি , গত ২৫/০৯/২০২৬ তারিখে ব্যারাকপুর ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট (নং - ১২৭) দ্বারা পরিচিত হইলো।

• আমি Somnath Mondal S/o Lt Krishna Chandra Mondal , ভুলবশতঃ পিতার নাম khatian no-268 তে Radha Krishna Mondal রেকর্ড আছে ও khatian no-61 তে নাম আছে Krishna Mondal । গত ২২/০৯/২০২৬ তারিখে ব্যারাকপুর ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রে এফিডেভিটে পিতা Krishna Chandra Mondal, Radha Krishna mondal এবং Krishna Mondal উভয় একই ব্যক্তি।

• আমি Piali Sen, আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে ভুলবশতঃ আমার স্বামীর নাম Soumyajeet আছে (MH1520140006563) গত ২২/০৯/২০২৬ তারিখে ব্যারাকপুর 1st Class J.M কোর্টের এফিডেভিটে স্বামী Soumyajeet Sen নামে পরিচিত হইলো।

• আমি, Ambiya Bibi, স্বামী - Serali Sk, ঠিকানা - গ্রাম এবং পো: -দৌলতাবাদ, থানা -বিষ্ণুপুর, জেলা -24পরগনা(সাউথ) পিন - 743503, আমার ভোটার,সার্ভিসপোর্টাল EPICno.WB/17/111/492463 এ আমারনাম Ambiya Beoya এবং আমার স্বামীর নাম Ser Ali Sekh হইয়াছে। 21/09/2026 আলিপুর সাউথ24পরগনাকোর্টে ফার্স্টক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিটবলে Ambiya Bibi and Ambiya Beoya একইব্যক্তি হলাম। স্বামী - Serali Sk.and Ser Ali Sekh একইব্যক্তি হইল।

Change of Name
I, Susanta Bera, S/O Gobinda Bera, resident of Vill Panithar, PO - Khagrageria, P.S - Sabang, Dist - Paschim Medinipur, Pin- 721144, West Bengal, declare vide affidavit sl. no. 24731, dated 17.09.26 sworn before the Court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Midnapore Dist Paschim Medinipur that Sambhu Nath Bera, S/O Gobinda Bera and Susanta Bera S/O Gobinda Bera is the same, one and identical person i.e. myself.

নাম পদবি পরিবর্তন

• I, Subir De S/o Sudhansu Ranjan Dey, resident of Vivekananda Road, P.O & P.S-Barasat, North 24 Parganas, Kolkata-700124, West Bengal do hereby declare that I have changed my name from Subir De to Subir Dey and henceforth I shall be known as Subir Dey in all purpose, vide affidavit no. 18020 sworn before the Notary public at Barasat on 28th September, 2026, Subir Dey and Subir De both are same and one identical person.

• I, SUDHIR GHORUI, S/O- Bhagirath Ghorui aged about 68 years, residing at Village- Joykrishnapur, P.O- Begampur, P.S.- Chanditala, District- Hooghly, West Bengal, solemnly declare that actul name of my wife is SHIKHA GHORUI, which is recorded in her Aadhaar Card being No. 9827 0874 0289, but my daughter Monalisa Ghorui's Birth Certificate my wife's name has been written as SIKHA DEVI in Place of SHIKHA GHOURI. SHIKHA GHORUI and SIKHA DEVI is the same and identical person by an affidavit (No. 19250, Dt. 14 Sep, 2026) before the Judicial Magistrate (1st Class) at Serampore.

• I Gouranga Chandra Manna, S/o. Sharat Chandra Manna, resident of Vill & P.O. Basanchak, P.S. Bhabanipur, Dist.- Purba Medinipur, W.B. Pin- 721654, do hereby declare that I have changed my name from Gouranga Chandra Manna to Gouranga Charan Manna and henceforth I shall be known as Gouranga Charan Manna in all purpose, vide affidavit SL No. 22507/26 sworn before the Notary Public at Haldia on 29.09.2026. Gouranga Charan Manna and Gouranga Chandra Manna both are same and one identical person.

• I, Rina Bibi D/o. Madhu Sudan Bhakta, R/o. 1050, Vidyasagar Sarani, Purba Barisha, Paschim Barisha, Thakurpukur, 24 Pgs. (S), P.S. Haridevpur, Kol-700063. Declare that vide an Affidavit No-66509 before the 1st Class Judicial Magistrate at Alipore on 01.11.2025, have been known Rina Bibi and Rina Bhakta is same and identical person. From today I shall familiar with the name of Rina Bhakta.

• I, Karuna Das (Bhakta), W/o. Surajit Das, D/o. Nabagopal Bhakta, residing at Uttar Pratapgarh, P.O. & P.S. Nimta, Dist. North 24 Parganas, Kolkata - 700049. Vide affidavit (No. 1517/26) sworn before the Notary Public Barasat Court on 24.09.2026 that Karuna Das (Bhakta), Karuna Das & Karuna Bhakta is the one & same identical person.

• I, Gangaram Sharma S/O Shiwshankar Sharma born on 05/12/1982 residing at Tuntepara Khelarmath Kutulsahi Road P.O, P.S & Municipality Barasat, District North 24 Parganas, Kolkata 700124, West Bengal, have changed my name to Mithu Shiwshankar Sharma vide affidavit dated 02/07/2026 at Barasat

• I, Soumi Maulik Sen, Wife of Sri Partha Sarathi Maulik, resident of 44/1, Dr. S.P. Mukherjee Road, P.O. & P.S. Belgharia, Kolkata - 700056, District North 24 Parganas do hereby declare that I have changed my name from Soumi Maulik Sen to Soumi Maulik and henceforth I shall be known as Soumi Maulik in all purpose, vide affidavit no. 95 sworn before the Notary Public at Barrackpore court on 29/09/2026. Soumi Maulik Sen and Soumi Maulik both are same and one identical person.

• I, Nazibul Hossain S/O Sk Abdul Mannan resident of Vill + P.O - Chak Kashipur P.S - Nodakhali Dist - South 24 Parganas 743318 do hereby declare that I have changed my name from Sk Nazibul Hossain to Sk Najibul Hossain and henceforth I shall be known as Sk Najibul Hossain in all purposes, vide affidavit No - 79447 sworn before the 1st Class Judicial at alipore on 08/09/26 Sk Najibul Hossain and Sk Nazibul Hossain both are same and one identical person

• Geeta Kumari Choubey, D/o. Aoudhesh Kumar Choubey, residing at 21E, South Sinthee Road, Flat No.1, P.O. & P.S-Sinthee, District- Kolkata - 700050, West Bengal, do hereby solemnly affirm and declare before the Ld.Judicial Magistrate, 1st Class at Alipore, vide affidavit No.5666 dated - 16/03/2026, that I have changed my name from Geeta Kumari Choubey to Geeta Choubey. That Geeta Kumari Choubey and Geeta Choubey both are same and one identical person. Henceforth, I shall be known as Geeta Choubey.

Change Of Name
I, Sinchan Maitra, S/O Mr. Arindam Maitra, aged about- 18 years, by faith Hindu, residing at 61/1, East Ghoshpara Road, Bhatpara, P.O. Bhatpara, Dist- North 24 Paraganas, West Bengal, PIN-743123, have changed my name to AKASH MAITRA and shall henceforth be known as AKASH MAITRA as declared before the First Class Judicial Magistrate Calcutta vide affidavit no 2119 dated 29th day of September 2026. SINCHAN MAITRA and AKASH MAITRA both are the same and identical person.

Change Of Name
I Dhiman Kumar Bhattacharya residing at Flat at Ground Floor, 53/2B, Salimpur Road, Dhakuria, District South 24 Parganas, Kolkata 700031, hereby notify that, my name as mentioned in my PAN Card and AADHAAR Card is Dhiman Kumar Bhattacharya and as mentioned in Passport is Dhiman Kumar Bhattacharjya. Vide an affidavit No 85676 sworn before the 1st class Judicial Magistrate at Alipore dated 29.09.2026 , my name Dhiman Kumar Bhattacharya and Dhiman Kumar Bhattacharjya is one and the same person.

I, ANIL KUMAR DHANUK S/o. Raja Prasad Dhanuk residing at 314/5, Raja Ram Mohan Roy Road, Barisha, P.S. Behala, Dist. South 24- Parganas, Kolkata, West Bengal - 700008, vide an Affidavit No. 85907 before the court of Ld. Judicial Magistrate, 1st class at Alipore, dated- 29.09.2026 that actual name of my wife is SUMAN DHANUK and DOB is 20.05.1982 as recorded in her Aadhar and Pan Card. SUMAN DHANUK and SUMAN DEVI DHANUK is the same and one identical person, who is my wife and her actual DOB is 20.05.1982.

নাম পদবি পরিবর্তন

• আমি, উষা যাদব, ঠিকানা- ১৩৩/১/১৩, স্থিরপাড়া, পোঃ-মণ্ডলপাড়া, থানা- ভাটপাড়া -743127 (WB) আমার পিতা ২০০৩ বিহার ভোটার তালিকায় (AC- 024, Part- 244, SI-558) "গয়া চৌধুরী" এবং স্কুল ও মৃত্যু সনদে "গয়া লাল যাদব" নামে নথিভুক্ত। ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট হলফনামা অনুযায়ী "গয়া চৌধুরী" ও "গয়া লাল যাদব" একই ব্যক্তি।

• আমি jamuna Maity Bhunia. স্বামী - Subhendu Bhunia, গ্রাম ও পোস্ট - বামানগর, থানা - কাকদ্বীপ, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা। আমার পুত্র Sunom Bhunia -এর জন্ম সার্টিফিকেটে আমার নাম রয়েছে Jamuna Bhunia. আমি 30/09/2026 তারিখ কাকদ্বীপ ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট বলে jamuna Maity Bhunia নামে পরিচিত হইলাম। আজ হইতে jamuna Maity Bhunia, স্বামী - Subhendu Bhunia এবং jamuna Bhunia, স্বামী - Subhendu Bhunia এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

• আমি, কার্ত্তিক চন্দ্র মণ্ডল, পিতা– মৃত নিশিকান্ত মণ্ডল, সাং+পোঃ– চকপাঁচুড়িয়া, থানা– টেকনো সিটি, জেলা– উঃ ২৪ পঃ, কোল– ১৫৬। আমার বাবার নাম আমার এল আর পর্চায় যথা মৌজা– চকপাঁচুড়িয়া, থানা– রাজারহাট, জে এল–৩৩, খতিয়ান–৩৯৭/৯ ভুলবশত গজেন মণ্ডল হইয়াছে। ০৮.০৯.২৬ তারিখে শিয়ালদহ জুডিশিয়াল কোর্টের এফিডেভিট মূলে আমার বাবা নিশিকান্ত মণ্ডল ও গজেন মণ্ডল এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হইল।

• আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স (নং- WB2520100109446) নাম আছে RULAMIN SARDAR গত 7/9/2026 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (ফার্স্ট ক্লাস) এফিডেভিট (নং–15485) বলে আমার সঠিক নাম MD RUHUL AMIN RAHAMAN হয়েছি।

• আমি Nizamudin Ansari, পিতা- Nizamuddin Ansari ঠিকানা- H/No. 20/3, B.L. No.5. P.O.+P.S. Jagatdal, Dist. North 24 Parganas, Pin- 743125, West Bengal, 1st ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ব্যারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগনা এর এফিডেভিট দ্বারা Nizamuddin Ansari নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No. 42, dated 10/09/2026. Nizamudin Ansari ও Nizamudin Ansari এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

• আমি Kamrun Nisha, স্বামী- Sahebjan ঠিকানা- H/No. 20/3, B.L. No. 5. P.O.+P.S. Jagatdal, Dist. North 24 Parganas, Pin- 743125, West Bengal, 1st ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ব্যারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগনা এর এফিডেভিট দ্বারা Kamrun Nesha নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No. 43, dated 10/09/2026. Kamrun Nisha ও Kamrun Nesha এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

• আমি Sunita Paul, পিতা Late Moti Paul, কিছু গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্টে আমার বাবার নাম আছে Moti Lal Paul, তাই গত 23/09/2026 তারিখে ব্যারাকপুর 1st ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এর কাছে এফিডেভিট বলে আজ থেকে আমার বাবা সর্বত্র Moti Paul নামে পরিচিত হল।

• ড্রাইভিং লাইসেন্সে (RAHUL DAS), আমার বাবার নাম ভুলবশত KHAGEN DAS আছে (WB9520190000103) গত 28/09/2026 তারিখে আলিপুর 1st Class J.M. কোর্টের এফিডেভিটে (No-81865) আমার বাবার RABI DAS & KHAGEN DAS এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

• আমি Shampa Basak, W/O. Abhijit Ghosh, D/O. Suresh Chandra Basak, সাং বুঁইচা ঘোষপাড়া, পোঃ বুঁইচা, থানা- শান্তিপুর, জেলা- নদীয়া, আমার পুত্র Anuvab Ghosh-এর জন্ম সার্টিফিকেটে Vide Reg. No. 8657 dated 08.12.2011 আমার নাম Shampa Ghosh হইয়াছে। ১৫.০৭.২০২৬ তারিখের রানাঘাট ১ম শ্রেণী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের ২৮২১২নং এফিডেভিটবলে আমি Shampa Basak ও Shampa Ghosh একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

• আমি Tapash Saha, পিতা Satya Ranjan Saha, 118, নন্দন কানন, খড়দহ–এর বাসিন্দা, হলফনামা নং- 176, তাং- ২৯.০৯.২০২৬ মূলে জানাচ্ছি যে, আমার আধারে নাম Tapash Saha, কিন্তু কন্যা Topasi Saha এর জন্ম সনদে Tapas Saha আছে। Tapash Saha & Tapas Saha এক ও অভিন্ন ব্যক্তি, আমি নিজে।

• আমি ABDUL ALIM MONDAL, S/O- LATE AJIJUL HAQUE MONDAL, ঠিকানা: বেলিয়াডাঙ্গা, পোঃ– সুরিয়া, থানা– অশোকনগর, জেলা– উঃ ২৪ পঃ, পিন– 743711, পঃবঃ, আমার জন্ম সার্টিফিকেটে নাম আছে ABDUL ALIM, S/O- AJIJUL MONDAL, গত 10/2/2026 এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট (ফার্স্ট ক্লাস) বারাসাত কোর্টের এফিডেভিট (নং– 839) বলে আমার সঠিক নাম ABDUL ALIM MONDAL, S/O- LATE AJIJUL HAQUE MONDAL হয়েছি।

• আমি MD AJIM MONDAL, S/O- MD AJIJUL HAQUE MONDAL, ঠিকানা: বেলিয়াডাঙ্গা, পোঃ– সুরিয়া, থানা– অশোকনগর, জেলা– উঃ ২৪ পঃ, পিন– 743711, পঃবঃ, আমার জন্ম সার্টিফিকেটে বাবার নাম আছে MD AJIJUL MONDAL, আমার আধার কার্ডে নাম আছে MOHAMMAD AJIM MONDAL। গত 16/2/2026 এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট (ফার্স্ট ক্লাস) বারাসাত কোর্টের এফিডেভিট (নং– 889) বলে আমার সঠিক নাম MD AJIM MONDAL, S/O- MD AJIJUL HAQUE MONDAL হয়েছি।

• আমি Chaina Das, W/O. Din Bandhu Das, D/O. Nishapati Biswas আমার বিবাহের পূর্বের নাম Chaina Biswas ছিল যাহা 2002 Voter List, Part No. 25, Serial No. 237, 84 Bagdah (SC) বিধানসভাতে আছে কিন্তু বিবাহের পর Chaina Das হইয়াছে যাহা বর্তমানে আমার আধার, ভোটার, রেশন এবং প্যান কার্ডে আছে ইংরাজী 28.09.2026 তারিখে বারাসাত চিফ জুডিশিয়াল কোর্টে 20195 নং এফিডেভিট-এর বলে Chaina Das এবং Chaina Biswas আইনের দৃষ্টিতে এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

• আমি Sumiya Parvin, পিতা- Sk. Iyachh Nabi গ্রাম: সন্নিয়া, পোঃ বুরুজ, থানা- বাদুড়িয়া, উত্তর ২৪ পরগনা। আমার ডিজিটাল রেশন কার্ডে ভুলবশত নাম Sohana Khatun লেখা হয়েছে। আমার আধার, ডিজিটাল রেশন কার্ড ও জন্ম সার্টিফিকেটে পিতার নাম ভুলবশত যথাক্রমে Sk. Yasnobi, Sk.Yas Navi ও Sk. Julfikkar লেখা হয়েছে। ০৭.১১.২৫ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, বসিরহাট কোর্টের এফিডেভিট বলে Sumiya Parvin ও Sohana Khatun একই ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হলাম। এবং Sk. Iyachh Nabi ও Sk. Yasnobi বা Sk. Yas Navi বা Sk.Julfikkar একই ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হল।

• আমি অশোক মন্ডল ২৮.০৮.২০২৬ তারিখে আলিপুর ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট এর এফিডেভিট বলে অশোক মন্ডল এবং অশোক কুমার মন্ডল এক ও অভিন্ন্য ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম.

• আমি Biswajit Dutta s/o - Sukumar Dutta এবং আমার স্ত্রী বাসনা দত্ত এবং আমাদের পুত্রের নাম Biprojit Dutta। Amader পুত্রের এর বার্থ সার্টিফিকেটে আমার ও আমার স্ত্রী বাসনা দত্তের আধার নম্বর ভুলবশত নথিভূক্ত হয় নি সেই জন্য আমাদের পুত্রের নতুন ডিজিটাইজ বার্থ সার্টিফিকেটে আমার আধার নম্বর xxxxxxxx4116 ও আমার স্ত্রীর আধার নম্বর xxxxxxxx3609 আমরা নথিভুক্ত করতে ইচ্ছুক এবং গত 25/09/2026 ব্যারাকপুর ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট দ্বারা ইহা ঘোষণা করা হইলো

E-Tender Notice

The Executive Officer of Sonamukhi Municipality invites e-Tender

Sl. No.	Tender ID	Tender Ref.No.
1	2026_MAD_1043779_1	WBMAD/SM/NIET01-2026-27
2	2026_MAD_1043779_2	WBMAD/SM/NIET01-2026-27

Details NIeT along with complete Documents can be downloaded from the website: https://wbtenders.gov.in

Sd/-
Executive Officer
Sonamukhi Municipality

SHASAN GRAM PANCHAYAT
Vill – Malrameswarpur, PO+PS – Shasan
North 24 Parganas

NIT has been invited by Shasan Gram panchayat, North 24 parganas vide **NIT Memo No. 219/SGP/2026** dated 26.09.2026. Document download start (online) on 29.09.2026 at 5 PM. Last date of bid submission as per e-Tender site. The details of the Tender documents may be downloaded & viewed from **https://tenders.wb.gov.in**

Sd/-
Shasan Gram Panchayat

The Burdwan Central Co-operative Bank Ltd.
Regd. H.O. : 64 G.T. Road, P.O. Burdwan, Dist. Purba Bardhaman, West Bengal, PIN : 713101
Mob: 8373077725 (Chief Executive Officer) / 8373077601 (General Manager)

e-Tender for printing and supply of Calendar- 2027 is invited from reputed vendors. The last date for submission of quotation is 14.10.2026 (Wednesday) up to 11.59 p.m. For details, please view the bank's website **www.burdwanccb.bank.in**

Sd/-
Chief Executive Officer

punjab national bank ...the name you can BANK upon!

২৭.১০.২০২৬ তারিখের ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ, দুর্গাপুর

নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর–৭১৩২১৩, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ। ই–মেল: cs8222@pnb.bank.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ইএমডি (বায়না জমা) এবং নথিপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ও সময়: ই–নিলামের তারিখ অর্থাৎ, ২৭.১০.২০২৬, দুপুর ২টো পর্যন্ত

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফায়েসি) অ্যাক্ট, ২০০২ (নং ৫৪/২০০২) অধীনে এই ব্যাঙ্কে বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি।

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৯(১)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ করা নিম্নোক্ত বিবরণযুক্ত এবং সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গঠনমূলক/ বাস্তবিক/ প্রতীকী দখল নেওয়া নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর থেকে ব্যাঙ্ক/ সুরক্ষিত ঋণদাতার পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নীচে লেখা তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে প্রতিটি সম্পত্তির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য ও বায়না জমা (ইএমডি) উল্লেখ করা হয়েছে।

স্থাবর সম্পত্তিগুলির বিবরণ [সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত ঋণদাতার গঠনমূলক / বাস্তবিক দখলে রয়েছে]

ক্রম নং	শাখার নাম / অ্যাকাউন্টের নাম, ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তিগুলির বিবরণ এবং স্বত্বধারকের নাম [সম্পত্তি(গুলি)র বন্ধকদাতার নাম] এবং দখলের প্রকৃতি	ক) ১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) ১৩(২) নোটিসের তারিখে বকেয়া	ক) সংরক্ষণ মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বাড়ানোর মূল্য (টাকার অঙ্কে)	ই–নিলামের তারিখ ও সময়	সুরক্ষিত ঋণদাতার জানা দায় সম্পর্কিত তথ্য
১.	**শাখা অফিস: ০৭৪০১০– রানিগঞ্জ** **অ্যাকাউন্টের নাম: মেসার্স রঘুনাথচক সি এস শপ** **ঋণগ্রহীতা / সহ–ঋণগ্রহীতা / জামিনদার / অংশীদার:** **১. মেসার্স রঘুনাথচক সি এস শপ** **প্রোপ্রাইটর: মিসেস ভাগ্যলক্ষ্মী রায়,** স্বামী– প্রয়াত বিজয় নারায়ণ রায়, গ্রাম ও পোঃঅঃ– বল্লভপুর, রানিগঞ্জ– ৭১৩৩২৩ **২. মিসেস ভাগ্যলক্ষ্মী রায় (প্রোপ্রাইটর),** স্বামী– প্রয়াত বিজয় নারায়ণ রায়, গ্রাম ও পোঃঅঃ– বল্লভপুর, রানিগঞ্জ– ৭১৩৩২৩ **৩. শ্রী চন্দ্র নারায়ণ রায়,** পিতা– প্রয়াত বিজয় নারায়ণ রায়, গ্রাম ও পোঃঅঃ– বল্লভপুর, রানিগঞ্জ– ৭১৩৩২৩ **৪. শ্রী সূর্য নারায়ণ রায়,** পিতা– প্রয়াত বিজয় নারায়ণ রায়, গ্রাম ও পোঃঅঃ– বল্লভপুর, রানিগঞ্জ– ৭১৩৩২৩	**সম্পত্তি নং ১:** নিম্নোক্ত আবাসিক সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার অবস্থান: মৌজা– রঘুনাথচক, জে এল নং ২৬, এল আর খতিয়ান নং ১৫০, ৪৫৯, ৭৬৫ ও ৮২০, আর এস এবং এল আর প্লট নং ৫৯ (অংশ), জমির পরিমাপ ১০ কাঠা ১ ছটাক, বল্লভপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, জেলা– পশ্চিম বর্ধমান, ২০১২ সালের দলিল নং ৬০১১ অনুযায়ী সম্পত্তির যৌথ স্বত্বাধিকারী শ্রী সূর্য নারায়ণ রায়, পিতা– প্রয়াত বিজয় নারায়ণ রায় এবং শ্রী চন্দ্র নারায়ণ রায়, পিতা– প্রয়াত বিজয় নারায়ণ রায়। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]** **সম্পত্তি নং ২:** নিম্নোক্ত আবাসিক জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার অবস্থান: মৌজা– সাহেবগঞ্জ, থানা– রানিগঞ্জ, জেলা– পশ্চিম বর্ধমান, জে এল নং ২৫, এল আর খতিয়ান নং ৪২৫/১, আর এস এবং এল আর প্লট নং ৪২৪, মোট জমি ৩৪ শতক, ২০১৫ সালের দলিল নং ৬৭৬১ এবং ২০১৫ সালের দলিল নং ৬৭৬২ অনুযায়ী সম্পত্তির যৌথ স্বত্বাধিকারী ভাগ্যলক্ষ্মী রায়, সূর্য নারায়ণ রায় ও চন্দ্র নারায়ণ রায়। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]** **সম্পত্তি নং ৩:** নিম্নোক্ত আবাসিক জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার অবস্থান: মৌজা– সাহেবগঞ্জ, জে এল নং ২৫, আর এস খতিয়ান নং ৫৯৮, প্লট নং ৪২৫, জমির পরিমাপ ১০.৫০ কাঠা, উপরিস্থিত আবাসবাড়ির কার্পেট এরিয়া ৩২৭৬ বর্গফুট, জেলা– পশ্চিম বর্ধমান, ২০০৯ সালের দলিল নং ৪২৭৪ অনুযায়ী সম্পত্তির যৌথ স্বত্বাধিকারী ভাগ্যলক্ষ্মী রায়, চন্দ্র নারায়ণ রায় ও সূর্য নারায়ণ রায়। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	ক) ০৩.০৫.২০২৩ খ) ১৮.০৭.২০২৩ (প্রতীকী দখল) গ) ₹৪,৯১,২১,২৫৭.৭৯ (চার কোটি একানব্বই লক্ষ একুশ হাজার দুশো সাতান্ন টাকা এবং উনআশি পয়সা মাত্র), ৩১.০৩.২০২৩ অনুযায়ী	**সম্পত্তি নং ১** ক) ₹২১,৭২,০০০.০০ খ) ₹২,১৭,২০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০ **সম্পত্তি নং ২** ক) ₹৪২,১৫,০০০.০০ খ) ₹৪,২১,৫০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০ **সম্পত্তি নং ৩** ক) ₹৫০,৫০,০০০.০০ খ) ₹৫,০৫,০০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	**২৭.১০.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে**	বর্তমানে ব্যাঙ্কের জানা নেই
২.	**শাখা অফিস: ০৩০৪১০– দুর্গাপুর সিবিবি** **অ্যাকাউন্টের নাম: মেসার্স মা লক্ষ্মী রাইস মিল** **ঋণগ্রহীতা / সহ–ঋণগ্রহীতা / জামিনদার / অংশীদার:** **মেসার্স মা লক্ষ্মী রাইস মিল** **অংশীদারগণ:** **১. মিঃ অমরেশ মণি লাহা ২. মিঃ অশেষ লাহা ৩. মিঃ অলক লাহা ৪. মিঃ অনুপ লাহা ৫. মিঃ অরূপ লাহা** ধারাপাড়া, গুসকরা, বর্ধমান–৭১৩১২৮ **২. মিঃ অলক লাহা,** শ্যামলাল রোড, পোঃঅঃ– রাজবাটি, থানা ও জেলা– বর্ধমান, পিন–৭১৩১০৪ **৩. মিঃ অমরেশ মণি লাহা,** শ্যামলাল রোড, পোঃঅঃ– রাজবাটি, থানা ও জেলা– বর্ধমান, পিন–৭১৩১০৪ **৪. মিঃ অনুপ লাহা,** শ্যামলাল রোড, পোঃঅঃ– রাজবাটি, থানা ও জেলা– বর্ধমান, পিন–৭১৩১০৪ **৫. মিঃ অরূপ লাহা,** শ্যামলাল রোড, পোঃঅঃ– রাজবাটি, থানা ও জেলা– বর্ধমান, পিন–৭১৩১০৪ **৬. মিঃ অশেষ লাহা,** শ্যামলাল রোড, পোঃঅঃ– রাজবাটি, থানা ও জেলা– বর্ধমান, পিন–৭১৩১০৪	নিম্নোক্ত কারখানা জমি ও বিল্ডিংয়ের (তৎসহ যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ) সমগ্র অবিচ্ছেদ্য অংশ, অবস্থান: ১) প্লট নং ৩১৯৪, পরিমাপ– ০.৮৮ একর, মৌজা– আলুটিয়া, জে এল নং ১০২, থানা– আউশগ্রাম, জেলা– বর্ধমান, রেজিস্টার্ড বিক্রয় দলিল নং: ২৫৪২, ২৫৪৩, উভয়ের বর্ষ ১৯৬৩, দলিল নং: ২৮৪০/১৯৬৬ ও দলিল নং: ৮০৫১/১৯৭৪ অনুযায়ী শ্রী অমরেশ মণি লাহার নামে সম্পত্তি; ২) প্লট নং ২৬১৭, পরিমাপ– ০.০৭ একর, মৌজা– আলুটিয়া, জে এল নং ১০২, আর এস খতিয়ান নং ২৪৫, থানা– আউশগ্রাম, জেলা– বর্ধমান, রেজিস্টার্ড বিক্রয় দলিল নং: ২৪৫৪/১৯৬৩ এবং নং ৮০৫১/১৯৭৪ অনুযায়ী শ্রী অমরেশ মণি লাহার নামে সম্পত্তি; ৩) প্লট নং ৫০৯২, পরিমাপ– ০.০৪ একর, মৌজা– দরিয়াপুর, থানা– আউশগ্রাম, জেলা– বর্ধমান, রেজিস্টার্ড বিক্রয় দলিল নং: ৫৪৫১/১৯৭০ ও দলিল নং: ৮০৫১/১৯৭৪ অনুযায়ী শ্রী অনিমেশ মণি লাহার নামে সম্পত্তি; ৪) প্লট নং ২৬১৫, পরিমাপ– ০.২৪ একর, মৌজা– আলুটিয়া, জেএল নং ১০২, থানা– আউশগ্রাম, জেলা– বর্ধমান, রেজিস্টার্ড দানদলিল নং: ৪৪৭/১৯৮৫ অনুযায়ী শ্রী অমরেশ মণি লাহার নামে সম্পত্তি; ৫) প্লট নং ২৬১৪/৩৪৮৪, পরিমাপ– ০.৩২ একর, মৌজা– আলুটিয়া, জেএল নং ১০২, থানা– আউশগ্রাম, জেলা– বর্ধমান, দলিল নং ২৮২২/২০১৪ অনুযায়ী শ্রী অশেষ লাহা, অলোক লাহা, অনুপ লাহা, অরূপ লাহার নামে সম্পত্তি; ৬) প্লট নং ২৬১৭, পরিমাপ– ০.১৩ একর, মৌজা– আলুটিয়া, জেএল নং ১০২, থানা– আউশগ্রাম, জেলা– বর্ধমান, রেজিস্টার্ড দলিল নং ৭৮০৬/১৯৯৪ অনুযায়ী মা লক্ষ্মী রাইস মিল–এর অংশীদারগণ: অশেষ লাহা, অলক লাহা, অনুপ লাহা, অরূপ লাহার নামে সম্পত্তি। **[সম্পত্তিগুলি ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলে রয়েছে]**	ক) ২৮.০৮.২০১৮ খ) ১৩.১১.২০১৮ (প্রতীকী দখল) গ) ₹৪,০৫,৭২,০৩৯.০০ (চার কোটি পাঁচ লক্ষ বাহাত্তর হাজার উনচল্লিশ টাকা মাত্র), ৩০.০৬.২০১৮ অনুযায়ী **বাস্তবিক দখলের তারিখ: ৩১.০৮.২০২৬**	ক) ₹৩,৬৯,২৯,০০০.০০ খ) ₹৩৬,৯২,৯০০.০০ গ) ₹৫০,০০০.০০	**২৭.১০.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে**	বর্তমানে ব্যাঙ্কের জানা নেই
৩.	**শাখা অফিস: ৩১৯৭০০– দুর্গাপুর, নাচন রোড** **অ্যাকাউন্টের নাম: মেসার্স ইউনিভার্সাল পোলট্রি ফার্ম** **ঋণগ্রহীতা / সহ–ঋণগ্রহীতা / জামিনদার / অংশীদার:** **মেসার্স ইউনিভার্সাল পোলট্রি ফার্ম** **প্রোপ্রাইটর: উৎপল মুখার্জি,** পিতা– শঙ্কর মুখার্জি ঠিকানা: গ্রাম ও পোঃঅঃ– সোনাই, জেলা– বর্ধমান–৭১৩১৪৮ **শঙ্কর মুখার্জি,** পিতা– প্রয়াত গুণময় মুখার্জি, গ্রাম ও পোঃঅঃ– সোনাই, জেলা– বর্ধমান–৭১৩১৪৮ **উৎপল মুখার্জি,** পিতা– শঙ্কর মুখার্জি, গ্রাম ও পোঃঅঃ– সোনাই, জেলা– বর্ধমান–৭১৩১৪৮	দলিল নং: ১০৬১/২০১১ অনুযায়ী শঙ্কর মুখার্জি–এর স্বত্বাধীনে গ্রাম ও পোঃঅঃ– সোনাই, কোটা গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, থানা– বুদবুদ, মৌজা– সোনাই, জেলা– বর্ধমানে অবস্থিত এবং জে এল নং–৬, খতিয়ান নং ১৫০৩, এল আর খতিয়ান নং ১৭৯৬, আর এস এবং এল আর প্লট নং ১০৬৩ সংবলিত ১৮ শতক মাপের এবং সোনাই–তে ২০ ফুট চওড়া গ্রামীণ রাস্তার পাশে পোলট্রি ফার্মের জমি ও কাঠামোর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	ক) ০৭.০৪.২০১৬ খ) ২৩.০৬.২০১৬ (প্রতীকী দখল) গ) ₹৬০,৭৯,৮০২.০০ (ষাট লক্ষ উনআশি হাজার আটশো দুই টাকা মাত্র), ৩১.০৩.২০১৬ অনুযায়ী	ক) ₹২১,৯২,০০০.০০ খ) ₹২,১৯,২০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	**২৭.১০.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে**	বর্তমানে ব্যাঙ্কের জানা নেই
৪.	**শাখা অফিস: ৩১৯৭০০– দুর্গাপুর, নাচন রোড** **অ্যাকাউন্ট: মেসার্স সিনার্জি এগ্রি প্রোডাক্টস প্রাইভেট লিমিটেড** **ঋণগ্রহীতা / সহ–ঋণগ্রহীতা / জামিনদার / অংশীদার:** **১. মেসার্স সিনার্জি এগ্রি প্রোডাক্টস প্রাইভেট লিমিটেড,** গ্রাম– বারগড়িয়া, পোঃঅঃ– ধাবনী, দুর্গাপুর–৭১৩২০৫ **২. মিঃ ফ্রান্সিস অ্যান্টনি,** এমএনএভি–৪৯, বেঙ্গল অম্বুজা হাউজিং, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর–৭১৩১২৬ **৩. মিসেস ঋতু অরোরা অ্যান্টনি,** এমএনএভি–৪৯, বেঙ্গল অম্বুজা হাউজিং, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর–৭১৩১২৬ **৪. মিঃ সিসিল অ্যান্টনি,** ফ্ল্যাট নং ৭এফ, অক্সফোর্ড মার্লিন রেসিডেন্সি, ২২, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, কলকাতা–৭০০০২০ **৫. মিসেস মেরি সিসিল,** এমএনএভি–৪৯, বেঙ্গল অম্বুজা হাউজিং, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর–৭১৩১২৬	(১) সামান্য কমবেশি ৩ একর জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ, জে এল নং ৪১, মৌজা– বারগড়িয়া, পোঃঅঃ– ধাবনী, এসআরও– দুর্গাপুর, প্লট নং ১২৭৯/১৫২৮, সাব প্লট নং 'বি', খতিয়ান নং ৪০, ০৭.০৫.২০০৪ তারিখের দলিল নং ২১২৬ অনুসারে সম্পত্তির মালিকানা মেসার্স সিনার্জি এগ্রি প্রোডাক্টস প্রাইভেট লিমিটেড–এর নামে। (২) মোট ২০.১০ একরের মধ্যে সামান্য কমবেশি ৪৫ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ, জে এল নং ৪১, মৌজা– বারগড়িয়া, পোঃঅঃ– ধাবনী, প্লট নং ১২৭৯/১৫২৮, খতিয়ান নং ২৯২, ৩০৫, ৩০৭, ৩০৯, ৩১০, ৩১১, ৩১৩, ৩৭৯। ০৭.০৫.২০০৪ তারিখের দলিল নং ২৩০৯ অনুসারে সম্পত্তির মালিকানা মেসার্স সিনার্জি এগ্রি প্রোডাক্টস প্রাইভেট লিমিটেড–এর নামে। (৩) জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ, জে এল নং ৪১, মৌজা– বারগড়িয়া, পোঃঅঃ– ধাবনী, এসআরও– দুর্গাপুর, প্লট নং ১২৭৯/১৫২৮। ০৭.০৫.২০০৪ তারিখের দলিল নং ২১২৭ অনুসারে সম্পত্তির মালিকানা মেসার্স সিনার্জি এগ্রি প্রোডাক্টস প্রাইভেট লিমিটেড–এর নামে। (৪) মোট ২০.১০ একরের মধ্যে সামান্য কমবেশি ১৫.৭৯ একর জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ, জে এল নং ৪১, মৌজা– বারগড়িয়া, পোঃঅঃ– ধাবনী, এসআরও– দুর্গাপুর, প্লট নং ১২৭৯/১৫২৮, খতিয়ান নং ৪৩৬ ও ৩২৮। ০৭.০৫.২০০৪ তারিখের দলিল নং ২৩১০ অনুসারে সম্পত্তির মালিকানা মেসার্স সিনার্জি এগ্রি প্রোডাক্টস প্রাইভেট লিমিটেড–এর নামে। **[সবগুলি সম্পত্তি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	ক) ২১.০৮.২০২১ খ) ০৬.০১.২০২২ (প্রতীকী দখল) গ) ₹৬,০১,৬৩,৯১৬.১৭ (ছয় কোটি এক লক্ষ তেষট্টি হাজার নশো ষোল টাকা এবং সতেরো পয়সা মাত্র), ২১.০৮.২০২১ অনুযায়ী	ক) ₹৬,৯২,১০,০০০.০০ খ) ₹৬৯,২১,০০০.০০ গ) ₹৫০,০০০.০০	**২৭.১০.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে**	বর্তমানে ব্যাঙ্কের জানা নেই
৫.	**শাখা অফিস: ০৭৪০১০– রানিগঞ্জ** **ঋণগ্রহীতা: মেসার্স রায় এন্টারপ্রাইজ** **ঋণগ্রহীতা / সহ–ঋণগ্রহীতা / জামিনদার / অংশীদার:** **মেসার্স রায় এন্টারপ্রাইজ** **প্রোপ্রাইটর: মিঃ সরোজ রায়,** পিতা– প্রকাশ রায় পি–৫৯/৩, কলেজ রোড ইস্ট, সন্তোষী মন্দির গলি রোড, রানিগঞ্জ–৭১৩৩৪৭ **মিঃ সরোজ রায়,** পিতা– প্রকাশ রায়, পি–৫৯/৩, কলেজ রোড ইস্ট, সন্তোষী মন্দির গলি রোড, রানিগঞ্জ–৭১৩৩৪৭	(১) দলিল নং: ৫১০৭/২০১৩ অনুযায়ী সরোজ রায়–এর স্বত্বাধীনে মৌজা ও গ্রাম– সাহেবগঞ্জ, পোঃঅঃ– বল্লভপুর, থানা– রানিগঞ্জে অবস্থিত এবং জে এল নং ২৫, এল আর খতিয়ান নং ৪০৩ ও ৪২৭, হাল এল আর খতিয়ান নং ১৮৭৩, প্লট নং ১৪০ ও ১৪২ সংবলিত ২ কাঠা ৮ ছটাক (০.০৪১ একর) মাপের ভূসম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ। (২) দলিল নং: ৪২২৪/২০১৩ অনুযায়ী সরোজ রায়–এর স্বত্বাধীনে মৌজা ও গ্রাম– সাহেবগঞ্জ, পোঃঅঃ– বল্লভপুর, থানা– রানিগঞ্জে অবস্থিত এবং জে এল নং ২৫, আর এস খতিয়ান নং ৪০৩, ৪২৭, ৩১৯, এল আর খতিয়ান নং ২৪১৭, প্লট নং ৩৭ ও ৫৫ সংবলিত ২ কাঠা (০.০৩৩ একর) মাপের ভূসম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ। (৩) দলিল নং: ৭৫৮/২০১৩ অনুযায়ী সরোজ রায়–এর স্বত্বাধীনে মৌজা– জেমুয়া, পোঃঅঃ ও থানা– মেজিয়া, মেজিয়া গার্লস হাই স্কুলের কাছে, জেলা– বাঁকুড়া–তে অবস্থিত এবং জে এল নং ১১, আর এস খতিয়ান নং ২২৮২, এল আর খতিয়ান নং ২৫৫৪, প্লট নং ১৭২৬ সংবলিত ৭.৭৫ শতক মাপের ভূসম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ। **[সবগুলি সম্পত্তি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	ক) ০১.০১.২০১৯ খ) ১২.০৩.২০১৯ (প্রতীকী দখল) গ) ₹২৬,৫৮,১৩৪.৮৩ (ছাব্বিশ লক্ষ আটান্ন হাজার একশো চৌত্রিশ টাকা এবং তিরাশি পয়সা মাত্র), ৩১.১২.২০১৮ অনুযায়ী	**সম্পত্তি নং ১** ক) ₹৬,১২,০০০.০০ খ) ₹৬১,২০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০ **সম্পত্তি নং ২** ক) ₹৬,৩১,০০০.০০ খ) ₹৬৩,১০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০ **সম্পত্তি নং ৩** ক) ₹৯,১৯,০০০.০০ খ) ₹৯১,৯০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	**২৭.১০.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে**	বর্তমানে ব্যাঙ্কের জানা নেই
৬.	**শাখা অফিস: আসানসোল মুরগাসোল (০৩০৫১০)** **অ্যাকাউন্ট: গ্লোবাল ইন্ডিয়া** **ঋণগ্রহীতা/ সহ–ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ অংশীদার:** **১. শ্রী নরেন্দ্র প্রতাপ,** পিতা– বাসুদেও নারায়ণ সিং ৪৫৪ (৪/১), বি ডি মহল্লা, ডিএভি স্কুল রোড, আসানসোল–৭১৩৩০১	'গণপতি ভিলা' নামক জি+৪ তলবিশিষ্ট বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে কমার্শিয়াল শপ নং ১ ও ৫–এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– আসানসোল মিউনিসিপ্যালিটি, থানা– আসানসোল, জেলা– পশ্চিম বর্ধমান, জে এল নং ২০, ওয়ার্ড নং ১১, হোল্ডিং নং ২১/বি, আর এস প্লট নং ৯৭৩, খতিয়ান নং ১৪৫৫৫ থেকে ১৪৫৫৮, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৩৭৬ বর্গফুট, তৎসহ উক্ত বিল্ডিংয়ের নিম্নস্থিত জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ ভোগদখলের সমানাধিকার, ২০১৬ সালের দলিল নং ৯২১৫ অনুযায়ী স্বত্বধারক: নরেন্দ্র প্রতাপ। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	ক) ০১.১১.২০১৯ খ) ০৩.০১.২০২০ (প্রতীকী দখল) গ) ₹৫৯,৩৬,৯০৯.৫২ (উনষাট লক্ষ ছত্রিশ হাজার নশো নয় টাকা এবং বাহান্ন পয়সা মাত্র)	ক) ₹১৯,৪৭,০০০.০০ খ) ₹১,৯৪,৭০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	**২৭.১০.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে**	বর্তমানে ব্যাঙ্কের জানা নেই
৭.	**শাখা অফিস: জি টি রোড আসানসোল (৩১৯৩০০)** **অ্যাকাউন্টের নাম: সন্তোষ কুমার চৌধরী** **ঋণগ্রহীতা/ সহ–ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ অংশীদার:** **১. মিঃ সন্তোষ কুমার চৌধরী,** পিতা– প্রয়াত রামবাহাদুর চৌধরী **২. মিসেস পিঙ্কি দেবী,** স্বামী– মিঃ সন্তোষ কুমার চৌধরী কোয়ার্টার নং ৩৪/বি, স্ট্রিট নং ২২, শ্রীলতা মাঠের কাছে, এরিয়া–৪, পোঃঅঃ ও থানা– চিত্তরঞ্জন, জেলা– পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ–৭১৩৩৩১ মোবাইল: ৯৯৩৩৬৫৯৯২০ / ৭০০৪৮০৬১৯৮	মোট ১৩২৩ বর্গফুট কভার্ড এরিয়া বিশিষ্ট একতলা আবাসবাড়ির (কল্লা গ্রাম পঞ্চায়েত দ্বারা অনুমোদিত বিল্ডিং প্ল্যান মোতাবেক নির্মিত) অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: জেলা– পশ্চিম বর্ধমান, মৌজা– মনোহরা, থানা– সালানপুর, কল্লা গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, জে এল নং ৫৩, এল আর এবং আর এস প্লট নং ০৫, এল আর খতিয়ান নং ৭১৫, জমির পরিমাপ– ০৫ কাঠা [মিঃ সন্তোষ কুমার চৌধরীর (PAN: AEXPC2075E) নামে রেজিস্টার্ড], ২০২৩ সালের বিক্রয় দলিল নং I–৩৯৮৬ অনুসারে। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– বাবলু শর্মার বাড়ি; দক্ষিণ– রাস্তা (কাঁচা রাস্তা); পূর্ব– অন্যের ফাঁকা জমি; পশ্চিম– অন্যের ফাঁকা জমি। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	ক) ১১.১১.২০২৪ খ) ২২.০১.২০২৫ (প্রতীকী দখল) গ) ₹৪০,৪৪,৫৯৬.৯৮ (চল্লিশ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার পাঁচশো ছিয়ানব্বই টাকা এবং আটানব্বই পয়সা মাত্র)	ক) ₹১৬,৮৭,০০০.০০ খ) ₹১,৬৮,৭০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	**২৭.১০.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে**	বর্তমানে ব্যাঙ্কের জানা নেই
৮.	**শাখা অফিস: আসানসোল স্টেশন বাজার (১৬১১২০)** **ঋণগ্রহীতা/ সহ–ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ অংশীদার:** **১. মিঃ রাজেশ বাঁশফোর,** পিতা– প্রয়াত বিশ্বনাথ বাঁশফোর কল্লা নিচু পাড়া কলোনি, সন্তোষী মা মন্দিরের কাছে, পোঃঅঃ– কল্লা সি এইচ, থানা– আসানসোল নর্থ, জেলা– পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ–৭১৩৩৪০ বিকল্প ঠিকানা: মিঃ রাজেশ বাঁশফোর, পিতা– প্রয়াত বিশ্বনাথ বাঁশফোর, ১০/১১ নং গলি কাঁকিনাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ–৭৪৩১২৬	গ্রাউন্ড ফ্লোর ও ফার্স্ট ফ্লোর নিয়ে গঠিত দোতলা বাড়ি সমেত সামান্য কমবেশি ৭৫০ (সাতশো পঞ্চাশ) বর্গফুট জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– কল্লা, থানা– আসানসোল নর্থ, পুরনো ওয়ার্ড নং ৩২, নতুন ওয়ার্ড নং ১৪, প্রেমিসেস/ হোল্ডিং নং ৬৭৮/এন, জে এল নং ২৮, আর এস খতিয়ান নং ৬৭৯, এল আর খতিয়ান নং ১৭৮৫, এল আর প্লট নং ৭৩২, জেলা– পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭১৩৩৪০, আসানসোল পুরনিগমের এলাকাধীন, মোট কভার্ড এরিয়া ১০৪০ বর্গফুট (গ্রাউন্ড ফ্লোরে ৫৬০ বর্গফুট এবং ফার্স্ট ফ্লোরে ৪৮০ বর্গফুট)। ২০২০ সালের দলিল নং I–৩৩২ অনুসারে সম্পত্তিটি রাজেশ বাঁশফোর–এর নামে রেজিস্টার্ড। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	ক) ২১.০৯.২০২৪ খ) ০৯.১২.২০২৪ (প্রতীকী দখল) গ) ₹২০,৬৬,৩১৫.৯০ (কুড়ি লক্ষ ছেষট্টি হাজার তিনশো পনেরো টাকা এবং নব্বই পয়সা মাত্র)	ক) ₹১৬,৪৩,০০০.০০ খ) ₹১,৬৪,৩০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	**২৭.১০.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে**	বর্তমানে ব্যাঙ্কের জানা নেই
৯.	**শাখা অফিস: বার্নপুর (০৮৫৮২০)** **ঋণগ্রহীতা/ সহ–ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ অংশীদার: ১. মিসেস কুসুম মাহাতো,** স্বামী– নীরজ কুমার প্রসাদ, ধরমপুর কাঁটা রোড, বার্নপুর, পশ্চিমবঙ্গ–৭১৩৩২৫ **২. মিঃ নীরজ কুমার প্রসাদ,** পিতা– ভোলানাথ প্রসাদ, ধরমপুর কাঁটা রোড, বার্নপুর, পশ্চিমবঙ্গ–৭১৩৩২৫	নিম্নোক্ত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: এমএফ প্লাজা নামে জি+৪ বিল্ডিংয়ের ৪ নং ফ্লোরে সামান্য কমবেশি ৮৪৪ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া (কার্পেট এরিয়া প্রায় ৬৮০ বর্গফুট) বিশিষ্ট আবাসিক ফ্ল্যাট নং ডি–৩ এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ, তৎসহ বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে একটি টু–হুইলার পার্কিং স্পেসের (মাপ প্রায় ৩৫ বর্গফুট) অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: জেলা– পশ্চিম বর্ধমান, থানা– আসানসোল, মহকুমা ও অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস– আসানসোল, মৌজা জে এল নং ৩৫, মুরগাসোল গুরুদোয়ারার কাছে, এস পি মুখার্জি রোড, আর এস প্লট নং ৯৫১, আর এস খতিয়ান নং ৪৫৪, এল আর প্লট নং ১১৪৪, এল আর খতিয়ান নং ২৩১৯, ওয়ার্ড নং ১৯ (পুরনো), নতুন নং ৪১, আসানসোল পুরনিগমের এলাকাধীন, ২০২৫ সালের দলিল নং I–২৩০৫০৪১৭২ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বধারক কুসুম মাহাতো, স্বামী– শ্রী নীরজ কুমার প্রসাদ। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	ক) ১৩.০৮.২০২৫ খ) ২১.১০.২০২৫ প্রতীকী দখল গ) ₹২৩,২৪,৪৮৭.০০ (তেইশ লক্ষ চব্বিশ হাজার চারশো সাতাশি টাকা মাত্র), ০৯.০৮.২০২৫ অনুযায়ী	ক) ₹১৯,৮৩,০০০.০০ খ) ₹১,৯৮,৩০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	**২৭.১০.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে**	বর্তমানে ব্যাঙ্কের জানা নেই

শর্ত ও নিয়মাবলি:

এই বিক্রি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–তে নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলির পাশাপাশি নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষ হবে:

১. সম্পত্তিগুলি 'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হচ্ছে।
২. ওপরের তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলির বিবরণ অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বসেরা জ্ঞান ও তথ্যানুসারে বর্ণিত হয়েছে। তবে এই ঘোষণাপত্রে কোনও প্রকার ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা অনুল্লেখের জন্য অনুমোদিত আধিকারিক জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ থাকবেন না।
৩. এই বিক্রি **২৭.১০.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে** https://www.baanknet.com ওয়েবসাইটে দেওয়া ই–নিলাম প্ল্যাটফর্মে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা আয়োজিত হবে।
৪. বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক https://www.baanknet.com ওয়েবসাইট দেখুন।
৫. বিক্রির শর্ত ও নিয়মাবলি সম্পর্কিত প্রশ্নের ব্যাখ্যা পেতে আগ্রহী বিডারগণ অনুগ্রহপূর্বক এই ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করবেন: **মিঃ অশোক কুমার (চিফ ম্যানেজার), মোবাইল: ৯১০২৪০৫৭৯০।**

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট অ্যামেন্ডমেন্ট রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬) ও ৯(১) অধীনে ৩০/১৫ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ৩০.০৯.২০২৬
স্থান: দুর্গাপুর

অনুমোদিত আধিকারিক
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর রুল রুল ৮(৬) ও ৯(১) অধীনে বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

Bank of India BOI Relationship Beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড শাখা
৬৭বি বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা– ৭০০০১৯
ই–মেল– BC Road.Kolkata@bankofindia.bank.in

বকেয়া লকার ভাড়া প্রদানের জন্য নোটিস

নং	লকার স্বত্বধারকের নাম	ঠিকানা	বকেয়া লকার ভাড়া (₹)	পাঠানো নোটিসের বিবরণ	বকেয়ার তারিখ
১	প্রীতি খৈতান লকার নং: ০০১৯৯২	অ্যাক্টিভ একরস ব্লক ১৫ বি ফ্ল্যাট ১৯জি, ৫৪/১০, ডিসি দে রোড, টাওয়ার ৫ বি, কলকাতা– ৭০০০১৫	₹৭০০০/–	০৬.১১.২০২৪, ০৯.১২.২০২৫, ১৫.০৬.২০২৬ চূড়ান্ত নোটিস ১৭.০৯.২০২৬	২০.০৩.২০২৩

উপরোক্ত সকল লকার স্বত্বধারক ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড শাখায় লকার বজায় রেখেছেন। আমরা উপরোক্ত সারণির ৫ নং কলামে উল্লিখিত তারিখগুলিতে বকেয়া লকার ভাড়া মেটানোর বিষয়ে বিভিন্ন যোগাযোগ করেছি। তবে, বিভিন্ন রিমাইন্ডার সত্ত্বেও তা মেটানো হয়নি। সমস্ত লকার স্বত্বধারকদের আবারও এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে উপরোক্ত সারণির ৪ নং কলামে উল্লিখিত বকেয়া ভাড়া জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। ভাড়া না মেটানো হলে, এই প্রকাশনা/ নোটিসের তারিখ থেকে ১৫ দিন পর ব্যাঙ্ক তাদের (লকার স্বত্বধারকদের) নিজস্ব খরচ, ব্যয় এবং চার্জে সম্পূর্ণ তাদের নিজস্ব ঝুঁকি ও দায়িত্বে ড্রিল করে লকারটি খুলবে।

তারিখ: ০১.১০.২০২৬, স্থান: কলকাতা — **অনুমোদিত আধিকারিক, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

SBI

এএমসিসি মালদা (৬৩০০০)
সেকেন্ড ফ্লোর, কালেক্টোরেট বিল্ডিংয়ের নিকটে
পোস্ট–মালদা, জেলা মালদা, পশ্চিমবঙ্গ–৭৩২১০১
ই–মেল: sbi.63000@sbi.co.in

SBI CAR BAZAR

ই–নিলাম নোটিস

অনুমোদিত আধিকারিক সম্পর্কিত তথ্য: নাম: পঙ্কজ কুমার, মোবাইল: ৭০০৪০২৯১৩৬/৯৪৩১৯৮৩৭৮৭, ই–মেল: sbi.63000@sbi.co.in

গাড়ি ক্রোক এবং বিক্রি সম্পর্কিত প্রামাণ্য কার্যাবলির উপায় মোতাবেক গাড়ি বিক্রির নোটিস (অ্যানেক্সার–১)

ই–নিলামের তারিখ ও সময়: ২৩.১০.২০২৬
সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টা, প্রতি বিডের জন্য ১০ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণে
প্রি–বিড ইএমডি প্রদানের শেষ তারিখ: 'আগ্রহী বিডার সর্বশেষ ২২.১০.২০২৬ বা তার আগে প্রি–বিড ইএমডি প্রদান করতে পারেন। সময়: বিকাল ৩টা ৫৫ মিনিট। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে এই অর্থাঙ্ক জমার নিশ্চয়তা প্রাপ্তির পরেই বিডারের প্রতি প্রি–বিড ইএমডির ক্রেডিট দেওয়া হবে এবং সেই তথ্য ই–নিলামের ওয়েবসাইটে আপডেট করে দেওয়া হবে। ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়া মোতাবেক এতে কিছু সময় লাগতে পারে এবং এই কারণে নিজ স্বার্থেই শেষ মিনিটে সমস্যা এড়াতে যথেষ্ট সময় হাতে থাকতেই প্রি–বিড ইএমডি অর্থাঙ্ক প্রদানের জন্য বিডারদের প্রতি পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।'
পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ১৬.১০.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টা

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার(গণ)–এর প্রতি এই নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা বাস্তবিক দখল নেওয়া এবং সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে রেহানাবদ্ধ/ বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ করা নিম্নবর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তি নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতার থেকে সুরক্ষিত ঋণদাতার পাওনা অর্থাঙ্ক, তৎসহ এই সুরক্ষিত পরিসম্পদ বিক্রির নোটিস প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত আদায়ীকৃত অর্থাঙ্ক (যদি থাকে) বাদে উদ্ভূত সুদ, মাশুল ও খরচাপাতি পুনরুদ্ধারের জন্য **'যেখানে যেমন আছে', 'যেভাবে আছে' ও 'যা কিছু আছে'** ভিত্তিতে ২৩.১০.২০২৬ তারিখে বিক্রি করা হবে।

জানা দায় (যদি থাকে) সমেত অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সংরক্ষণ মূল্য	বায়না অর্থাঙ্ক / বিড বাড়ানোর মূল্য
নির্মাতা ও মডেল: রেনল্ট ইন্ডিয়া প্রাঃ লিঃ, **মডেল:** TRIBER RXZ MT BS VI, **বডি টাইপ:** স্টেশন ওয়াগন, **রেজিস্ট্রেশন নম্বর:** WB84H5884, **ইঞ্জিন নম্বর:** B4DF424E036711, **চ্যাসিস নম্বর:** MEERBC009P7185718, **গাড়িটি চাঁচোল অটোতে রেজিস্টার্ড, স্বত্বাধিকারীর নাম: মিসেস বিউটি বিবি**	**₹৫,৪৯,৪৫০.০০ (পাঁচ লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার চারশো পঞ্চাশ টাকা মাত্র)**	**সংরক্ষণ মূল্যের ১০% ₹৫৪,৯৪৫/–** বিড বাড়ানোর মূল্য: ₹১০০০/–

বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য, অনুগ্রহপূর্বক সুরক্ষিত ঋণদাতা অর্থাৎ, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার www.sbi.co.in ওয়েবসাইটে দেওয়া লিঙ্ক দেখুন এবং ই–নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনা সম্পর্কে জানতে, অনুগ্রহপূর্বক https://www.baanknet.com ওয়েবসাইটে দেওয়া লিঙ্ক দেখুন।

তারিখ: ০১.১০.২০২৬
স্থান: এএমসিসি মালদা

অনুমোদিত আধিকারিক
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

দখল বিজ্ঞপ্তি

এডেলওয়েইস অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড
CIN: U67100MH2007PLC174759
রিটেল সেন্ট্রাল ও রেজিস্টার্ড অফিস: এডেলওয়েইস হাউস, সিএসটি রোডের ওপর, কলিনা, মুম্বই–৪০০০৯৮

পরিশিষ্ট IV [রুল–৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর [রুল ৩]–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট [অ্যাক্ট], ২০০২–এর ১৩(১২) ধারাধীনে নিম্ন উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাগণের প্রতি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।
পরবর্তীতে এখানে নীচে উল্লিখিত ভারার্পণকারী এখানে উল্লিখিত ট্রাস্টের (এখানে পরে ইএআরসি হিসাবে উল্লিখিত) ট্রাস্টি রূপে/নিজ ক্ষমতাবলে কার্য করার জন্য উক্ত আর্থিক পরিসম্পদ **এডেলওয়েইস অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড**–এর প্রতি হস্তান্তর করেছে। উক্ত ভারার্পণ চুক্তির প্রেক্ষিতে, সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর ৫ নং ধারাধীনে ইএআরসি উক্ত ভারার্পণকারীর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে এবং জামিনস্বার্থ, গ্যারান্টি, বন্ধকি সমেত সুরক্ষিত ঋণদাতার থেকে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার তরফে গৃহীত আর্থিক সহায়তার প্রেক্ষিতে উক্ত আর্থিক পরিসম্পদের ওপর যাবতীয় অধিকার, স্বত্ব ও স্বার্থ ইএআরসি–এর ওপর বর্তেছে এবং এবং সুরক্ষিত ঋণদাতা রূপে ইএআরসি তার যাবতীয় অধিকার প্রয়োগ করছে।
উক্ত ঋণগ্রহীতা দাবিকৃত অর্থাঙ্ক পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতা ও জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী **এডেলওয়েইস অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড**–এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল নং ৮–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৪) নং উপধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে প্রতিটি সম্পত্তির পাশে উল্লিখিত তারিখে এখানে ওপরে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

ক্রম নং	ভারার্পণকারীর নাম	ট্রাস্টের নাম	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহীতা ও সহ–ঋণগ্রহীতার নাম	দাবিকৃত অর্থাঙ্ক ও দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ	দখলের তারিখ	দখলের প্রকৃতি
১	এইচডিবি ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড	ইএআরসি ট্রাস্ট এসসি–৪৮২	৬০৮৭০০০	১. মেসার্স দেবনাথ ভাণ্ডার ('ঋণগ্রহীতা') ২. মিঃ সুশান্ত দেবনাথ (সহ–ঋণগ্রহীতা) ৩. মিস অনিমা দেবনাথ (সহ–ঋণগ্রহীতা)	৯ আগস্ট, ২০২৩ এবং ₹৩০,০৭,৬৭৪.২২	২৫.০৯.২০২৬	বাস্তবিক দখল

সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণ: উপরিস্থিত ১০০ বর্গফুটের টালির শেডের কাঠামো সহ ২ কাঠা ও ২ বর্গফুট মাপের জমির সমগ্র, অংশত আর এস দাগ নং ২০৫, আর এস খতিয়ান নং ২৩৫, এল আর খতিয়ান নং ৫২৩/১, জে এল নং ৩৬, মৌজা চকচতুরিয়া, থানা বারাসত, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, বর্তমানে জানা ও চিহ্নিত মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ২৯০৯/১৬০, রবীন্দ্র নগর, বারাসত পুরসভার ওয়ার্ড নং ৪।

উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থান অনুযায়ী প্রাপ্য মেয়াদের মধ্যে এই সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে। বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা উপরিলিখিত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্যে সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও প্রকার লেনদেন ওপরে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক এবং এর ওপর সুদ সমেত **এডেলওয়েইস অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড**–এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।

স্থান: পশ্চিমবঙ্গ
তারিখ: ০১.১০.২০২৬

স্বাঃ– অনুমোদিত আধিকারিক
এডেলওয়েইস অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড

Edelweiss Asset Reconstruction

ICICI Bank

ব্রাঞ্চ অফিস: আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিজিওনাল প্রসেসিং সেন্টার, বিপি–৪, টেকনোপলিস বিল্ডিং, ফ্লোর নং ১৩, সেক্টর ৫, সল্ট লেক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০০৯১

প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি – সুরক্ষিত পরিসম্পদ বিক্রির জন্য টেন্ডার তথা ই–নিলাম

[রুল ৮(৬)–এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য]

স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা বাস্তবিক দখল নেওয়া ও সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দাখিলযোগ্য নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি 'যেখানে আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেমন আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে যার সংক্ষিপ্ত তথ্য এখানে নীচে দেওয়া হয়েছে:–

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা/ সহ–ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারগণ–এর নাম ও লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	জানা দায় (যদি থাকে) সমেত সুরক্ষিত পরিসম্পদের বিবরণ	বকেয়া অর্থাঙ্ক	সংরক্ষণ মূল্য / বায়না জমা	সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়	ই–নিলামের তারিখ ও সময়
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
১.	মিঃ অরুণ কুমার মণ্ডল (ঋণগ্রহীতা) বরুণ মণ্ডল, শান্তনু মণ্ডল (সহ–ঋণগ্রহীতাগণ) LBCAL00005391414	হোল্ডিং নং ৩৫/৩, বাকসাড়া রোড, থানা– শিবপুর, ডিস্ট্রিক্ট রেজিস্ট্রি এবং সাব রেজিস্ট্রি অফিস– হাওড়া, জেলা– হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, জমির পরিমাপ ২ কাঠা ১০ ছটাক ২৯ বর্গফুট, তৎসহ বাড়ি।	₹ ২৬,৪৭,২৭২/– ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ অনুযায়ী	₹ ৫৮,৫০, ০০০/– ₹ ৫,৮৫, ০০০/–	১৪ অক্টোবর, ২০২৬ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো	২৭ অক্টোবর, ২০২৬ সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে শুরু
২.	মিসেস জ্যোৎস্না গায়েন (ঋণগ্রহীতা) প্রভাস গায়েন (সহ–ঋণগ্রহীতা) লোন অ্যাকাউন্ট নং: LBHOW00005723367	ফ্ল্যাট নং সি–৩০৫, ব্লক 'সি', ৩ নং ফ্লোর, হোল্ডিং নং ১, শিবতলা ঘাট লেন, আর এস নং ১৭৬৪, জে এল নং ৯, মৌজা– ভদ্রকালী, পরগনা– বোরো, উত্তরপাড়া, সাব–রেজিস্ট্রেশন অফিস– শ্রীরামপুর, জেলা– হুগলি, উত্তরপাড়া, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৩৫০ বর্গফুট (বিল্ট আপ এরিয়া ১০৮০ বর্গফুট), তৎসহ গ্রাউন্ড ফ্লোরে একটি আচ্ছাদিত কার পার্কিং স্পেস, তৎসহ বিল্ডিংয়ের নিম্নস্থিত জমির অবিভক্ত অবিভাজ্য সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ ও স্বার্থ ভোগদখলের সমানাধিকার।	₹ ৩১,৪৯,৭৬৩/– ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ অনুযায়ী	₹ ৩৫,০০, ০০০/– ₹ ৩,৫০, ০০০/–	১৫ অক্টোবর, ২০২৬ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো	২৭ অক্টোবর, ২০২৬ সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে শুরু
৩.	মিঃ রাজেশ নাহাটা (ঋণগ্রহীতা) গুঞ্জা নাহাটা (সহ–ঋণগ্রহীতা) লোন অ্যাকাউন্ট নং: LBHOW00004958804	ফ্ল্যাট নং ৪ডি, ফ্লোর নং ৪, মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং ২, নারায়ণ চন্দ্র সেন লেন (পূর্বতন মির পাড়া), ওয়ার্ড নং ১০, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, থানা– গোলাবাড়ি, জেলা– হাওড়া, হাওড়া–৭১১১০৬, পশ্চিমবঙ্গ, পরিমাপ– ৮৭৬ বর্গফুট (কভার্ড এরিয়া), তৎসহ বিল্ডিংয়ের নিম্নস্থিত জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ।	₹ ২৪,২২,৫০৯/– ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ অনুযায়ী	₹ ২১,৫০, ০০০/– ₹ ২,১৫, ০০০/–	১৫ অক্টোবর, ২০২৬ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো	২৭ অক্টোবর, ২০২৬ সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে শুরু
৪.	মিঃ প্রসেনজিৎ গাঙ্গুলি (ঋণগ্রহীতা) লিভিয়া গাঙ্গুলি (সহ–ঋণগ্রহীতা) লোন অ্যাকাউন্ট নং: LBHOW00005692425 LBHOW00005692435	ফ্ল্যাট নং 'এ', গ্রাউন্ড ফ্লোর, বন্ধন আবাসন, আর এস এবং এল আর দাগ নং ১২৩৩, ১২৩২/১৫৮৯, খতিয়ান নং ৪২৩, ৩৫৮, জে এল নং ৫৯, মৌজা– খাদিনান, থানা– বাগনান, বাগনান ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা– হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, কভার্ড এরিয়া ৭৬১.৭৪ বর্গফুট অর্থাৎ, ৯১৪.০৮ বর্গফুটের সমতুল সুপার বিল্ট আপ এরিয়া।	₹ ৪৮,৩২,৫৮১/– ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ অনুযায়ী	₹ ২৪,৩০, ০০০/– ₹ ২,৪৩, ০০০/–	১৪ অক্টোবর, ২০২৬ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো	২৭ অক্টোবর, ২০২৬ সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে শুরু
৫.	মিসেস চয়নিকা সরকার (ঋণগ্রহীতা) মদন সরকার (সহ–ঋণগ্রহীতা) লোন অ্যাকাউন্ট নং: LBHOW00005869538 TBHOW00006488543	শপ রুম/ ইউনিট নং ১৫, ফার্স্ট ফ্লোর, উলুবেড়িয়া লক মার্কেট, আর এস দাগ নং ৬৬৭/১৮৫৩, এল আর দাগ নং ৮৪৯, আর এস খতিয়ান নং ১৪২৮, এল আর খতিয়ান নং ৩০৭৬, জে এল নং ১০৯, ওয়ার্ড নং ২২, মৌজা– উলুবেড়িয়া, থানা– উলুবেড়িয়া, উলুবেড়িয়া পুরসভা, জেলা– হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭১১৩১৫, বিল্ট আপ এরিয়া ২১১.৬০ বর্গফুট এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ২৫৩.৯২ বর্গফুট, তৎসহ উক্ত জমির অবিভক্ত অবিভাজ্য সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ এবং অপরাপর সহ–ইউনিট মালিকদের সঙ্গে যৌথভাবে যৌথ এলাকা, সিঁড়ি, পরিসর, সুযোগ–সুবিধা ভোগদখলের সমানাধিকার।	₹ ১৬,৩২,৪৯৬/– ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ অনুযায়ী	₹ ৭,২০, ০০০/– ₹ ৭২,০০০/–	১৪ অক্টোবর, ২০২৬ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো	২৭ অক্টোবর, ২০২৬ সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে শুরু

অনলাইন নিলাম প্রক্রিয়াটি আমাদের নিলাম এজেন্সি মেসার্স ভ্যালু ট্রাস্ট ক্যাপিটাল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড (ইউআরএল লিঙ্ক: https://BidDeal.in)–এর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আয়োজিত হবে। এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট বন্ধকদাতাগণ/ বিজ্ঞপ্তি গ্রহীতাগণকে ২৬ অক্টোবর, ২০২৬ বিকেল ৫টার মধ্যে সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থাঙ্ক সুদসমেত পরিশোধের জন্য শেষ সুযোগ দেওয়া হল, অন্যথায় নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী এই সুরক্ষিত পরিসম্পদ বিক্রি করা হবে।
সম্ভাব্য ডাকদাতা(গণ)–কে অবশ্যই ওপরে উল্লিখিতমতো (ওপরের টেবলের কলাম নং 'E' দ্রষ্টব্য) বায়না জমা বাবদ অর্থাঙ্ক (ইএমডি) ডিমান্ড ড্রাফ্ট (ডিডি) রূপে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিজিওনাল প্রসেসিং সেন্টার, বিপি–৪, টেকনোপলিস বিল্ডিং, ফ্লোর নং ১৩, সেক্টর ৫, সল্ট লেক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০০৯১ ঠিকানাস্থিত অফিসে ২৬ অক্টোবর, ২০২৬ বিকেল ৫টার মধ্যে জমা দিতে হবে এবং তার পরে সর্বশেষ ২৬ অক্টোবর, ২০২৬ বিকেল ৫টার মধ্যে ওপরে লেখা ওয়েবসাইটে নিজেদের দরপ্রস্তাব ইএমডি জমার প্রমাণ হিসেবে ব্যাঙ্কের তরফে প্রাপ্তিস্বীকার করা ডিমান্ড ড্রাফ্টের স্ক্যান করানো কপি সমেত দাখিল করতে হবে। অনুগ্রহপূর্বক খেয়াল রাখবেন, সম্ভাব্য ডাকদাতা(গণ) ওয়েবসাইটের মাধ্যমে দরপ্রস্তাব জমা দিতে না পারলে টেন্ডার ডকুমেন্টের স্বাক্ষরিত কপি স্ক্যান করিয়ে সর্বশেষ ২৬ অক্টোবর, ২০২৬ বিকেল ৫টার মধ্যে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিজিওনাল প্রসেসিং সেন্টার, বিপি–৪, টেকনোপলিস বিল্ডিং, ফ্লোর নং ১৩, সেক্টর ৫, সল্ট লেক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০০৯১ ঠিকানায় জমা দিতে হবে। ইএমডি বাবদ অর্থাঙ্ক কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত/তফসিলভুক্ত ব্যাঙ্ক থেকে 'ICICI Bank Limited'–এর অনুকূলে Kolkata–তে প্রদেয় ডিমান্ড ড্রাফ্ট/ পে–অর্ডার রূপে জমা দিতে হবে। সম্পত্তি পরিদর্শন, নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলি অথবা টেন্ডার জমা দেওয়া সংক্রান্ত প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর পেতে অনুগ্রহপূর্বক আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর প্রতিনিধির সঙ্গে ৯১৬৮৬৮৮৫২৯ নম্বরে যোগাযোগ করবেন।
কোনও কারণ না দেখিয়ে যে কোনও অথবা সমস্ত দরপ্রস্তাব বাতিল করার অধিকার অনুমোদিত আধিকারিকের থাকবে। বিক্রির শর্ত ও নিয়মাবলি বিশদে জানতে অনুগ্রহপূর্বক এই ওয়েবসাইট দেখুন: www.icicibank.com/n4p4s।

তারিখ: ১ অক্টোবর, ২০২৬
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত আধিকারিক
আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড

কেনরা বৈঁক Canara Bank সিন্ডিকেট Syndicate

জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সেকশন
৫ নং ফ্লোর, বেলস হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট
কলকাতা– ৭০০০১৬, মোবাইল: ৭৫৬৭৮৪৪৬৬৬
ই–মেল: pecokol@canarabank.com

বিইই সার্টিফায়েড ইলেকট্রিক্যাল অডিটরদের জন্য দরপত্র আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি

কানাড়া ব্যাঙ্ক–এর বিভিন্ন শাখায় ইলেকট্রিক্যাল অডিট বা বৈদ্যুতিক নিরীক্ষা পরিচালনার জন্য ইলেকট্রিক্যাল অডিটরদের প্যানেলভুক্তির উদ্দেশ্যে **বিইই সার্টিফায়েড** এজেন্সি/ ফার্ম/ কোম্পানি ইত্যাদির কাছ থেকে সিলমোহরযুক্ত দরপত্র আহ্বান করছে কানাড়া ব্যাঙ্ক।

আবেদনপত্রটি ওয়েবসাইট : **www.canarabank.com** থেকে বিনামূল্যে ডাউনলোড করা যেতে পারে অথবা **কানাড়া ব্যাঙ্ক, সার্কল অফিস, কলকাতা**–এর অনুকূলে প্রদেয় অফেরতযোগ্য ডিডি–এর মাধ্যমে **₹২৫০.০০ মূল্যে** আমাদের উপরোক্ত কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে। **'দ্য অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার, জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সেকশন, কানাড়া ব্যাঙ্ক, সার্কল অফিস, কলকাতা'**–এর উদ্দেশ্যে উপরোক্ত কার্যালয়ের ঠিকানায় সিলমোহরযুক্ত দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ **০৭.১০.২০২৬, বিকাল ৩টে** পর্যন্ত। আবেদনপত্র রেজিস্টার্ড ডাক/ কুরিয়ারের মাধ্যমে পাঠানো যেতে পারে অথবা উপরোক্ত কার্যালয়ে সশরীরে জমা দেওয়া যেতে পারে।

ব্যাঙ্ক যে কোনো আবেদনপত্র গ্রহণ/ প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে এবং এই বিষয়ে কোনো যোগাযোগ গ্রাহ্য করা হবে না।

তারিখ: ৩০.০৯.২০২৬
স্থান: কলকাতা

স্বাঃ/– অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার
সার্কল অফিস, কলকাতা

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक Indian Overseas Bank
Regional Office Kolkata-II, 119, Park Street, White House, Kolkata - 700016.

Contai Branch; Serpur Etwaribar, Contai-Mecheda Bye Pass Road, Contai, West Bengal-721401. Ph: 8925953621, Email id: iob3621@iob.bank.in

CORRIGENDUM

Refer to the E-Auction Notice published on 30.09.2026 in Financial Express & Aajkaal related to the A/c of – **MR. SANDIP KUMAR PAUL (Borrower & Mortgagor).** Possession status of the property should be read as **"Constructive/Symbolic"** instead of **'Constructive/Physical'**. All other descriptions will remain unchanged.

Authorised Officer
Indian Overseas Bank

NOTICE

E. C. (COM) No. 344 of 2026
IN THE HIGH COURT AT CALCUTTA
COMMERCIAL DIVISION
ORIGINAL SIDE

Hylone Merchants Private Limited
-Decree Holder
-Versus-
Uttam Chatterjee
-Judgement Debtor

The aforesaid application has been filed by the Decree Holder before the Hon'ble High Court at Calcutta.

By the Orders dated 10th June, 2026 and 4th August, 2026, the Hon'ble High Court was pleased to direct Uttam Chatterjee not to operate the Bank Account No.0589050003230 in the name of U. K. Traders, Punjab National Bank, High Court Branch, Kolkata and Bank Accounts in connection and related to Permanent Account No. AHFPC8568H without setting apart the principal decretal due of Rs.1,67,79,000/- until disposal of the aforesaid execution proceedings.

The aforesaid matter shall appear under the heading "New Chamber Application" for further consideration on December 17, 2026 in the Cause List of the Hon'ble Judge taking aforesaid matters.

Sd/-
Mr. Anil Choudhury,
Advocate for the Decree Holder
C/o. Choudhury & Co., Advocates,
10, Old Post Office Street,
Ground Floor, Room No. 12,
Kolkata - 700001
Mobile: 9830091874
Email: anil.adv@gmail.com

কেনরা বৈঁক Canara Bank সিন্ডিকেট Syndicate

বহরমপুর শাখা (ডিপি কোড: ২৮৫৯)
২, শ্রী রাম শিরোমণি রোড, বহরমপুর, জেলা–মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ
ই–মেল: cb2859@canarabank.com

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১) দ্রষ্টব্য]
দখল বিজ্ঞপ্তি [১৩(৪) নং ধারা)]
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু:
কানাড়া ব্যাঙ্ক, বহরমপুর শাখা–এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৩–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (অ্যাক্ট ৫৪/২০০২)–এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **ঋণগ্রহীতা: শ্রী ভোলানাথ বিশ্বাস**, পিতা শান্তিগোপাল বিশ্বাস, ৪৯ নং বিবি গঞ্জ রোড, গোরাবাজার, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ এবং **শ্রীমতী রীতা বিশ্বাস**, স্বামী ভোলানাথ বিশ্বাস, ৪৯ নং বিবি গঞ্জ রোড, গোরাবাজার, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ–এর প্রতি **১৭.০৭.২০২৬ তারিখ** সংবলিত একটি **দাবি বিজ্ঞপ্তি** জারি করেছিলেন, যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক **₹৬,৪৮,৮৬৪.০০** (ছয় লক্ষ আটচল্লিশ হাজার আটশো চৌষট্টি টাকা মাত্র) আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।

উক্ত ঋণগ্রহীতা দাবিকৃত অর্থাঙ্ক পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতার জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসমূহের রুল নং ৮ ও ৯–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬** তারিখে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতাকে উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও ধরনের লেনদেন **₹৬,৪৮,৮৬৪.০০** (ছয় লক্ষ আটচল্লিশ হাজার আটশো চৌষট্টি টাকা মাত্র) এবং তার উপর সুদ সমেত **কানাড়া ব্যাঙ্ক, বহরমপুর শাখা**–এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।

সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে প্রাপ্য সময়সীমা বিষয়ে উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থানগুলির প্রতি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : প্লট নং এল আর ২৬৫৫, ২৬৫৫/৩৯৬৩, ২৬৫৫/৩৯৬৪, ২৬৫৫/৩৯৬৫–তে অবস্থিত শ্রাইন উড নামে বহুতল বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং সি–এর সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, কার্পেট এরিয়া ৩৭৫ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৫২৫ বর্গফুট), খতিয়ান নং এল আর ৬৩৮০ ৬৩৮২, জে এল নং ১০২, মৌজা–কাশিমবাজার, থানা–বহরমপুর, জেলা–মুর্শিদাবাদ, **শ্রী ভোলানাথ বিশ্বাস এবং শ্রীমতী রীতা বিশ্বাস এর নামে**। চৌহদ্দি: উত্তর: প্রথম অংশের জমি ও প্যাসেজ; দক্ষিণ: অন্যদের জমি; পূর্ব: কালীময় বসুর বাড়ি; পশ্চিম: পুকুর।

তারিখ: ২৯.০৯.২০২৬
স্থান: বহরমপুর

অনুমোদিত আধিকারিক
কানাড়া ব্যাঙ্ক

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আঞ্চলিক কার্যালয়, গ্রেটার কলকাতা: ৩, মিডলটন রোড, কলকাতা–৭০০০৭১

ইজারায় প্রেমিসেস আবশ্যক

''ব্যাঙ্কের একটি সুনির্মিত বাণিজ্যিক আরসিসি প্রেমিসেস প্রয়োজন, যার কার্পেট এরিয়া **১৭০০ বর্গফুট (± ১০%** কমবেশি হতে পারে), যা এখনই ব্যবহারযোগ্য বা নির্মীয়মান (২ মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ হতে হবে) অবস্থায় রয়েছে এবং এটি **পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সোদপুরে,** অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মূল থানা থেকে ২ কিমি ব্যাসার্ধের মধ্যে, ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে যাবতীয় সুযোগ–সুবিধা ও পর্যাপ্ত পার্কিং স্পেস–সহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বাড়ির মালিককে বিআইএস স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী 'বি' শ্রেণির স্ট্রং রুম নির্মাণ করতে হবে এবং ব্যাঙ্কের নামে কমপক্ষে ২৫ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করতে হবে। আরও বিশদ বিবরণের জন্য, অনুগ্রহপূর্বক ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট **www.unionbankofindia.com / ই–প্রোকিওরমেন্ট পোর্টাল www.eprocure.gov.in দেখুন। নির্ধারিত ফরম্যাটে দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২১.১০.২০২৬, দুপুর ৩টে পর্যন্ত।** কোনও কারণ না দর্শিয়ে যে কোনও বা সমস্ত দরপত্র প্রত্যাখ্যানের অধিকার ব্যাঙ্কের থাকবে।''

আঞ্চলিক প্রধান

দ্রষ্টব্য: প্রযুক্তিগত কারণে প্রকাশনা এবং টেন্ডার আপলোডের তারিখ পরিবর্তন হতে পারে। তবে, টেন্ডার খোলার তারিখগুলি টেন্ডার আপলোডের পরে অনুমোদিত তারিখ অনুযায়ী হবে।

GI

গ্রাফাইট ইন্ডিয়া লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: ৩১, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা– ৭০০০১৬
CIN: L10101WB1974PLC094602
ওয়েবসাইট: www.graphiteindia.com

শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

বিষয়: ফিজিক্যাল শেয়ার হস্তান্তরের অনুরোধের জন্য বিশেষ উইন্ডো

সেবি সার্কুলার নং HO/38/13/11(2) 2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 তারিখ ৩০ জানুয়ারী, ২০২৬–এর অনুসারী, কোম্পানি শেয়ার হস্তান্তরের অনুরোধগুলির নতুন লজমেন্ট/রি–লজমেন্টের জন্য একটি বিশেষ উইন্ডোর সুবিধা প্রদান করেছে। বিশেষ উইন্ডোটি ০৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ থেকে খোলা হয়েছে এবং ০৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৭ পর্যন্ত খোলা থাকবে, শুধুমাত্র সেই সমস্ত হস্তান্তর অনুরোধের জন্য যেখানে ০১ এপ্রিল, ২০১৯–এর আগে শেয়ার হস্তান্তরের দলিলগুলি সম্পাদিত হয়েছিল, তা ০১ এপ্রিল, ২০১৯–এর আগে জমা দেওয়া হোক বা না হোক এবং আসল সিকিউরিটি শংসাপত্র উপলব্ধ রয়েছে। যোগ্য শেয়ারহোল্ডাররা তাদের হস্তান্তরের অনুরোধগুলি আসল সিকিউরিটি শংসাপত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ কোম্পানির রেজিস্ট্রার টু অ্যান ইস্যু অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)– এমইউএফজি ইন্টাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড–এর কাছে সি–১০১, ২৪৭ পার্ক, এল.বি.এস. মার্গ, ভিখরোলি (পশ্চিম), মুম্বই, মহারাষ্ট্র ৪০০০৮৩, ফোন নং– +৯১ ৮১০৮১১৬৭৬৭ অথবা ই–মেল **investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com**–এ জমা দিতে পারেন। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই শেয়ারগুলি বাধ্যতামূলকভাবে শুধুমাত্র ডিম্যাট মোডে হস্তান্তরগ্রহীতার কাছে জমা হবে এবং হস্তান্তর নিবন্ধনের তারিখ থেকে এক বছরের জন্য লক–ইন–এ থাকবে। এই সিকিউরিটিগুলি লক–ইন চলাকালীন হস্তান্তর/ লিয়েন–মার্ক/ বন্ধক রাখা যাবে না।

গ্রাফাইট ইন্ডিয়া লিমিটেড– এর পক্ষে
এস মারদা
কোম্পানি সেক্রেটারি
Acs-14360

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৩০.০৯.২০২৬

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ punjab national bank ...the name you can BANK upon!

জিএডি, সার্কল অফিস– খড়্গপুর,

৪ নং ফ্লোর, এম এস টাওয়ার–১, অটওয়াল বিল্ডিং, ও টি রোড, খড়্গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর–৭২১৩০৫
ফোন: ০৩২২২–২৬১২০৪, ২৬১২০৫, এক্সটেনশন: ৩১৮ ও ৩১৯ ই–মেল: cokgpgad@pnb.bank.in

শাখা স্থানান্তরের নোটিস

নিম্নলিখিত শাখা সম্পর্কিত সকল গ্রাহকের প্রতি এতদ্দ্বারা এই নোটিস জারি করা হচ্ছে, যাতে তাঁরা **১২.১০.২০২৬** (সম্ভাব্য) থেকে বলবৎক্রমে নীচের টেবিলে উল্লেখমতো আমাদের শাখা অফিস থেকে তাঁদের ব্যাঙ্কিং লেনদেন পরিচালনা করেন।

যে শাখাটি স্থানান্তরিত হচ্ছে	যেখান থেকে ব্যাঙ্কিং কারবার/ ব্যবসা চালাতে হবে (ট্রান্সফারি শাখা)	ট্রান্সফারি শাখার ঠিকানা	ট্রান্সফারি শাখায় যোগাযোগের নম্বর	স্থানান্তরের সম্ভাব্য তারিখ
শাখা অফিস: নিমপুরা (সল আইডি: ০৮৬৬২০)	শাখা অফিস: নিমপুরা (সল আইডি: ০৮৬৬২০)	গ্রাম: গোল্ডেন পেটাল স্কুলের নিকটে, নিমপুরা, জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭২১৩০১	৯৬৩১৫০০৩৬৩	১২.১০.২০২৬
শাখা অফিস: আইআইটি প্রেম বাজার (সল আইডি: ১০৪০২০)	শাখা অফিস: আইআইটি প্রেম বাজার (সল আইডি: ১০৪০২০)	প্রেম বাজার, হিজলি কো অপারেটিভ সোসাইটি, প্রেম বাজার বাসস্ট্যান্ডের নিকটে, জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭২১৩০৬	৯৬৫৮৩৭৭৮৫৮	১২.১০.২০২৬

উদ্ভূত অসুবিধার জন্য দুঃখ প্রকাশ করা হচ্ছে

তারিখ: ০১.১০.২০২৬
স্থান: খড়্গপুর

সার্কল হেড, খড়্গপুর
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

AXIS BANK

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৩ নং ফ্লোর, ১, শেক্সপিয়র সরণি, এসি মার্কেট বিল্ডিং, কলকাতা–৭০০০৭১

দাবি বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতাগণ এই ব্যাঙ্ক থেকে নেওয়া ঋণের সুবিধার আসল ও সুদ পরিশোধে খেলাপকারী হয়েছেন এবং উক্ত সুবিধাগুলি অনুৎপাদক পরিসম্পদে পরিণত হয়েছে। সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(২) ধারাধীনে তাঁদের সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হলেও সেগুলি অবিলিকৃত অবস্থায় ফেরত এসেছে এবং এই কারণে প্রকাশ্য এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তাঁদের জানানো হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	যে সম্পত্তির ওপর ঋণ নেওয়া হয়েছিল, তার অবস্থান	ক) নোটিশের তারিখ খ) এনপিএর তারিখ (কার্যকরের তারিখ)	অনাদায়ী বকেয়া (দাবিকৃত অর্থাঙ্ক) (₹)	মঞ্জুরকৃত ঋণ
১.	**১. মেসার্স মাতৃ মন্দির** নতুয়ানপাড়া, রৌজাপাড়া, পাণ্ডুয়া, হুগলি, পিন–৭১২১৪৯ **২. মিঃ অধীর কুমার নন্দী (প্রোপ্রাইটর)** পিতা– কৃষ্ণ কুমার নন্দী রৌজাপাড়া, পাণ্ডুয়া, হুগলি, পিন–৭১২১৪৯ **৩. মিসেস পাপিয়া নন্দী** পিতা– প্রকাশ দে নতুয়ানপাড়া, রৌজাপাড়া, পাণ্ডুয়া, হুগলি, পিন–৭১২১৪৯ **৪. মিঃ অভিজিৎ নন্দী** পিতা– অধীর কুমার নন্দী নতুয়ানপাড়া, রৌজাপাড়া, পাণ্ডুয়া, হুগলি, পিন–৭১২১৪৯	সামান্য কমবেশি ৩ কাঠা বা ৪.৯৬ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: দাগ নং ৭৮৬, খতিয়ান নং ৬৩, ৩৩৪, ৩৪১, ৩৭৯, ৬৩৬, ১০২৭, এল আর খতিয়ান নং ২০৩১, জে এল নং ১০৫, মৌজা– নতুয়ানপাড়া, রৌজাপাড়া, মতকপুর, কিরকুণ্ডি নমাজগ্রাম নিয়ালা গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, থানা– পাণ্ডুয়া, জেলা– হুগলি, তৎসহ এই জমিতে নির্মিত বাড়ি। চৌহদ্দি: উত্তর– নিতালি নন্দীর পুকুর; দক্ষিণ– অঞ্জন পালের সম্পত্তি; পূর্ব– নিতালি নন্দীর জমি; পশ্চিম– নিতালি নন্দী এবং লখিন্দর বাগের জমি। সম্পত্তির স্বত্বধারক: পাপিয়া নন্দী।	**ক) ৩১.০৭.২০২৬** **খ) ২৯.১১.২০২৫**	₹১০,৯০,৭৪৩.০০, লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২২০৩০০৫৫৩১১১২–এর প্রেক্ষিতে এনপিএ হওয়ার দিন অনুযায়ী বকেয়া	৩০.০৯.২০২২ তারিখের অনুমোদন পত্র অনুযায়ী ক্যাশ ক্রেডিট সুবিধারূপে ₹২০,৫০,০০০.০০ (কুড়ি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)
২.	**১. ডিবিএস ব্যাটারি কোং** ১৫৩/এ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলকাতা–৭০০০০৬ **২. মিঃ সঞ্জীব কুমার শাহ (প্রোপ্রাইটর)/ জামিনদার** পিতা– দুর্গা প্রসাদ শাহ **৩. মিসেস সরস্বতী দেবী সাউ (জামিনদার)** স্বামী– দুর্গা প্রসাদ শাহ **৪. মিসেস কবিতা জয়সওয়াল ওরফে শাহ (জামিনদার)** পিতা– সুরজ কুমার গুপ্তা এবং স্বামী– সঞ্জীব কুমার শাহ **৫. মিঃ দুর্গা প্রসাদ সাউ (জামিনদার)** পিতা– প্রয়াত তুলসী রাম সাউ **৬. মিঃ ভোলা সাউ (জামিনদার)** পিতা– দুর্গা প্রসাদ শাহ **সকলের ঠিকানা:** ৭বি, ডাফ লেন, বিডন স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০০৬	সংস্থার সমস্ত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ চলতি সম্পদের ওপর একচেটিয়া হাইপোথিকেশন চার্জ। সমান্তরাল নিরাপত্তা: **সম্পত্তি নং ১:** সামান্য কমবেশি ১ কাঠা ৬ ছটাক পরিমাপের অপরিহার্য সমগ্র দোতলা ইঁটের তৈরি বাড়ি যার স্থিতি ও বিবরণ: প্রেমিসেস নং ৭বি, ডাফ লেন, কলকাতা–৭০০০০৬, থানা– বড়তলা। চৌহদ্দি: উত্তর– ২১, বিডন স্ট্রিট; পূর্ব– হরিপাল লেন; দক্ষিণ– ডাফ লেন; পশ্চিম– ৭/১–সি, ডাফ লেন; সম্পত্তির স্বত্বধারক: দুর্গা প্রসাদ শাহ ওরফে শ, ভোলা শাহ ওরফে শ, সঞ্জীব কুমার শাহ ওরফে সঞ্জীব কুমার শাহ, ১৯৯২ সালের দলিল নং ২০২২৬ অনুযায়ী। **সম্পত্তি নং ২:** হোল্ডিং নং ১৮৬, গিরিশ ঘোষ রোড, থানা– বালি, জেলা– হাওড়া, বালি মিউনিসিপ্যালিটির ওয়ার্ড নং ২৬–এর অন্তর্গত দ্বিতীয় তলার উত্তর–পশ্চিম দিকের ফ্ল্যাট নং ২০৫ যার সমস্ত সুপার প্রিভিলেজ এলাকা সহ পরিমাপ সামান্য কমবেশি ১২৪৪ (এক হাজার দুশো চুয়াল্লিশ) বর্গফুট, যেখানে ৩টি (তিনটি) শোওয়ার ঘর, ডাইনিং, রান্নাঘর, স্নানঘর এবং ২টি প্রিভি রয়েছে। এর সঙ্গে হোল্ডিংটির নীচের জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ এবং সাধারণ এলাকা, সাধারণ সুবিধাগুলি উপভোগ করার সমস্ত অধিকার রয়েছে। সিঁড়ি সহ সমস্ত এজমালি এবং আধা–এজমালি অধিকার, যা দলিলের সঙ্গে যুক্ত প্ল্যানে লাল বর্ডার দিয়ে সম্পূর্ণ ও স্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে। চৌহদ্দি: উত্তর– ভবনের উন্মুক্ত খোলা জায়গা; দক্ষিণ– ফ্ল্যাট নং ২০১; পূর্ব– সাধারণ সিঁড়ি, সাধারণ করিডোর এবং লিফট; পশ্চিম– গিরিশ ঘোষ রোডের উন্মুক্ত খোলা জায়গা। সম্পত্তির স্বত্বধারক: সঞ্জীব কুমার শাহ ওরফে সঞ্জীব কুমার শাহ এবং কবিতা শাহ, ২০১৩ সালের দলিল নং ২৬৩৪ অনুযায়ী।	**ক) ২৭.০২.২০২৬** **খ) ১৮.১২.২০২৫**	₹১,৫০,২৩,৩৬২.৮৭ (এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ তেইশ হাজার তিনশো বাষট্টি টাকা এবং সাতাশি পয়সা মাত্র), লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯১৬০৩০০২৭৯৭৮০১–এর প্রেক্ষিতে বকেয়া, ০৫.০২.২০২৬ অনুযায়ী (এর মধ্যে ০৫.০২.২০২৬ অবধি সুদ অন্তর্ভুক্ত করা আছে)	২০.০১.২০১৬ এবং ১৭.০৫.২০১৬ তারিখের অনুমোদন পত্র অনুযায়ী ₹২ কোটির সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। এরপর সময়ানুসারে এই সুবিধাটি পুনর্নবীকরণ করা হয়েছিল এবং ৩১.০৮.২০১৭ তারিখেও করা হয়। এরপর ২৯.০৮.২০১৮ তারিখের অনুমোদন পত্র অনুযায়ী এই সুবিধাটি পুনর্নবীকরণ করা হয়েছিল এবং শুধুমাত্র ₹১.৫০ কোটির সুবিধা দেওয়া হয়।
৩.	**১. মেসার্স এফ. এল অন শপ** ঠিকানা: চন্দননগর, গ্রাম– চন্দননগর, পাড়া– চন্দননগর, থানা– হরিপাল, পোঃঅঃ– হরিপাল, মৌজা– ৬৯, দাগ নং ১৮৬, চন্দননগর, হুগলি, পিন–৭১২৪০৩ **২. মিঃ তাপস কুমার বর (প্রোপ্রাইটর)** পিতা– লক্ষ্মীকান্ত বর ঠিকানা: হারা, ব্রাহ্মণপাড়া, হুগলি, পিন–৭১২৪০৫	সামান্য কমবেশি ৫ ডেসিমেল (দোকান) জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– চন্দননগর, জে এল নং ৬৯, এল আর প্লট নং ১৮৮, পুরনো খতিয়ান নং ৩৯, এল আর খতিয়ান নং ৮৪৪, ব্লক ও থানা– হরিপাল, জেলা– হুগলি, তৎসহ এই জমির ওপর নির্মিত বাড়ি। চৌহদ্দি: উত্তর– দাগ নং ১৮৮, লট বি ব্লক হিসাবে চিহ্নিত জমি এবং দাগ নং ৬৮–এ অবস্থিত জমি; দক্ষিণ– দাগ নং ১৮৮, লট ডি ব্লক হিসাবে চিহ্নিত জমি; পূর্ব– রাস্তা; পশ্চিম– দাগ নং ৬৯–এ অবস্থিত জমি। সম্পত্তির স্বত্বধারক: তাপস কুমার বর।	**ক) ২৭.০৮.২০২৬** **খ) ০৯.০৬.২০২৬**	₹৪২,৯৮,৪২৮.১২, লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০৫৪৮৬৯১৫১–এর প্রেক্ষিতে বকেয়া, ০৭.০৭.২০২৬ অনুযায়ী (এর মধ্যে ০৫.০৬.২০২৬ অবধি সুদ অন্তর্ভুক্ত করা আছে)	২৫.০৯.২০২৩ তারিখের অনুমোদন পত্র অনুযায়ী ওভারড্রাফট সুবিধারূপে ₹৪৪,০০,০০০.০০ (চুয়াল্লিশ লক্ষ টাকা মাত্র), নির্দিষ্ট কিছু শর্তের ভিত্তিতে যা শেখানে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা আছে। ১৬.০৮.২০২৫ তারিখের অনুমোদন পত্রের মাধ্যমে সময়ানুসারে উক্ত সুবিধাটি পুনর্নবীকরণ করা হয়েছিল।
৪.	**১. মেসার্স কাদম্বরী মার্কেন্টাইল প্রাইভেট লিমিটেড** ২ নং ফ্লোর, ৫১৯/১ রাম মার্কেট, জিটি রোড, হাওড়া, পিন–৭১১১০১ **২. মিঃ আশিস কুমার গয়াল** পিতা– বাবুলাল গয়াল **৩. মিঃ মুকেশ কুমার গয়াল** পিতা– বাবুলাল গয়াল **৪. মিসেস শিখা গয়াল** স্বামী– মুকেশ কুমার গয়াল **৫. মিসেস তারা দেবী গয়াল** স্বামী– বাবুলাল গয়াল **৬. মিঃ বাবুলাল গয়াল** পিতা– বদ্রী প্রসাদ গয়াল **২ থেকে ৬ নং এর সকলের ঠিকানা:** ৪১০ জিটি রোড, বি গার্ডেন, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, হাওড়া, পিন–৭১১১০২	শিরোনাম দলিলে লেখা প্রথম তফসিলে বর্ণিত জমির চিহ্নিত অংশের ওপর নির্মিত ভবনের দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত ফ্ল্যাট, যার সুপার বিল্ট আপ এলাকা প্রায় ১৩২০ বর্গফুট, এর মধ্যে ২০% সুপার বিল্ট আপ এলাকা সামান্য কমবেশি অন্তর্ভুক্ত। ভবনের সাধারণ জায়গা এবং জমির ব্যবহারকারীর অধিকার, যা দলিলের সঙ্গে যুক্ত ম্যাপ বা প্ল্যানে লাল রঙের সীমানা দিয়ে দেখানো হয়েছে। এতে তিনটি ঘর, একটি রান্নাঘর এবং হল, তিনটি স্নানঘর ও প্রিভি, মার্বেল ফ্লোরিং সহ ফ্ল্যাটে প্রবেশ ও প্রস্থানের জন্য সমস্ত সাধারণ ও যৌথ এজমালি সুবিধা রয়েছে, যা দলিলে তফসিল 'গ' তে বর্ণিত এবং এটি মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ৪১০, জি টি রোড (দক্ষিণ), থানা– শিবপুর, জেলা– হাওড়া–তে অবস্থিত। চৌহদ্দি: উত্তর– অন্য হোল্ডিং নং ৪১১ জি টি রোড (দক্ষিণ), হাওড়া–এর অংশ; দক্ষিণ– এইচ.এম.সি. প্যাসেজ; পূর্ব– এইচ.এম.সি. প্যাসেজ; পশ্চিম– ভবনের আংশিক সাধারণ স্থান এবং সিঁড়ি এবং আংশিক অন্য ফ্ল্যাট মালিকদের মালিকানাধীন ফ্ল্যাট। সম্পত্তির স্বত্বধারক: মিসেস তারা দেবী গয়াল এবং মিঃ বাবুলাল গয়াল।	**ক) ২৭.০৮.২০২৬** **খ) ০১.০৭.২০২৬**	₹৪৮,৯৯,৯১৫.৫৭, লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯১৮০৩০০৪৯৫২৭৯৩০–এর প্রেক্ষিতে বকেয়া, ০৩.০৭.২০২৬ অনুযায়ী (এর মধ্যে ০৫.০৬.২০২৬ অবধি সুদ অন্তর্ভুক্ত করা আছে)	২৫.০১.২০২৩ তারিখের অনুমোদন পত্র অনুযায়ী ক্যাশ ক্রেডিট সুবিধারূপে ₹৬০,০০,০০০.০০ (যাট লক্ষ টাকা মাত্র), নির্দিষ্ট কিছু শর্তের ভিত্তিতে যা শেখানে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা আছে। ০৪.০৬.২০২৫ তারিখের অনুমোদন পত্রের মাধ্যমে সময়ানুসারে উক্ত সুবিধাটি পুনর্নবীকরণ করা হয়েছিল।
৫.	**১. মেসার্স বিনায়ক ফার্মা** **২. মিঃ সুখেন ভদ্র (প্রোপ্রাইটর)** **উভয়ের ঠিকানা:** ফ্ল্যাট নং ১২কে, প্রেমিসেস নং ১৫২ কবি গুরু সরণি, আগরওয়ালা গার্ডেন রোড, বেহালা, সাউথ ইস্ট কলকাতা, পিন–৭০০০৩৪	সম্পূর্ণ একতলায় অবস্থিত ফ্ল্যাট, যার সুপার বিল্ট আপ এলাকা ১২০০ বর্গফুট, তৎসহ সামান্য কমবেশি ২ কাঠা ৪ ছটাক পরিমাপের জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– সাহাপুর, জে এল নং ৮, তৌজি নং ৯৩, ১০০, আর এস দাগ নং ৩৪০১, খতিয়ান নং ১২৩০, প্রেমিসেস নং ১৫২, কবি গুরু সরণি, কলকাতা–৭০০০৩৪, ডাক ঠিকানা নং ১২কে, আগরওয়ালা গার্ডেন রোড, থানা– বেহালা, জেলা– দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ওয়ার্ড নং ১১৮, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের এলাকাধীন। সম্পত্তির স্বত্বধারক: সুখেন ভদ্র।	**ক) ২৭.০৮.২০২৬** **খ) ২১.০৭.২০২৬**	₹৬১,১১,৪৭৭.৮৬, লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৪০৩০০১২৯৩৯১৯৬–এর প্রেক্ষিতে বকেয়া, ২৬.০৭.২০২৬ অনুযায়ী (এর মধ্যে ০৫.০৭.২০২৬ অবধি সুদ অন্তর্ভুক্ত করা আছে)	০১.০৩.২০২৫ তারিখের অনুমোদন পত্র অনুযায়ী ক্যাশ ক্রেডিট সুবিধারূপে ₹৬০,০০,০০০.০০ (ষাট লক্ষ টাকা মাত্র)
৬.	**১. মিঃ শিশির বাগ** পিতা– কার্তিক বাগ **২. মিসেস শোভা বাগ** স্বামী– কার্তিক বাগ উভয়ের ঠিকানা: রাউতারা, সোদপুর, পুরশুড়া, হরিণখোলা, হুগলি–৭১২৪১৫	সামান্য কমবেশি ৫.৭৭ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: প্লট নং ১৯০৩, এল আর খতিয়ান নং ২৯৯৫, জে এল নং ২৬, মৌজা– সোদপুর, থানা– পুরশুড়া, জেলা– হুগলি, তৎসহ এই জমিতে স্থিত যাবতীয় বাড়ি ও কাঠামো। সম্পত্তির স্বত্বধারক: শিশির বাগ।	**ক) ১৮.০৬.২০২৬** **খ) ২৮.০১.২০২৬**	₹৮,৮৩,৯২১.৬৭, লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২২০৩০০১২৯৩৮৫৬৪–এর প্রেক্ষিতে বকেয়া, ১৮.০৬.২০২৬ অনুযায়ী এবং ₹৪১,০৭০.২৩, লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২২০৩০০১২৯৩৮৫৫৭–এর প্রেক্ষিতে বকেয়া, ১৮.০৬.২০২৬ অনুযায়ী	৩১.০১.২০২২ তারিখের অনুমোদন পত্র অনুযায়ী আর্থিক সাহায্য হিসেবে ₹৮,০০,০০০.০০ (আট লক্ষ টাকা মাত্র) অর্থমূল্যের ওভারড্রাফটের সুবিধা এবং ₹৪০,০০,০০.০০ (চল্লিশ লক্ষ টাকা মাত্র) অর্থমূল্যের কার্যকরী মূলধনের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
৭.	**মিঃ দুর্গাপদ মণ্ডল** পিতা– গোপীকান্ত মণ্ডল **ঠিকানা:** কালিবেলে, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ–৭১৩১৪৬ **বিকল্প ঠিকানা:** এল আর প্লট নং ৯৪১, এল আর খতিয়ান নং ১০৪৫, জে এল নং ১৯৬, মৌজা– কালিবেলে, থানা– মেমারি, পোঃঅঃ– কালিবেলে, জেলা– বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ–৭১৩১৪৬	সামান্য কমবেশি ৩ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: এল আর প্লট নং ৯৪১, এল আর খতিয়ান নং ১০৪৫, জে এল নং ১৯৬, মৌজা– কালিবেলে, থানা– মেমারি, পোঃঅঃ– কালিবেলে, জেলা– বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ–৭১৩১৪৬, তৎসহ এই জমিতে স্থিত যাবতীয় বাড়ি ও কাঠামো। চৌহদ্দি (দলিল অনুযায়ী): উত্তর– প্রভাস মণ্ডল; দক্ষিণ– প্রভাস মণ্ডল; পূর্ব– রামপদ মণ্ডল; পশ্চিম– সুকুমার মণ্ডল। সম্পত্তির স্বত্বধারক: দুর্গাপদ মণ্ডল।	**ক) ১৭.০৬.২০২৬** **খ) ০২.০৫.২০২৬**	₹১১,৬১,৯১৮.০৯, লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯১৫০৩০০৫৬০৪৭৯৫৬–এর প্রেক্ষিতে বকেয়া, ১৭.০৬.২০২৬ অনুযায়ী এবং ₹১,৬৩,৭৪৬.১৮, লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯১৫০৩০০৫৬০৪৭৯৩০–এর প্রেক্ষিতে বকেয়া, ১৭.০৬.২০২৬ অনুযায়ী	০২.১১.২০২০ তারিখের অনুমোদন পত্র অনুযায়ী আর্থিক সাহায্য হিসেবে ₹১০,৫০,০০০.০০ (দশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) অর্থমূল্যের ওভারড্রাফটের সুবিধা এবং ₹১,৫০,০০০.০০ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) অর্থমূল্যের কার্যকরী মূলধনের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
৮.	**১. মিঃ দীপস্মৃতি দাস** পিতা– আশিস দাস ঠিকানা: শিমুলিয়া কালীবাড়ি, শিমুলিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ–৭৪৩৪২৬ **২. মিসেস রেখা দাস** প্রযত্নে– আশিস দাস **ঠিকানা:** শিমুলিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ–৭৪৩৪২৬ **বিকল্প ঠিকানা:** এল আর প্লট নং ২৩০, খতিয়ান নং ৮৪৮, জে এল নং ৫৫, মৌজা– শিমুলিয়া, হাসনাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, থানা– হাসনাবাদ, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ–৭৪৩৪২৬	সামান্য কমবেশি ১১ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: এল আর প্লট নং ২৩০, খতিয়ান নং ৮৪৮, জে এল নং ৫৫, মৌজা– শিমুলিয়া, হাসনাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, থানা– হাসনাবাদ, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ–৭৪৩৪২৬, তৎসহ এই জমিতে স্থিত যাবতীয় বাড়ি ও কাঠামো। চৌহদ্দি (দলিল অনুযায়ী): উত্তর– ১২ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত রাস্তা; দক্ষিণ– রাম গোপাল দাসের জমি; পূর্ব– অমিয় কুমার দাসের জমি; পশ্চিম– কালী কুমার দাসের জমি।	**ক) ১৭.০৬.২০২৬** **খ) ০১.০৫.২০২৬**	₹১৪,৪৯,৮৮১.৫, লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৪০৩০০০৪৬৭৩১৯৬–এর প্রেক্ষিতে বকেয়া, ১৭.০৬.২০২৬ অনুযায়ী এবং ₹৫০,১৭০.৮, লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৪০৩০০০৪৬৭৩২০৬–এর প্রেক্ষিতে বকেয়া, ১৭.০৬.২০২৬ অনুযায়ী	২৫.১২.২০২৩ তারিখের অনুমোদন পত্র অনুযায়ী আর্থিক সাহায্য হিসেবে ₹১৩,৫০,০০০.০০ (তেরো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) অর্থমূল্যের ওভারড্রাফটের সুবিধা এবং ₹৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) অর্থমূল্যের কার্যকরী মূলধনের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
৯.	**১. মিঃ জাকির হোসেন (ঋণগ্রহীতা)** পিতা– তমিজউদ্দিন **২. মিঃ মহঃ আহমদ রাজা (সহ–ঋণগ্রহীতা)** পিতা– জাকির হোসেন **৩. মিসেস আকলিমা খাতুন (সহ–ঋণগ্রহীতা)** স্বামী– জাকির হোসেন **সকলের ঠিকানা:** গ্রাম– পাঁজিপাড়া, বালিচৌর, থানা– গোয়ালপোখর, পোঃঅঃ– পাঁজিপাড়া, জুম্মা মসজিদের কাছে, জেলা– উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ–৭৩৩২০৮	**সমান্তরাল নিরাপত্তা:** ৩০ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: আর এস দাগ নং ৫৪২, এল আর দাগ নং ৫৬৪, পুরনো খতিয়ান নং ১২৮, পুরনো খতিয়ান ৪০৪, নতুন খতিয়ান নং ৭০৫, জে এল নং ৩ এবং তৌজি নং ০৭, মৌজা– পশ্চিম বালুচোক্কা, থানা– গোয়ালপোখর, জেলা– উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ, তৎসহ এই জমিতে নির্মিত বাড়ি। চৌহদ্দি (দলিল অনুযায়ী): উত্তর– আকলিমা খাতুন; দক্ষিণ– শাহ আলম; পূর্ব– পবন কুমার আগরওয়াল; পশ্চিম– কামরুল হোদা। সম্পত্তির স্বত্বধারক: জাকির হোসেন।	**ক) ২৪.০৬.২০২৬** **খ) ০১.১১.২০২৫**	₹২৭,১৬,৫৫৮.০০, লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২২০৩০০৬৭২২১৫০৯–এর প্রেক্ষিতে এনপিএ হওয়ার দিন অনুযায়ী বকেয়া এবং ₹২৯,২০১.০০, লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২২০৩০০৬৭২২১৫২৫–এর প্রেক্ষিতে এনপিএ হওয়ার দিন অনুযায়ী বকেয়া	০২.১২.২০২২ তারিখের অনুমোদন পত্র অনুযায়ী ওভারড্রাফট এবং প্রোডাকশন ক্রেডিট হিসেবে ₹২৪,৫০,০০০.০০ (চব্বিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)
১০.	**১. মিঃ হাসানউজ্জামান হক (ঋণগ্রহীতা)** পিতা– মস্তাজ উদ্দিন **২. মিঃ মস্তাজ উদ্দিন (সহ–ঋণগ্রহীতা)** পিতা– নবীরুদ্দিন **৩. মিঃ মনিরউদ্দিন মিয়াঁ (সহ–ঋণগ্রহীতা)** পিতা– মস্তাজ উদ্দিন **সকলের ঠিকানা:** পাতলাখাওয়া, কালারায়েরকুঠি (শকুনি বালা), পোঃঅঃ– পাতলাখাওয়া, কাজিপাড়া মসজিদের কাছে, জেলা– কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ–৭৩৬১৬৫	**সমান্তরাল নিরাপত্তা:** ০৮ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: আর এস প্লট নং ১৯০, এল আর প্লট নং ৩০৮, খতিয়ান নং ৬৩২/১, জে এল নং ৮, থাক নং ১০৭৩, মৌজা– শকুনিবালা, থানা– পুণ্ডিবাড়ী, জেলা– কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, তৎসহ এই জমিতে নির্মিত বাড়ি। চৌহদ্দি (ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট অনুযায়ী): উত্তর– ১২ ফুট চওড়া বেড মেটাল রাস্তা; দক্ষিণ– নিজস্ব জমি; পূর্ব– নিজস্ব জমি; পশ্চিম– নিজস্ব জমি। সম্পত্তির স্বত্বধারক: মস্তাজ উদ্দিন ওরফে মস্তাজ উদ্দিন মিয়াঁ।	**ক) ২৪.০৬.২০২৬** **খ) ০১.১১.২০২৫**	₹২৪,৭০,৭৮২.৭, অ্যাকাউন্ট নং ৯২৪০৩০০২৬২৪৫৯৬৬–এর প্রেক্ষিতে এনপিএ হওয়ার দিন অনুযায়ী বকেয়া এবং ₹২৯,৮৭০.৯, অ্যাকাউন্ট নং ৯২৪০৩০০২৬২৪৫৯৭৯–এর প্রেক্ষিতে এনপিএ হওয়ার দিন অনুযায়ী বকেয়া	২৫.০৪.২০২৪ তারিখের অনুমোদন পত্র অনুযায়ী ওভারড্রাফট এবং প্রোডাকশন ক্রেডিট হিসেবে ₹২২,৩০,০০০.০০ (বাইশ লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র)
১১.	**১. মিঃ অভিজিৎ দাস** পিতা– ভগীরথ দাস ঠিকানা: বাণেশ্বরপুর, খামারগাছি, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ–৭১২৫১৫ **২. মিসেস সুষমা বিশ্বাস** প্রযত্নে– অভিজিৎ দাস ঠিকানা: বাণেশ্বরপুর, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ–৭১২৫১৫ **৩. মিঃ কৃষ্ণেন্দু দাস** পিতা– ভগীরথ দাস ঠিকানা: বাণেশ্বরপুর, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ–৭১২৫১৫ **৪. মিসেস নমিতা দাস** পিতা– অজিত বিশ্বাস ঠিকানা: বাণেশ্বরপুর, খামারগাছি, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ–৭১২৫১৫ **বিকল্প ঠিকানা:** এল আর প্লট নং ৬৯৮, আর এস প্লট নং ৬৯৮, খতিয়ান নং ১১৭৮, জে এল নং ১১৪, মৌজা– বাণেশ্বরপুর, থানা– বলাগড়, সিজা কামালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, জেলা– হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ–৭২১৫১৫	সামান্য কমবেশি ৬ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: আর এস এবং এল আর প্লট নং ৬৯৮, খতিয়ান নং ১১৭৮, জে এল নং ১১৪, মৌজা– বাণেশ্বরপুর, থানা– বলাগড়, সিজা কামালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, জেলা– হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ–৭২১৫১৫, তৎসহ এই জমিতে স্থিত যাবতীয় বাড়ি ও কাঠামো। চৌহদ্দি (দলিল অনুযায়ী): উত্তর– চাচু দাসের জমি; দক্ষিণ– বাসুদেব মণ্ডলের জমি; পূর্ব– চাচু দাসের জমি; পশ্চিম– ৮ ফুট চওড়া কংক্রিটের রাস্তা।	**ক) ০৯.০৬.২০২৬** **খ) ০১.০৫.২০২৬**	₹৩০,৮৩,৫৫১.০১, লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০৫৮৪৪৫১৪২–এর প্রেক্ষিতে বকেয়া, ০৯.০৬.২০২৬ অনুযায়ী এবং ₹৩৩,৮৭৪.০০, লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০৫৬৪৪৫১৫৫–এর প্রেক্ষিতে বকেয়া, ০৯.০৬.২০২৬ অনুযায়ী	১৬.০৭.২০২৪ তারিখের অনুমোদন পত্র অনুযায়ী আর্থিক সাহায্য হিসেবে ₹২৭,৭০,০০০.০০ (সাতাশ লক্ষ সত্তর হাজার টাকা মাত্র) অর্থমূল্যের ওভারড্রাফটের সুবিধা এবং ₹৩০,০০০.০০ (ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) অর্থমূল্যের কার্যকরী মূলধনের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
১২.	**১. মেসার্স ড্রিম ডুয়ো** ঠিকানা: কল্যাণপুর, বিরামপুর, হাওড়া–৭১১৩০৩ **২. মিঃ সায়ন্তন ঘোষ** পিতা– অনুপ কুমার ঘোষ ঠিকানা: কল্যাণপুর, হাওড়া, কল্যাণপুর বয়েজ প্রাইমারি স্কুলের কাছে, হাওড়া–৭১১৩০৩	সামান্য কমবেশি ৭.৮৬ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: এল আর প্লট নং ১০৮১, এল আর খতিয়ান নং ৪৪০০, জে এল নং ১৪, মৌজা– কল্যাণপুর, থানা– বাগনান, জেলা– হাওড়া, তৎসহ এই জমিতে স্থিত যাবতীয় বাড়ি ও কাঠামো।	**ক) ১৮.০৬.২০২৬** **খ) ০১.১২.২০২৫**	₹৩৫,৮৩,১২১.২৫, লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০৫৭১৬৭১৬৬–এর প্রেক্ষিতে বকেয়া, ৩০.০৫.২০২৬ অনুযায়ী (এর মধ্যে ০৫.০৫.২০২৬ অবধি সুদ অন্তর্ভুক্ত করা আছে)	০৬.১০.২০২৩ তারিখের অনুমোদন পত্র অনুযায়ী আর্থিক সাহায্য হিসেবে কিসান মিত্র এভিসিপি ওভারড্রাফট সুবিধারূপে ₹৩৫,০০,০০০.০০ (পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা মাত্র) প্রদান করা হয়েছে।
১৩.	**১. মিঃ পঙ্কজ চারি** পিতা– লক্ষ্মীকান্ত চারি **২. মিঃ শঙ্কর চারি** পিতা– লক্ষ্মীকান্ত চারি **৩. মিঃ কিঙ্কর চারি** পিতা– লক্ষ্মী চারি **সকলের নিবাস:** ধাড়াশিমূল, খানাকুল, ধাড়াশিমূল প্রাইমারি স্কুলের কাছে, হুগলি–৭১২৪১৬	সামান্য কমবেশি ৯ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: এল আর প্লট নং ৭৪১, এল আর খতিয়ান নং ১৩১৯, ১৩২০, ১৩২১, জে এল নং ১২৬, মৌজা– ধাড়াশিমূল, থানা– খানাকুল, জেলা– হুগলি, তৎসহ এই জমিতে স্থিত যাবতীয় বাড়ি ও কাঠামো।	**ক) ০৪.০৬.২০২৬** **খ) ০১.০৫.২০২৬**	₹৩৯,৯৬,৭৮৭.৩১, লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২২০৩০০৩৪৭৫৪৯৬০–এর প্রেক্ষিতে বকেয়া, ০৪.০৬.২০২৬ অনুযায়ী এবং ₹২১,৭৪০.৬৭, লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২২০৩০০৩৪৭৫৪৯৮৬–এর প্রেক্ষিতে বকেয়া, ০৪.০৬.২০২৬ অনুযায়ী	১৪.০৬.২০২২ তারিখের অনুমোদন পত্র অনুযায়ী আর্থিক সাহায্য হিসেবে ₹৩৪,৭০,০০০.০০ (চৌত্রিশ লক্ষ সত্তর হাজার টাকা মাত্র) অর্থমূল্যের ওভারড্রাফটের সুবিধা এবং ₹৩০,০০০.০০ (ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) অর্থমূল্যের কার্যকরী মূলধনের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
১৪.	**১. মিঃ রাকেশ মণ্ডল (ঋণগ্রহীতা)** পিতা– রফিক মণ্ডল **২. রফিক মণ্ডল** পিতা– পিজির মণ্ডল উভয়ের ঠিকানা: গুড়দহ, গুড়দহ, বাদুড়িয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ–৭৪৩৪০১ **৩. কোহিনুর বিবি** স্বামী– রফিক মণ্ডল **ঠিকানা:** গুড়দহ, গুড়দহ, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ–৭৪৩৪০১	সামান্য কমবেশি ৬ ডেসিমেল এবং ৩.১৫ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: প্লট নং ১২৪৩, ১২২৫, এল আর দাগ নং ৩০১৩, খতিয়ান নং ২৩৫৬, ২৭২২, জে এল নং ৬৫, মৌজা– গুড়দহ, থানা ও এডিএসআর– বাদুড়িয়া, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, পিন–৭৪৩৪০১, তৎসহ এই জমির ওপর নির্মিত বাড়ি। সম্পত্তির স্বত্বধারক: রাকেশ মণ্ডল এবং কোহিনুর বিবি।	**ক) ০৮.০৭.২০২৬** **খ) ০৫.০৫.২০২৬**	₹৫৬,৫২,৪৭৬.১১, লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০৪৮৬৮৫৪৬৪–এর প্রেক্ষিতে এনপিএ হওয়ার দিন অনুযায়ী বকেয়া এবং ₹৩১,৭৪০.৫৯, লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০৪৮৬৮৫৪৭৭–এর প্রেক্ষিতে এনপিএ হওয়ার দিন অনুযায়ী বকেয়া	২১ জুন, ২০২৪ তারিখের অনুমোদন পত্র অনুযায়ী ওভারড্রাফট এবং প্রোডাকশন ক্রেডিট সুবিধা হিসেবে ₹৪৮,৭০,০০০.০০ (আটচল্লিশ লক্ষ সত্তর হাজার টাকা মাত্র)
১৫.	**১. মিঃ মহঃ মন্টু মোল্লা** পিতা– মোক্তার মোল্লা **২. মিসেস মেহেরউন্নেসা খাতুন** স্বামী– মহঃ মন্টু মোল্লা **উভয়ের ঠিকানা:** সাকুলিপুর, নানুর, বোলপুর, বীরভূম–৭৩১৩০১	সামান্য কমবেশি ৮ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: এল আর প্লট নং ১০২৩, এল আর খতিয়ান নং ১৩৮১, জে এল নং ৬১, মৌজা– সাকুলিপুর, থানা– নানুর, জেলা– বীরভূম, তৎসহ এই জমিতে স্থিত যাবতীয় বাড়ি ও কাঠামো।	**ক) ০১.০৬.২০২৬** **খ) ০১.০৫.২০২৬**	₹৫৬,১৭,৩৮৫.৪৪, লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২১০৩০০২৯৪৫৫৮০৪–এর প্রেক্ষিতে বকেয়া, ০১.০৬.২০২৬ অনুযায়ী এবং ₹৩৪,৬২২.৬০, লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২১০৩০০২৯৪৫৫৮১৭–এর প্রেক্ষিতে বকেয়া, ০১.০৬.২০২৬ অনুযায়ী	৩০.০৮.২০২২ তারিখের অনুমোদন পত্র অনুযায়ী আর্থিক সাহায্য হিসেবে ₹৪৯,০০,০০০.০০ (উনপঞ্চাশ লক্ষ টাকা মাত্র) অর্থমূল্যের ওভারড্রাফটের সুবিধা এবং ₹৩৫,০০০.০০ (পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) অর্থমূল্যের কার্যকরী মূলধনের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
১৬.	**১. মিসেস গীতা প্রামাণিক** স্বামী– সুশান্ত প্রামাণিক **২. মিঃ সুশান্ত প্রামাণিক** পিতা– লক্ষণ প্রামাণিক **৩. মিঃ সঞ্জয় প্রামাণিক** পিতা– লক্ষণ প্রামাণিক **সকলের ঠিকানা:** আবাদ, কুলিয়াডাঙা হাসনাবাদ, হরি মন্দিরের কাছে, উত্তর ২৪ পরগনা–৭৪৩৪৫৬	সামান্য কমবেশি ১০ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: এল আর প্লট নং ৮৭২, এল আর খতিয়ান নং ৫৫৯১, জে এল নং ২৭, মৌজা– আবাদ কুলিয়াডাঙা, থানা– হাসনাবাদ, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, তৎসহ এই জমিতে স্থিত যাবতীয় বাড়ি ও কাঠামো। সম্পত্তির স্বত্বধারক: সুশান্ত প্রামাণিক।	**ক) ২৪.০৬.২০২৬** **খ) ০১.০৫.২০২৬**	₹১৯,৯৯,৮৫৮.৩৩, লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৪০৩০০১৭৮৯৩২৭৬–এর প্রেক্ষিতে বকেয়া, ২৪.০৬.২০২৬ অনুযায়ী এবং ₹৩১,০৩৩.০০, লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৪০৩০০১৭৮৯৩২৮৪–এর প্রেক্ষিতে বকেয়া, ২৪.০৬.২০২৬ অনুযায়ী	১৬.০৩.২০২৪ তারিখের অনুমোদন পত্র অনুযায়ী আর্থিক সাহায্য হিসেবে ₹২৩,৭০,০০০.০০ (তেইশ লক্ষ সত্তর হাজার টাকা মাত্র) অর্থমূল্যের ওভারড্রাফটের সুবিধা এবং ₹৩০,০০০.০০ (ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) অর্থমূল্যের কার্যকরী মূলধনের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
১৭.	**১. মিঃ অমল ঘোষ** পিতা– দশরথ ঘোষ **২. মিসেস বনলতা ঘোষ** প্রযত্নে– দশরথ ঘোষ **উভয়ের ঠিকানা:** মহাদেব বাটি, বল্লভপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ–৭৪২১৬১ **৩. মিঃ দশরথ ঘোষ** পিতা– সৃষ্টিধর ঘোষ **ঠিকানা:** মহাদেববাটি, বল্লভপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ–৭৪২১৭২	সামান্য কমবেশি ২.৫০ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: প্লট নং ২৮৩, খতিয়ান নং ১৫৭৬, জে এল নং ১২৮, মৌজা– বল্লভপুর, থানা– বরঞা, জেলা– মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, তৎসহ এই জমিতে স্থিত যাবতীয় বাড়ি ও কাঠামো। চৌহদ্দি (দলিল অনুযায়ী): উত্তর– ১০ ফুট চওড়া রাস্তা; দক্ষিণ– বিক্রেতার অন্যান্য জমি; পূর্ব– নিমাই ঘোষ; পশ্চিম– রাধারমণ ঘোষ।	**ক) ০৫.০৬.২০২৬** **খ) ০১.০৫.২০২৬**	₹২০,২৬,৩৯২.৪৯, লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২২০৩০০৬৬৮৯৫১৯০–এর প্রেক্ষিতে বকেয়া, ০৫.০৬.২০২৬ অনুযায়ী এবং ₹৪৭,৫১১.৭, লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২২০৩০০৬৬৮৯৫২০০–এর প্রেক্ষিতে বকেয়া, ০৫.০৬.২০২৬ অনুযায়ী	১৭.১২.২০২২ তারিখের অনুমোদন পত্র অনুযায়ী আর্থিক সাহায্য হিসেবে ₹১৮,৫০,০০০.০০ (আঠেরো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) অর্থমূল্যের ওভারড্রাফটের সুবিধা এবং ₹৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) অর্থমূল্যের কার্যকরী মূলধনের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
১৮.	**১. মিঃ আনোয়ার শেখ** পিতা– সালাই শেখ **২. মিঃ ফেরদৌসী শেখ** প্রযত্নে– আনোয়ার শেখ উভয়ের ঠিকানা: সাহাপুর বসন্তপুর, সিলুট, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ–৭১৩১২৬ **বিকল্প ঠিকানা:** প্লট নং ৪৮২, এল আর খতিয়ান নং ৯০৪, জে এল নং ৬৯, মৌজা– সিলুট, জে এল নং ৬৯, থানা– আউশগ্রাম, জেলা– পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ–৭১৩১২৩	সামান্য কমবেশি ০৫ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: প্লট নং ৪৮২, এল আর খতিয়ান নং ৯০৪, জে এল নং ৬৯, মৌজা– সিলুট, থানা– আউশগ্রাম, জেলা– পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ–৭১৩১২৩, তৎসহ এই জমিতে স্থিত যাবতীয় বাড়ি ও কাঠামো।	**ক) ০৫.০৬.২০২৬** **খ) ০১.০৫.২০২৬**	₹২০,৫৯,১৬১.৯৫, লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০০৯৮৫৬৩৬০–এর প্রেক্ষিতে বকেয়া, ০৫.০৬.২০২৬ অনুযায়ী এবং ₹১৭,৮৬১.৪৩, লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০০৯৮৫৬৩১৫–এর প্রেক্ষিতে বকেয়া, ০৫.০৬.২০২৬ অনুযায়ী	১৯.১২.২০২২ তারিখের অনুমোদন পত্র অনুযায়ী আর্থিক সাহায্য হিসেবে ₹১৮,০০,০০০.০০ (আঠেরো লক্ষ টাকা মাত্র) অর্থমূল্যের ওভারড্রাফটের সুবিধা এবং ₹৩০,০০০.০০ (ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) অর্থমূল্যের কার্যকরী মূলধনের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
১৯.	**১. মিঃ দেবদুত মুলা** পিতা– ধীরেন্দ্র নাথ মুলা **২. মিঃ ধীরেন্দ্র নাথ মুলা** পিতা– নিতাই মুলা **উভয়ের ঠিকানা:** জোটিসাব প্রাইমারি স্কুল, ফতেপুর, দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ–৭২১১৪৬ **বিকল্প ঠিকানা:** প্লট নং ৩৩৩, খতিয়ান নং ৫৯৩, জে এল নং ১৪১, মৌজা– জোটিসাব, থানা ও এডিএসআর– দাসপুর, জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ–৭২১১৪৮	সামান্য কমবেশি ২.৯০৪ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: প্লট নং ৩৩৩, খতিয়ান নং ৫৯৩, জে এল নং ১৪১, মৌজা– জোটিসাব, থানা ও এডিএসআর– দাসপুর, জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ–৭২১১৪৮, তৎসহ এই জমিতে স্থিত যাবতীয় বাড়ি ও কাঠামো। চৌহদ্দি (দলিল অনুযায়ী): উত্তর– শম্ভু মুলার জমি; দক্ষিণ– গুণধর মুলা এবং বরমের জমি; পূর্ব– হীরালাল মুলার জমি; পশ্চিম– ধীরেন্দ্র মুলার জমি।	**ক) ১০.০৬.২০২৬** **খ) ০১.০৫.২০২৬**	₹২০,০৬,৪৯৭.০৪, লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০০০৩১৫৪৪৭৬–এর প্রেক্ষিতে বকেয়া, ১০.০৬.২০২৬ অনুযায়ী এবং ₹৩০,৫৩৬.৫২, লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০০০৩১৫৪৪৮৪–এর প্রেক্ষিতে বকেয়া, ১০.০৬.২০২৬ অনুযায়ী	০৬.০১.২০২৩ তারিখের অনুমোদন পত্র অনুযায়ী আর্থিক সাহায্য হিসেবে ₹১৪,০০,০০০.০০ (চোদ্দ লক্ষ টাকা মাত্র) অর্থমূল্যের ওভারড্রাফটের সুবিধা এবং ₹৩০,০০০.০০ (ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) অর্থমূল্যের কার্যকরী মূলধনের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
২০.	**১. মিঃ রবিকান্ত মোদক (ঋণগ্রহীতা)** পিতা– শিরিষ মোদক **২. মিঃ রাজা মোদক (সহ–ঋণগ্রহীতা)** পিতা– রবিকান্ত মোদক **উভয়ের ঠিকানা:** গ্রাম– হোকদহ, ২ নং চৌধুরীহাট, দিনহাটা, পোঃঅঃ– চৌধুরীহাট, থানা– সাহেবগঞ্জ, লালগঞ্জ ক্লাবের কাছে, দুর্গা মণ্ডপ, চৌধুরীহাট, জেলা– কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ–৭৩৬১৬৬	০৭ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: আর এস দাগ নং ৫৯৩, এল আর দাগ নং ৬২১, আর এস খতিয়ান নং ৪৬, এল আর খতিয়ান নং ১৪০, জে এল নং ২৩১, থাক নং ৬৮১ এবং তৌজি নং ৯৪৮/২১৩৭, মৌজা– ২য় খণ্ড হোকদহ, থানা– দিনহাটা, জেলা– কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, তৎসহ এই জমির ওপর নির্মিত বাড়ি। চৌহদ্দি (সার্চ রিপোর্ট অনুযায়ী): উত্তর– নিজস্ব জমি; দক্ষিণ– ১২ ফুট চওড়া রাস্তা; পূর্ব– সুবল সেন; পশ্চিম– বিদ্যুৎ সরকার। সম্পত্তির স্বত্বধারক: রবিকান্ত মোদক।	**ক) ২৪.০৬.২০২৬** **খ) ০১.১১.২০২৫**	₹২৪,০২,৪০১.৩২, লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২১০৩০০৩৯২৪২৩৫৫–এর প্রেক্ষিতে এনপিএ হওয়ার দিন অনুযায়ী বকেয়া এবং ₹৫৬,০৬৪.৫, লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২১০৩০০৩৯২৪২৩৬৮–এর প্রেক্ষিতে এনপিএ হওয়ার দিন অনুযায়ী বকেয়া	১৩.০৩.২০২৩ তারিখের অনুমোদন পত্র অনুযায়ী ওভারড্রাফট এবং প্রোডাকশন ক্রেডিট হিসেবে ₹২৩,০০,০০০.০০ (তেইশ লক্ষ টাকা মাত্র)
২১.	**১. মিঃ আশরাফুল আমিন** পিতা– রুহুল আমিন ঠিকানা: জামপুর, হাড়োয়া, আমতা, উত্তর ২৪ পরগনা–৭৪৩৪৪৫	সামান্য কমবেশি ৯ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: প্লট নং ৬৭০, খতিয়ান নং ৩১৪৫, জে এল নং ৮৬, মৌজা– জামপুর, থানা– হাড়োয়া, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, তৎসহ এই জমিতে স্থিত যাবতীয় বাড়ি ও কাঠামো। সম্পত্তির স্বত্বধারক: আশরাফুল আমিন।	**ক) ৩০.০৬.২০২৬** **খ) ০১.০৫.২০২৬**	₹২৪,৯৫,৫৪২.৭০, লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০২৫৩২০৭৬২–এর প্রেক্ষিতে বকেয়া, ৩০.০৬.২০২৬ অনুযায়ী এবং ₹৩০,৯০৩.৩০, লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০২৫৩২০৭৭৫–এর প্রেক্ষিতে বকেয়া, ৩০.০৬.২০২৬ অনুযায়ী	১৬.০৫.২০২৩ তারিখের অনুমোদন পত্র অনুযায়ী আর্থিক সাহায্য হিসেবে ₹২৩,০০,০০০.০০ (তেইশ লক্ষ টাকা মাত্র) অর্থমূল্যের ওভারড্রাফটের সুবিধা এবং ₹৩০,০০০.০০ (ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) অর্থমূল্যের কার্যকরী মূলধনের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
২২.	**১. মিঃ আনোয়ার হোসেন খান** পিতা– আজাজুল খান ঠিকানা: হিঞ্চেগেড়িয়া, ভগবানপুর, নারায়ণদাঁড়ি, পূর্ব মেদিনীপুর–৭২১৬৫৫	সামান্য কমবেশি ৯.২ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: প্লট নং ৬৭৭, ৬৭৯, ৬৮২, খতিয়ান নং ৭৪, জে এল নং ১৪৭, মৌজা– হিঞ্চেগেড়িয়া, থানা– ভগবানপুর, জেলা– পূর্ব মেদিনীপুর, তৎসহ এই জমিতে স্থিত যাবতীয় বাড়ি ও কাঠামো। সম্পত্তির স্বত্বধারক: আনোয়ার হোসেন খান।	**ক) ৩০.০৬.২০২৬** **খ) ০১.০৫.২০২৬**	₹২৭,৮৮,৫৪৫.৯৭, লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২২০৩০০৪৪৭২৪০৫৪–এর প্রেক্ষিতে বকেয়া, ৩০.০৬.২০২৬ অনুযায়ী এবং ₹৩২,৩৪১.৫০, লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২২০৩০০৪৪৭২৪০৮৫–এর প্রেক্ষিতে বকেয়া, ৩০.০৬.২০২৬ অনুযায়ী	২৩.০৮.২০২২ তারিখের অনুমোদন পত্র অনুযায়ী আর্থিক সাহায্য হিসেবে ₹২৪,২০,০০০.০০ (চব্বিশ লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা মাত্র) অর্থমূল্যের ওভারড্রাফটের সুবিধা এবং ₹৩০,০০০.০০ (ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) অর্থমূল্যের কার্যকরী মূলধনের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি পরিষেবার বিকল্প উপায় হিসেবে এই পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা হচ্ছে। উপরিলিখিত ঋণগ্রহীতাগণ এবং/বা জামিনদারগণের (প্রযোজ্যমতো) প্রতি এই পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যাতে তাঁরা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ভবিষ্যতের সুদ ও প্রযোজ্য চার্জ সমেত অনাদায়ী বকেয়া বাবদ অর্থাঙ্ক পরিশোধ করেন যার অন্যথা হলে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর সংস্থানাধীনে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

অনুগ্রহপূর্বক খেয়াল রাখবেন, উক্ত অ্যাক্টের ১৩(১৩) নং ধারাধীনে এই বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির পরে কোনও ঋণগ্রহীতা উক্ত অ্যাক্টের (২) নং উপধারাধীনে এই বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত ঋণদাতার আগাম অনুমতি ছাড়া বিক্রি, ইজারা বা অন্য কোনও উপায়ে হস্তান্তর করতে পারবেন না।

সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারাধীনে সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঋণগ্রহীতার প্রতি উপলব্ধ সময়সীমা সম্পর্কিত সংস্থানের প্রতি ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারা–

''যাবতীয় মাশুল, চার্জ ও সুরক্ষিত ঋণদাতার তরফে কৃত খরচাপাতি সমেত সুরক্ষিত ঋণদাতার যাবতীয় পাওনা অর্থাঙ্ক প্রকাশ্য নিলাম বা দরপত্র আমন্ত্রণ বা জনসাধারণের থেকে দরপ্রস্তাব আমন্ত্রণ অথবা সুরক্ষিত পরিসম্পদ ইজারা, ভারার্পণ বা বিক্রির জন্য ব্যক্তিগত চুক্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের আগে যে কোনও সময়ে ঋণগ্রহীতা যদি সুরক্ষিত ঋণদাতাকে মিটিয়ে দিতে পারেন, সেক্ষেত্রে— (১) সুরক্ষিত ঋণদাতা উক্ত সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি ইজারা, ভারার্পণ বা বিক্রির মাধ্যমে হস্তান্তর করা হবে না; এবং (২) এই উপধারার অধীনে উপরোক্ত অর্থাঙ্ক আদায় দেওয়ার আগে যদি সুরক্ষিত ঋণদাতার তরফে ইজারা, ভারার্পণ বা বিক্রির মাধ্যমে হস্তান্তরের জন্য কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে উক্ত সুরক্ষিত পরিসম্পদ ইজারা বা ভারার্পণ বা বিক্রির মাধ্যমে হস্তান্তরের জন্য পরবর্তী কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে না।''

তারিখ: ০১.১০.২০২৬
স্থান: পশ্চিমবঙ্গ

অনুমোদিত আধিকারিক
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড

শিল্ড সেমিফাইনালের সূচি

আইএফএ শিল্ডের সেমিফাইনালে ডার্বি হচ্ছে না। ৪ অক্টোবর প্রথম সেমিফাইনাল মোহনবাগান বনাম পাঞ্জাব এফসি–র। পরের দিন দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ইস্টবেঙ্গল বনাম নর্থইস্ট ইউনাইটেডের। দুটি সেমিফাইনালই কিশোরভারতী স্টেডিয়ামে, বিকেল পাঁচটা থেকে।

ফের সোনা নীরুর, আজ শ্রেয়সদের সামনে শ্রীলঙ্কা

তীরন্দাজিতে সোনার হ্যাটট্রিক

আজকালের প্রতিবেদন

এশিয়াডে বুধবার ভারতের সোনালি দিন। তীরন্দাজিতে কম্পাউন্ড বিভাগে এল তিন সোনা। মেয়েদের ও ছেলেদের দলগত বিভাগ এবং মিক্সড ইভেন্টে। ২০২৩ হাংঝৌ এশিয়ান গেমসেও এই তিন বিভাগে সোনা পেয়েছিল ভারত। মেয়েদের দলগত বিভাগে ভারত ২৩৮–২৩৪ হারাল চীনকে। দলে ছিলেন জ্যোতি সুরেখা ভেনাম, চিকিতা তানিপার্থী, প্রীতিকা প্রদীপ। সেমিফাইনালে ভারত হারায় দক্ষিণ কোরিয়াকে।

ছেলেদের ইভেন্ট যেন মেয়েদের ইভেন্টেরই পুনরাবৃত্তি। এক্ষেত্রেও দক্ষিণ কোরিয়াকে হারিয়েই ফাইনালে ওঠে ভারত। ফাইনালে হারাল সেই চীনকেই। ফল ২৩৮–২৩৭। লড়াই হয়েছে হাড্ডাহাড্ডি। দলে ছিলেন কুশল দালাল, সাহিল যাদব, গণেশ মণিরত্নম থিরুমুরু। কম্পাউন্ড মিক্সড ইভেন্টেও এল সোনা। দলে ছিলেন চিকিতা এবং সাহিল। এই সোনার সুবাদে লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে তাঁদের জায়গা নিশ্চিত। শুটিংয়ে আগেরদিন ব্যক্তিগত ট্র্যাপ ইভেন্টে সোনা জিতেছিলেন নীরু ধানদা। এবার ট্র্যাপ মিক্সড ইভেন্টেও সোনা পেলেন নীরু। সঙ্গী কিনান চেনাই। সোনার পাশাপাশি তৈরি করলেন নতুন এশীয় রেকর্ড।

ইতিহাসের সামনে ভারতের মহিলা হকি দল। প্রথমবার এশিয়ান গেমসে পদক এসেছিল ১৯৮২ সালে। সেবার এশিয়াডের আসর বসেছিল দিল্লিতে। তারপর থেকে আর সোনা আসেনি। ৪৪ বছর পর ফের সোনার হাতছানি। এবার শুরু থেকেই দুরন্ত ছন্দে ভারতের মেয়েরা। সেমিফাইনালেও অনায়াসে হারাল দক্ষিণ কোরিয়াকে। ফল ২–০। গোলদাতা ঈশিকা চৌধরি ও সালিমা টেটে। শুক্রবার ফাইনালে ভারতের সামনে চীন।

মেয়েদের ক্রিকেটে ভারত আগেই সোনা পেয়েছে। এবার ছেলেদের ক্রিকেটে আজ সেমিফাইনালে নামছে ভারত। শ্রেয়স আয়ারদের সামনে শ্রীলঙ্কা। অন্য সেমিফাইনালে পাকিস্তান খেলবে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। কোয়ার্টার ফাইনাল বৃষ্টিতে ভেস্তে গেলেও সেমিতে বৃষ্টির তেমন আশঙ্কা নেই। একান্তই যদি খেলা না হয়, র‍্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে থাকার সুবাদে ভারত ফাইনালে পৌঁছে যাবে।

মেয়েদের বক্সিংয়ে সোনার সামনে লভলিনা বরগোহাঁই। অলিম্পিকে পদকজয়ী অসমের এই বক্সার ২০২৩ এশিয়াডে পেয়েছিলেন রুপো। এবার ৭৫ কেজি বিভাগে পৌঁছে গেলেন ফাইনালে। তিনিই ভারতের প্রথম মহিলা বক্সার, যিনি পরপর দু’বার ফাইনালে উঠলেন। ৬৫ কেজি বিভাগে প্রবীণ হুডা, ৮০ কেজি বিভাগে অঙ্কুশ পাঙ্ঘালও ফাইনালে পৌঁছে গেছেন। তাঁদের সামনেও সোনার হাতছানি। ব্রোঞ্জে দৌড় থামল নরেন্দর বেরওয়াল, কপিল পোখারিয়ার। কুস্তিতেও পদক অভিযান শুরু। প্রথম দিনই ব্রোঞ্জ পেলেন সুনীল কুমার (৮৭ কেজি)।

কমনওয়েলথ গেমসে জুডোয় সোনা জিতে চমকে দিয়েছিলেন ত্রিপুরার মেয়ে অস্মিতা দে। এশিয়ান গেমসে হাতছাড়া হল ব্রোঞ্জ। স্কোয়াশে দলগত বিভাগে আরও দুটি পদক নিশ্চিত। ছেলেদের ও মেয়েদের দল পৌঁছে গেল সেমিফাইনালে। ছেলেরা হারালেন কুয়েতকে, মেয়েরা সিঙ্গাপুরকে। ছেলেদের দলে ছিলেন বীর চোত্রানি, অভয় সিং। মেয়েদের দলে ছিলেন অনাহত সিং, তন্বি খান্না। টেনিস সিঙ্গলসে সুমিত নাগাল উঠলেন কোয়ার্টারে। তৃতীয় রাউন্ডে বিদায় দক্ষিণেশ্বরের।

সোনার পদক হাতে তিন সোনার মেয়ে প্রীতিকা, চিকিতা এবং জ্যোতি। ছবি: পিটিআই

আজ
এশিয়াডে ক্রিকেট সেমিফাইনাল
ভারত বনাম শ্রীলঙ্কা
(সকাল ১০–৩০। সোনি স্পোর্টস)

শিবির ছাড়লেন ক্ষুব্ধ রোনাল্ডো

আজকালের প্রতিবেদন

গভীর রাতে ইনস্টাগ্রামে একটা পোস্ট। তারপরই জোর জল্পনা। তবে কি পর্তুগাল জাতীয় দল থেকে অবসর নিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো?

কারণ, ডেনমার্ক ম্যাচের আগে জাতীয় শিবির থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন ক্ষিপ্ত সিআর সেভেন। নতুন কোচ হোর্হে জেসুসের সঙ্গে ঝামেলার জেরেই এই সিদ্ধান্ত। পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন পর্তুগাল ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি পেড্রো। তবে রোনাল্ডোর সঙ্গে আলোচনা ভেস্তে যায়। মালমোর ট্রেনিং গ্রাউন্ড থেকে বেরিয়ে যান পর্তুগিজ মহাতারকা। পরে তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেই সে কথা বলেন। সেই সঙ্গে পর্তুগাল আর তাঁর সতীর্থদের গুড লাক জানান। শেষে লেখেন, ‘এই শুভেচ্ছা সবার জন্য নয়!’

এখানেই প্রশ্ন উঠছে তবে কি জাতীয় দলে রোনাল্ডোর কেরিয়ার শেষ?

ইরানিতে নজরে আকাশ

আজকালের প্রতিবেদন

আজ থেকে শুরু হচ্ছে ইরানি কাপ। রনজি ট্রফি চ্যাম্পিয়ন জম্মু ও কাশ্মীরের বিরুদ্ধে মাঠে নামছে অবশিষ্ট ভারতীয় একাদশ। নিউজিল্যান্ড সফরের দল নির্বাচনের আগে এই ম্যাচে বেশ কয়েকজন ক্রিকেটারের দিকে নজর থাকবে জাতীয় নির্বাচকদের। তাঁদের মধ্যে অন্যতম বাংলার আকাশদীপ। এছাড়াও সারাংশ জৈন, সরফরাজ খান, মানব সুতারদের দিকেও নজর থাকবে।

কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লার সঙ্গে অনুশীলনে নেতা ঋষভ পন্থ।

কোমরে চোটের জন্য দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে ছিলেন আকাশদীপ। শেষ খেলেছিলেন ফেব্রুয়ারিতে রনজি সেমিফাইনালে। ৭ মাস পর আবার মাঠে ফিরছেন বাংলার এই জোরে বোলার। নিউজিল্যান্ড সফরের দল নির্বাচনের আগে নির্বাচকরা তাঁর ফিটনেস দেখে নিতে চাইছেন। সেই দিক দিয়ে বলতে গেলে ইরানি কাপের এই ম্যাচ আকাশদীপের কাছে অগ্নিপরীক্ষা। ইরানি কাপে অবশিষ্ট ভারতীয় দলের নেতৃত্বে ঋষভ পন্থ। কোচ বাংলার লক্ষ্মীরতন শুক্লা।

গিল–রোহিতের ব্যাটে বর্ষাপাড়ায় রেকর্ড জয়

শতরানের পর রোহিত। দ্বিশতরানে পৌঁছে শুভমানের সেলিব্রেশন।

বিশ্বজিৎ দাস

ইটের জবাব পাটকেলে!

কানায় কানায় ভর্তি গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে শ্মশানের নিস্তব্ধতা নেমেছিল ইনিংস বিরতিতে। নেপথ্যে, ক্যারিবিয়ান ত্রয়ী জন ক্যাম্পবেল, শাই হোপ এবং আমির জাঙ্গু। কে জানত, বিরতি শেষে সেই গ্যালারিকেই উল্লাসের রসদ জোগাবেন রোহিত শর্মা–শুভমান গিল জুটি।

ভারতীয় ক্রিকেটের প্রাক্তন এবং বর্তমান অধিনায়কের ব্যাট একের পর এক নজির গড়ল। জুটিতে উঠল ২৫৫ রান। অল্পের জন্য রক্ষা পেল ২০০১ সালে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে শচীন–সৌরভ ওপেনিং জুটির সর্বোচ্চ ২৫৮ রানের রেকর্ড। তবে দ্রুততম দ্বিশতরানের ইনিংস শুভমানের (অপরাজিত ২২৩)। ভারতীয় দল (৪০৬/২) ৪৩.৩ ওভারে অনায়াসে একদিনের ক্রিকেট ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয়ের নজিরও গড়ল। বুধবার টস জিতে রান তাড়া করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন শুভমান। ক্যাম্পবেল, অধিনায়ক হোপ এবং জাঙ্গুর শতরানে ভর করে একদিনের ক্রিকেটে প্রথমবার চারশোর গণ্ডি টপকায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। চারশোর বেশি রান তুলে কোনও দলের ম্যাচ হারার ঘটনা ক্রিকেট ইতিহাসে একবারই ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার। এদিন তালিকায় যোগ দিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ক্যারিবিয়ানদের ৪০৫/৭ তাড়া করতে নেমে ভারতীয় দল দ্বিতীয় ইনিংসে নিজেদের সর্বোচ্চ সংগ্রহের রেকর্ডকেও ছাপিয়ে গেল। এক ম্যাচে পাঁচ সেঞ্চুরির রেকর্ডও হল।

পরিসংখ্যান বলছে, একদিনের ক্রিকেটে এই নিয়ে ষষ্ঠবার কোনও এক ইনিংসে তিনজন ব্যাটার সেঞ্চুরি করলেন। জন ক্যাম্পবেল ৬৫ বলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটারদের নিরিখে পঞ্চম দ্রুততম সেঞ্চুরি করেন। ১৯তম ওভারের প্রথম বলে যখন তাঁর ১০১ রানের ইনিংসে ইতি পড়ে, তখন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বোর্ডে ১৪৭ রান। ব্রায়ান লারাকে ছাপিয়ে হোপ নিজের ২০তম সেঞ্চুরি পূর্ণ করলেন। জাঙ্গুও পিছিয়ে থাকেননি। ৭৭ বলে ১১৪ রানের ইনিংস খেলেন। নীতীশ রেড্ডির পরিবর্তে এদিন অভিষেক হয় আকিব নবির। যদিও তিনি দাগ কাটতে পারেননি। দুশ্চিন্তা থাকল টিম ইন্ডিয়ার পেস ইউনিটকে নিয়ে। প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ মাত্র পাঁচ ওভার বল করে মাঠ ছাড়েন। নমন ধীরও নিজের সপ্তম ওভারে চোট পেয়ে আর বল করতে পারেননি।

যদিও দুশ্চিন্তার কালো মেঘ কাটে রোহিত–শুভমানের ব্যাটে। এদিন প্রথমে, একদিনের ক্রিকেটে ১২ হাজার রানের মাইলফলক স্পর্শ করেন রোহিত। পরে এই ফরম্যাটে নিজের ৩৫তম শতরান পূর্ণ করেন। ২৭ ওভারের মাথায় রোহিতের ইনিংসে ইতি পড়লেও থামানো যায়নি শুভমানকে। ৮ উইকেটে জয় ছিনিয়ে মাঠ ছাড়লেন তিনি।

স্কোরবোর্ড

ওয়েস্ট ইন্ডিজ

ক্যাম্পবেল ক নমন ব ব্রার	১০১ (৬৮)
কার্টি ক নমন ব প্রসিদ্ধ	৯ (১০)
হোপ ক আকিব ব কুলদীপ	১০৪ (৯৪)
জাঙ্গু ক ঋতুরাজ ব জাদেজা	১১৪ (৭৭)
রাদারফোর্ড ক পরিবর্ত ব ব্রার	০ (১)
চেজ অপরাজিত	২৯ (২৫)
পল ক বিরাট ব কুলদীপ	৩ (৮)
আলজারি ক রোহিত ব জাদেজা	৮ (১০)
শামার অপরাজিত	১৪ (৮)
অতিরিক্ত	২৩
মোট (৫০ ওভারে, ৭ উইকেটে)	৪০৫

■ উইকেট পতন: ১/৩৭, ২/১৪৭, ৩/৩২৯, ৪/৩৩০, ৫/৩৪৮, ৬/৩৬৯, ৭/৩৮৫

■ বোলিং: প্রসিদ্ধ ৫–০–৪৫–১, আকিব ৮.৫–০–৮৪–০, ব্রার ১০–০–৯৬–২, নমন ৬.১–০–৩৮–০, জাদেজা ১০–০–৭৫–২, কুলদীপ ১০–০–৬৫–২

ভারত

রোহিত এলবিডব্লু ব সিলস	১০১ (৭৫)
শুভমান অপরাজিত	২২৩ (১৩৩)
বিরাট ক রাদারফোর্ড ব শামার	২৯ (১৯)
ঋতুরাজ অপরাজিত	৩১ (৩৭)
অতিরিক্ত	২২
মোট (৪৩.৩ ওভারে, ২ উইকেটে)	৪০৬

■ উইকেট পতন: ১/২৫৫, ২/৩২০

■ বোলিং: সিলস ৮–০–৭৮–১, আলজারি ৮–০–৮৯–০, শামার ৬–০–৫২–১, পল ৩–০–৪৯–০, চেজ ৮.৩–০–৬৩–০, ভিটেল ১০–০–৭৩–০

■ ভারত জয়ী ৮ উইকেটে

■ ম্যাচের সেরা: শুভমান গিল

ইয়ামালের জোড়া, জয়ী স্পেন

আজকালের প্রতিবেদন

নেশনস লিগের দ্বিতীয় ম্যাচেও লামিন ইয়ামালের পায়ের জাদু অব্যাহত। মঙ্গলবার ক্রোয়েশিয়াকে ৪–১ ফলে হারাল স্পেন। ২ এবং ৬৩ মিনিটে জোড়া গোল করলেন ইয়ামাল। স্পেনের হয়ে আরও দুটি গোল করেছেন মার্ক পুবিল এবং নিকো উইলিয়ামস। ক্রোট শিবিরের একমাত্র গোলদাতা দিওন দ্রেনা।

প্রতিযোগিতায় ইংল্যান্ড নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে চেক প্রজাতন্ত্রকে ২–০ হারিয়েছে। ২৫ মিনিটে লাল কার্ড দেখেন চেকের এক ফুটবলার। বিরতির পরই লিড নেয় ইংল্যান্ড। ৪৭ মিনিটে স্কোরলিস্টে নাম তোলেন অ্যান্থনি গর্ডন। ৬৯ মিনিটে গোল করে দলের জয় নিশ্চিত করেন হ্যারি কেন। স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৩–০ জয়ী সুইৎজারল্যান্ড। রিকার্ডো রডরিগেজের গোলে খেলার ১২ মিনিটে এগিয়ে যায় সুইসরা। বাকি দুটি গোল নিকো এলভেদি এবং জেকি আমদৌনির।

জঘন্য ফুটবল, পাঞ্জাবের কাছে শিল্ডে হারল ইস্টবেঙ্গল

০ ইস্টবেঙ্গল **১ পাঞ্জাব এফসি**
দিয়েগো

রাজর্ষি গাঙ্গুলি

বুধবার ভরদুপুর। সপ্তাহের মাঝে কাজের দিনেও ইস্টবেঙ্গল মাঠে বেশ ভিড়। বহুদিন পর সিনিয়র দল এই মাঠে প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলছে। খেলছেন বিদেশিরাও। তাই রোদ এবং গরম উপেক্ষা করেও দলের জয় দেখতে এসেছিলেন কয়েক হাজার সমর্থক। বদলে চোখের সামনে দলের হার দেখলেন। সমর্থকদের পাশাপাশি ইস্টবেঙ্গলের হতশ্রী ফুটবলের সাক্ষী থাকলেন শ্যাম থাপা, সমরেশ চৌধুরি, রঞ্জিত মুখার্জি, তরুণ বসুরা। এদিন ছিল ১৯৭৫ সালের আইএফএ শিল্ডে ইস্টবেঙ্গলের ঐতিহাসিক পাঁচ গোলে ডার্বি জয়ের ৫১ বছর পূর্তি। বিশেষ দিনে সংবর্ধিত করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল সেই দলের তারকাদের। তাঁদেরও মানসিক যন্ত্রণা দিল ম্যাচটা। ফুটবলে জেতা–হারা থাকবেই। তবে দিয়েগো রাপোসোর গোলে পাঞ্জাবের কাছে শিল্ডে এই হার ইস্টবেঙ্গল কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলবেই।

হাবাস চেয়েছিলেন, দলে থাকা তেমন সুযোগ না পাওয়া ফুটবলারদের দেখে নিতে। সেটা দেখতে গিয়েই হাজারো সমস্যা চোখে পড়ল। মাঝমাঠে খেলল রেনিয়ার ফার্নান্ডেজ–রোহিত কুমার জুটি। এই জুটি খেললে কোনও দলের পক্ষেই জেতা সম্ভব না। দেখার ছিল একজনকে। ক্রিস ইকোনোমিডিস। পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে অসি ফরোয়ার্ডের খেলা দেখে গ্যালারি থেকে তাঁর বিদায়ের দাবি উঠল। ক্রিসের সঙ্গে দু’বছরের চুক্তি। তাই ম্যানেজমেন্টের মনে সাধ জাগলেও, ছেঁটে ফেলার সাধ্য নেই। এসিএল টু–র ম্যাচে ভরসা দিয়েছিলেন নতুন বিদেশি স্টপার জিভুলিচ। কিন্তু এদিন ম্যাচের ৭৫ মিনিটের পর থেকে বারবার হাঁটুতে হাত দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলছিলেন।

৪১ মিনিটে রক্ষণে বড় ভুল করে ফেলেন লালচুংনুঙ্গা। তাঁর ক্লিয়ারেন্স পান ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তনী মেসি বৌলি। মেসির সাজিয়ে দেওয়া বলে গোল ব্রাজিলিয়ান রাপোসোর। বিরতির পর রেনিয়ার, রোহিত দানু, নরেন্দ্র গেহলট, ডেভিড, আসিফদের মাঠে রাখার সাহস দেখাননি হাবাস। দ্বিতীয়ার্ধে পাঞ্জাবের একটি শট পোস্টে না লাগে। বিপিন, বিষ্ণুরা নামার পর ইস্টবেঙ্গলের খেলায় গতি আসলেও, গোল আসেনি। ইস্টবেঙ্গল যে কবে বিদেশি স্ট্রাইকার নিয়ে মাঠে নামবে, সেই উত্তরের অপেক্ষায় সবাই। সংযুক্তি সময়ে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে পাঞ্জাবের নিখিল প্রভু মাঠ ছাড়েন। ম্যাচের পর সাংবাদিক সম্মেলনে আসেননি ইস্টবেঙ্গল কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস। অন্যদিকে, শুক্রবার অনুশীলনে যোগ দেবেন পোল্যান্ডের স্ট্রাইকার লুকাস জোলিনস্কি।

ইস্টবেঙ্গল: ফুর্বা, নরেন্দ্র (হার্দিক), জিভুলিচ, লালচুংনুঙ্গা, বরিস, রোহিত দানু (বিষ্ণু), রেনিয়ার (জিকসন), রোহিত কুমার, ক্রিস, আসিফ (বিপিন), ডেভিড (বিলাল)

বৈংক ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

রিজিওনাল অফিস: বর্ধমান রিজিয়ন
২ নং ফ্লোর, ৫৪, জি টি রোড, ভাঙ্গাকুঠি, বর্ধমান–৭১৩১০১

ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অ্যানেক্সার ‘এ’

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি; ‘পরিশিষ্ট IV–A [রুল ৯(১)–এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৯(১)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা বিশেষত নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ), বন্ধকদাতা(গণ), জামিনদার(গণ) ও জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টের প্রেক্ষিতে এই ব্যাঙ্কের পাওনা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/দায়বদ্ধ এবং ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা দখল নেওয়া নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি ‘যেখানে আছে’, ‘যা কিছু আছে’ এবং ‘যেমন আছে’ ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা/ জামিনদার/ সুরক্ষিত পরিসম্পদ/ বকেয়া অর্থাঙ্ক/ সংরক্ষণ মূল্য/ ই–নিলামের তারিখ ও সময়, বায়না জমা (ইএমডি) এবং বিড বাড়ানোর মূল্য (বিড গুণক) ইত্যাদি তথ্যাবলি এখানে নীচে উল্লেখ করা হয়েছে:

ক্রম / লট নং	ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)–এর নাম ও ঠিকানা	জানা দায় (যদি থাকে) সমেত স্থাবর/ অস্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	মোট বকেয়া	ই–নিলামের তারিখ ও সময়	সংরক্ষণ মূল্য / ইএমডি অর্থাঙ্ক / বিড বাড়ানোর মূল্য	দখলের প্রকৃতি (গঠনমূলক / বাস্তবিক)	সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়
১	**১. মেসার্স এ টু জেড ডিস্ট্রিবিউটরস,** প্রোপ্রাইটর: মিঃ যুধিষ্ঠির মাইতি, পিতা– মিঃ লক্ষ্মণ মাইতি, গ্রাম ও পোঃঅঃ– ধান্যঘর, থানা– নন্দকুমার, জেলা– পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ–৭২১৬৪৩ **২. মিঃ যুধিষ্ঠির মাইতি** (মেসার্স এ টু জেড ডিস্ট্রিবিউটরস–এর প্রোপ্রাইটর), পিতা– মিঃ লক্ষ্মণ মাইতি, গ্রাম ও পোঃঅঃ– ধান্যঘর, থানা– নন্দকুমার, জেলা– পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ–৭২১৬৪৩ **জামিনদারগণ: (১) মিঃ সন্দীপম সামন্ত, (২) মিঃ নিরূপম সামন্ত, (৩) মিঃ কাঞ্চন সামন্ত, (৪) মিঃ পুরঞ্জয় সামন্ত,** সকলের নিবাস: গ্রাম ও পোঃঅঃ– ধান্যঘর, থানা– নন্দকুমার, জেলা– পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ–৭২১৬৪৩ **শাখা:** তমলুক **অনুমোদিত আধিকারিক:** মিঃ প্রত্যয় সরকার **শাখায় যোগাযোগের ব্যক্তি:** মিঃ সুজয় হাঁসদা মোবাইল: ৮৪৭৩৮১৩২৩২	**নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– ধান্যঘর, থানা– নন্দকুমার, জেলা– পূর্ব মেদিনীপুর, পিন–৭২১৬৪৩, জে এল নং ৭৬, খতিয়ান নং ৮২৮ (এল আর), প্লট নং ৩০৬, জমির পরিমাপ– ৩৪ ডেসিমেল, শেওড়াবেড়িয়া জলপাই গ্রাম পঞ্চায়েত, ২২.০১.১৯৯০ তারিখে সম্পাদিত বিক্রয় দলিল নং ২১০/১৯৯০ এবং ০৮.০৬.২০০৯ তারিখে সম্পাদিত বিক্রয় দলিল নং I–৩৩৭১ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বধারক মিঃ নিরূপম সামন্ত, মিঃ সন্দীপম সামন্ত, মিঃ কাঞ্চন সামন্ত, মিঃ পুরঞ্জয় সামন্ত।** সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তর– পুকুর; দক্ষিণ– গ্রামীণ পথ; পূর্ব– মালিকানাধীন জমি; পশ্চিম– অনুপম সামন্ত ও অন্যদের জমি।	₹ ৬৫,৯৩,১৪৫.৬৫ তৎসহ ২৭.০৯.২০২৬ থেকে অপ্রযুক্ত সুদ ও আইনি / অন্যান্য চার্জ	০৫.১১.২০২৬ দুপুর ২টো থেকে সন্ধে ৬টা	₹৪৭,০০,০০০.০০ / ₹৪,৭০,০০০.০০ / ₹১০,০০০.০০	বাস্তবিক	যে কোনও কাজের দিনে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে
২	**(১) মেসার্স চৌধুরী সিন্ডিকেট** ঠিকানা: ৩২, বাহিরসর্বমঙ্গলা পাড়া, সুভাষপল্লী, বর্ধমান–৭১৩১০১ **(২) মিঃ অমরনাথ চৌধুরী,** ঠিকানা: ৩২, বাহিরসর্বমঙ্গলা পাড়া, সুভাষপল্লী, বর্ধমান–৭১৩১০১ **(৩) মিসেস লীনা চৌধুরী,** ঠিকানা: ৩২, বাহিরসর্বমঙ্গলা পাড়া, সুভাষপল্লী, বর্ধমান–৭১৩১০১ **শাখা:** বর্ধমান **অনুমোদিত আধিকারিক:** তরুণ সুভাষচন্দ্র দত্ত **শাখায় যোগাযোগের ব্যক্তি:** তরুণ সুভাষচন্দ্র দত্ত মোবাইল: ৯৮৭৪০৭২৪০৪	**শ্রী অমরনাথ চৌধুরীর স্বত্বাধীনে নিম্নোক্ত জমি ও আবাসবাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: জেলা ও থানা– বর্ধমান, মৌজা– বাহিরসর্বমঙ্গলা পাড়া, ওয়ার্ড নং ২, বর্ধমান পুরসভা, আর এস প্লট নং ১৭৮১, ১৭৮২, ১৭৮৩, এল আর প্লট নং ৫৫৪৪, আর এস খতিয়ান নং ১৬৩, ৩২০, এল আর খতিয়ান নং ১০৬৮৭, জে এল নং ৪২, প্রকৃতি– বাস্তু, জমির পরিমাপ– ৭.৯৪ ডেসিমেল।** সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তর– পরেশ চৌধুরীর সম্পত্তি; দক্ষিণ– চলাচলের পরিসর; পূর্ব– শেখর চৌধুরীর সম্পত্তি; পশ্চিম– অশোক ব্যানার্জির সম্পত্তি।	₹ ৪৬,৭২,৩৯৯.০৬ তৎসহ ৩০.০৯.২০২৬ থেকে অপ্রযুক্ত সুদ, আইনি ও অন্যান্য চার্জ	০৫.১১.২০২৬ দুপুর ২টো থেকে সন্ধে ৬টা	₹৪৩,৮১,০০০.০০ / ₹৪,৩৮,১০০.০০ / ₹১০,০০০.০০	বাস্তবিক	যে কোনও কাজের দিনে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে

বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক https://www.bankofbaroda.bank.in/e-auction.htm ওয়েবসাইট এবং অনলাইন নিলাম পোর্টাল https://baanknet.com–তে দেওয়া লিঙ্ক দেখুন। সম্ভাব্য বিডাররা দরকারে অনুমোদিত আধিকারিকের সঙ্গে ওপরে উল্লিখিত নম্বরেও যোগাযোগ করতে পারেন।

SCAN HERE
বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য

তারিখ: ০১.১০.২০২৬
স্থান: বর্ধমান

অনুমোদিত আধিকারিক
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

বैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI
Relationship Beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ শাখা
৪১৫/১৩–১৪, বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ, ব্লক–সি, কলকাতা– ৭০০০৫৫

বকেয়া লকার ভাড়া প্রদানের জন্য নোটিস

ক্রম নং	লকার ধারকের নাম	ঠিকানা	বকেয়া লকার ভাড়া (প্রযোজ্য জিএসটি চার্জ ব্যতীত)	প্রেরিত নোটিস সম্পর্কিত তথ্য	যে তারিখ থেকে বকেয়া
১	১) হীরা বাজাজ (স্বয়ং) লকার নং–০২০২৭৩, টাইপ–এ	৫৯/২ বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ ব্লক সি পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড: ৭০০০৫৫	₹১২৬০০/–	১৯.১০.২০২২, ০৭.১১.২০২২, ২১.১১.২০২২ চূড়ান্ত– ০৮.০৪.২০২৫	২৮.০২.২০১৯
২	১) শ্যাম সুন্দর বাগারিয়া ২) শ্বেতা বাগারিয়া (যে কোনো একজন বা জীবিত ব্যক্তি) লকার নং–০২০২৮৬, টাইপ–এ	৪১সি. ২নং ফ্লোর বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড: ৭০০০৫৫	₹১২৬০০/–	১৯.১০.২০২২, ০৭.১১.২০২২, ২১.১১.২০২২ চূড়ান্ত– ০৮.০৪.২০২৫	২৫.০৪.২০১৯
৩	১) শুক্লা রায় ২) রজত কুমার রায় (যে কোনো একজন বা জীবিত ব্যক্তি) লকার নং–০৪০০৪৬, টাইপ–এ	শরৎ পল্লী পোঃঅঃ রাজারহাট গোপালপুর পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা, পিন কোড: ৭০০১৩৬	₹১২৬০০/–	১৯.১০.২০২২, ০৫.১১.২০২২, ২১.১১.২০২২ চূড়ান্ত– ০৫.০৪.২০২৫	৩১.০১.২০১৯
৪	১) অলিভিয়া দাস ২) সাধন দাস. (যে কোনো একজন বা জীবিত ব্যক্তি) লকার নং–৭০০০৪৭, টাইপ–এ	২২/এইচ/২, রাজা মনীন্দ্র রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড: ৭০০০৩৭	₹১২৬০০/–	১৯.১০.২০২২, ০৫.১১.২০২২, ২১.১১.২০২২ চূড়ান্ত– ০৫.০৪.২০২৫	০৭.০৬.২০১৯
৫	১) রাধা শ্যাম আগরওয়াল ২) উত্তম কুমার আগরওয়াল (যে কোনো একজন বা জীবিত ব্যক্তি) লকার নং–৭০০০৬৬, টাইপ–এ	প্রযত্নে কৈলাশ আগরওয়াল ১০৬, বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ ব্লক–সি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড: ৭০০০৫৫.	₹১২৬০০/–	১৯.১০.২০২২, ০৫.১১.২০২২, ২১.১১.২০২২ চূড়ান্ত– ০৭.০৪.২০২৫	২১.০৪.২০১৯
৬	১) উর্মিলা বাগারিয়া ২) পল্লবী টিব্রেওয়াল (যে কোনো একজন বা জীবিত ব্যক্তি) লকার নং–৮০৭৬, টাইপ–এ	ফার্স্ট ফ্লোর, ফ্ল্যাট–১০৪, ১৪/১৫ বাঙুর অ্যাভিনিউ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড: ৭০০০৫৫.	₹১২৬০০/–	১৯.১০.২০২২, ০৭.১১.২০২২, ২১.১১.২০২২ চূড়ান্ত– ০৭.০৪.২০২৫	০৮.০৩.২০১৯
৭	দেবযানী সিং দেবকুমার সিং লকার নং–০৩০২২০ টাইপ–এ	১৭১/১/১, বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ, ব্লক–বি কলকাতা–৭০০০৫৫	₹৯০০০/–	১৯.০৪.২০২৫, ২২.০৪.২০২৫, ০৩.০৫.২০২৫ চূড়ান্ত– ১৫.০৭.২০২৫	২২.০৩.২০২১
৮	শকুন্তলা পান্ডে, সূর্য নারায়ণ পান্ডে যে কোনো একজন বা জীবিত ব্যক্তি লকার নং–০৫৫০৪৬ টাইপ–এ	১১৭, বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ, ব্লক–এ, কলকাতা–৭০০০৫৫	₹৭৫০০/–	১৯.০৪.২০২৫, ২২.০৪.২০২৫, ০৩.০৫.২০২৫ চূড়ান্ত– ১৫.০৭.২০২৫	০২.০৩.২০২২
৯	শীলা দেব স্বয়ং লকার নং–০১০০০২ টাইপ–এ	ফ্ল্যাট–কিউ১৯ সুপার মার্কেট কমপ্লেক্স বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ, কলকাতা–৭০০০৫৫	₹১০৫০০/–	০১.১১.২০২২, ২১.১১.২০২২, ০৭.০৪.২০২৫ চূড়ান্ত– ১৫.০৭.২০২৫	১৫.০১.২০২০
১০	অসিতা চক্রবর্তী হিমাদ্রি শঙ্কর চক্রবর্তী যে কোনো একজন বা জীবিত ব্যক্তি লকার নং–০৫৫৩৩২ টাইপ–এ	অসিতা চক্রবর্তী ৮০, দমদম পার্ক পশ্চিমবঙ্গ কলকাতা–৭০০০৫৫	₹৮৪০০/–	১৯.০৪.২০২৫, ২২.০৪.২০২৫, ২৮.০৫.২০২৫ চূড়ান্ত– ০৩.০৫.২০২৫	১৮.০১.২০২২
১১	১. অপরাজিতা চৌধুরী ২. হাসিরাশি বন্দ্যোপাধ্যায় যে কোনো একজন বা জীবিত ব্যক্তি লকার নং–০৪০১৯৯ টাইপ–এ	১৮৫এ ফ্ল্যাট নং–সি–২ ব্লক–এ, বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ, পশ্চিমবঙ্গ কলকাতা–৭০০০৫৫	₹৭৫০০/–	২১.০৪.২০২৫, ২২.০৪.২০২৫, ৩০.০৫.২০২৫ চূড়ান্ত– ১৫.০৭.২০২৫	০৬.০৬.২০২২

উপরিলিখিত সমস্ত লকার গ্রাহক ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ শাখায় লকার পরিচালনা করছেন। আমরা উপরের সারণির ৫ নং কলামে উল্লিখিত তারিখগুলিতে বকেয়া লকার ভাড়া মেটানোর বিষয়ে বিভিন্ন পত্র মারফৎ যোগাযোগ করেছি। তা সত্ত্বেও, বিভিন্ন রিমাইন্ডার দেওয়া সত্ত্বেও তা মেটানো হয়নি। সমস্ত লকার গ্রাহককে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে উপরের সারণির ৪ নং কলামে উল্লিখিত বকেয়া ভাড়া জমা দেওয়ার জন্য আবারও পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। তা না মেটানো হলে, এই প্রকাশনা/বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ১৫ দিন পর ব্যাঙ্ক তাদের (লকার–গ্রাহকদের) খরচ, ব্যয় এবং চার্জে সম্পূর্ণ তাদের ঝুঁকি এবং দায়িত্বে ড্রিল করে লকার খুলবে।

তারিখ: ০১.১০.২০২৬
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত আধিকারিক
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ব্রাজিল! ভাল খেলার প্রেরণা আমাদের

লিয়েন্ডার পেজ

কলকাতায় থাকলে স্টেডিয়ামে বসে ম্যাচ দেখার ইচ্ছে আছে। কল্যাণ চৌবে (ফেডারেশন সভাপতি) আমার ভাল বন্ধু। নিশ্চয়ই একটা পাসের ব্যবস্থা করে দেবে।

আমি বিশ্ব ফুটবলে ইংল্যান্ডের সমর্থক। তবে ব্রাজিল ও পর্তুগালও আমার পছন্দ। প্রিয় ক্লাব বার্সিলোনা। ৯–১০ বছর বয়সে বার্সিলোনা ইয়ুথ ফুটবল অ্যাকাডেমিতে ট্রায়াল দিতে গেছিলাম, বড় হয়ে ইন্টারন্যাশনাল ফুটবলার হওয়ার স্বপ্নে। হয়তো সুযোগও পেতাম ওদের অ্যাকাডেমিতে। কিন্তু শর্ত ছিল, আমাকে ভারতের পাসপোর্ট ছেড়ে স্পেনের পাসপোর্ট করতে হবে এবং ভবিষ্যতে সেটাই থাকবে। বাবা (ডাঃ ভেস পেজ) আমাকে সটান 'না' বলে দেন।

সাতাত্তরে ইডেনে পেলে ম্যাচের সময় আমার সাড়ে চার বছর বয়স। খুব সামান্যই মনে আছে। বাবা পুরো সাতের দশক মোহনবাগান হকি দলে খেলেছেন। অলিম্পিক এবং হকি বিশ্বকাপ, দুটোতেই পদক জয়ী। ফলে মোহনবাগান বস্‌ ধীরেন দে–র থেকে বাবার পেলে ম্যাচের টিকিট পেতে অসুবিধা হয়নি। সেই ম্যাচ নিয়ে বাবার উন্মাদনা মনে আছে। তবে অনেক বছর পরে পেলে যখন কলকাতায় অতিথি হয়ে এসেছিলেন, তখন দেখা হয়েছিল। পেলে জানতেন, একজন ব্রাজিলিয়ানকেই হারিয়ে ১৯৯৬ অলিম্পিক টেনিসে পদক জিতেছি। উল্লেখও করেছিলেন সেই আড্ডায়।

ব্রাজিল ২০০২–এ শেষবার বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। তবুও ব্রাজিল মানে আলাদা ব্যাপার। এই প্রথম ওরা জাতীয় দলের জন্য ইওরোপিয়ান কোচ কার্লো আনসেলোত্তিকে আনলেও সাম্বা ফুটবলের স্বাদ এখনও ভিনিসিয়াসদের খেলায় পাওয়া যায়। ব্রাজিল মানেই স্কিল আর টাচ ফুটবল। ফুটবল শিল্প। যে শিল্প কখনও ফুরনোর নয়। তাই আমাদের জাতীয় দলের ছেলেরা বুঝতেই পারছে, শনিবার ওরা কাদের বিরুদ্ধে খেলতে চলেছে। সেটাই ওদের কাছে নিজেদের ছাপিয়ে গিয়ে ভাল খেলার সবচেয়ে বড় প্রেরণা। বেস্ট অফ লাক ব্লু টাইগার্স।

(কলকাতা বিমানবন্দরে দিয়েগো ফোরলান। ছবি: এক্স)

কলকাতায় পৌঁছেই যুবভারতীতে উরুগুয়ে

সায়ন গুপ্ত

ঘড়ির কাঁটায় সন্ধ্যা সাতটা ছুঁইছুঁই। যুবভারতীতে কর্তব্যরত পুলিশ অফিসারদের হঠাৎ তৎপরতা। জানা গেল, অনুশীলনে আসছে উরুগুয়ে দল। বিকেল ৪.০৯ সিওল থেকে শহরে পা রেখেই অনুশীলন! অভিবাসনের পর্ব সেরে স্টেডিয়াম সংলগ্ন হোটেলে ঢুকতেই প্রায় সাড়ে পাঁচটা বেজে গিয়েছে। ঘণ্টা দেড়েকের একটু বেশি সময় হোটেলে কাটিয়েই কেন অনুশীলনের সিদ্ধান্ত? স্পষ্ট হল কিছুক্ষণের মধ্যেই। সাড়ে সাতটা নাগাদ একটি কনভয় এসে দাঁড়াল যুবভারতীর ট্রেনিং গ্রাউন্ড ২–এর সামনে। দুটি গাড়িতে ভাগ করে উরুগুয়ের ফুটবলার ও সাপোর্ট স্টাফরা ছিলেন। বল পায়ে নয়। আধ ঘণ্টা শুধু গা ঘামালেন উরুগুয়ের তিন ফুটবলার। মার্টিন সাত্রিয়ানো, ম্যাথিয়াস অলিভিয়েরা এবং ফাকুন্দো পেলিস্ত্রি। উরুগুয়ের কন্ডিশানিং কোচ সান্তিয়াগো ফেরোর তত্ত্বাবধানেই চলল ফিজিক্যাল ট্রেনিং। তার ফাঁকে বাকি দুই সাপোর্ট স্টাফ গোটা মাঠ ঘুরে দেখলেন। বোঝা গেল মাঠের অবস্থা খতিয়ে দেখতেই এদিন ট্রেনিং গ্রাউন্ডে তড়িঘড়ি ছুটে এসেছিল উরুগুয়ে দল। বৃহস্পতিবার থেকে এই মাঠেই পুরোদমে অনুশীলনে নামবেন দিয়েগো ফোরলানের ফুটবলাররা।

৬ জনের জন্য যা নিরাপত্তা দেখা গেল, তা রীতিমতো তাক লাগিয়ে দেয়। ট্রেনিং গ্রাউন্ড ঘিরে অন্তত ৩০–৪০ জন নিরাপত্তারক্ষী। কনভয় ঢোকার আগেই ত্রিস্তরীয় ব্যারিকেডে ঘিরে ফেলা হল প্রবেশ পথ। ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখতে হাজির হন ফেডারেশনের ফুটবল ডিরেক্টর সুব্রত পাল। মাত্র ৬ জনের জন্য এত কড়াকড়ি কেন? কর্তব্যরত এক পুলিশ অফিসারের কথায়, 'লিওনেল মেসি যুবভারতীতে যে বিড়ম্বনার মুখে পড়েছিলেন তারপর প্রশাসন নিরাপত্তায় কোনও ফাঁক রাখতে নারাজ। সংখ্যাটা ৬ হোক বা ৬০, উরুগুয়ে ও ব্রাজিল দল যাতে কোনওরকম সমস্যার মুখোমুখি না হয় তা দেখাই আমাদের কাছে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।'

ভিনিদের ভিডিও দেখে প্রস্তুতি আনোয়ারদের

অরিত্র বসু

নিউটাউনের এক জনমানবহীন এলাকা। নতুন রাস্তা নির্মাণের কাজ চলছে পুরোদস্তুরে। পাঁচিলের গা ঘেঁষে অল্প কিছু মানুষের জমায়েত। কৌতূহলের উৎসস্থল ওপ্রান্তের সবুজ মাঠের সৈনিকরা, যাঁরা ৩ অক্টোবর ঐতিহাসিক ম্যাচে ব্রাজিলের মুখোমুখি হতে চলেছেন। বুধবার বিকেল থেকে ভারতীয় ফুটবলারদের এক ফালি দেখবেন বলে পাঁচিলের ধারে ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন রাজারহাটের সামাদ বক্স। পেশায় গিগ ওয়ার্কার। যে ইনস্ট্যান্ট ডেলিভারি সংস্থার হয়ে কর্মরত, তাদের টিশার্ট পরে বিকেল থেকে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন। পুলিশ একাধিকবার বাকিদের মতো তাঁকেও সরিয়েছে। তবু রায়ান উইলিয়ামস, মনবীর সিং, আনোয়ার আলিদের প্র্যাকটিস শেষ না হওয়া পর্যন্ত হাল ছাড়েননি। বলছিলেন, 'আজ আর আয় হল না।'

কোচ খালিদ জামিলের তত্ত্বাবধানে প্রায় পৌনে দু'ঘণ্টা রাজারহাটের ন্যাশনাল সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে বুধবার অনুশীলন করল ভারতীয় দল। অনুশীলনের যা ছবি, তাতে ব্রাজিল ম্যাচে ভারতীয় একাদশে পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম। পানামার বিরুদ্ধে যে দল নিয়ে বিশ্বের ৪৪ নম্বর দলকে রুখে দিয়েছেন আনোয়াররা, ৩ তারিখ যুবভারতীতে সেই দলেই আস্থা রাখতে পারেন কোচ খালিদ।

ব্রাজিলের সাম্প্রতিক ম্যাচগুলির ভিডিও ফুটেজ দেখে বিপক্ষের শক্তি–দুর্বলতা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে ভারত। দলের গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার বাংলার রহিম আলি বলছিলেন, 'কোচ আমাদের ব্রাজিলের সাম্প্রতিক ম্যাচগুলোর ভিডিও দেখাচ্ছেন। প্রতিপক্ষের খেলার পরিকল্পনা আর কৌশল আগে থেকে জেনে নেওয়াটা অত্যন্ত জরুরি।'

ঐতিহাসিক এই ম্যাচে হারার আগে কোনওভাবেই হারতে রাজি নন রহিম। তাঁর কথায়, 'পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দলের বিরুদ্ধে খেলব। ম্যাচটা খুব কঠিন হবে। তবে, মাঠে নামলে লড়াইটা এগারো বনাম এগারোর। তখন সবাইকে নিজের ২০০ শতাংশ উজাড় করে দিতে হবে। পানামাও তো র‍্যাঙ্কিংয়ে অনেক এগিয়ে ছিল, কিন্তু মাঠে র‍্যাঙ্কিং কোনও প্রভাব ফেলে না।' এদিকে, শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি নিয়ে পর্যালোচনা করতে এদিন সন্ধ্যায় নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈঠক করেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ডাঃ ইন্দ্রনীল খাঁ ও এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবে।

প্রিন্স-মহারাজ ম্যাচ

সৌরভ গাঙ্গুলির কাছে বাকিংহাম প্যালেস থেকে প্রদর্শনী ক্রিকেট ম্যাচ খেলার আমন্ত্রণ এসেছে। সূত্রের খবর, বাইশ গজে ব্রিটিশ রাজপরিবারের সর্বোচ্চ সদস্য প্রিন্স উইলিয়ামের সঙ্গে বাংলার মহারাজকে খেলতে দেখা যেতে পারে। শোনা যাচ্ছে, বাকিংহাম প্যালেসের বাইরে হতে চলা এই প্রদর্শনী ম্যাচে সৌরভ ছাড়াও কিংবদন্তি ব্রায়ান লারা খেলতে পারেন।

S24 PAGS	145
N24 PAGS	145
RANAGHAT	145
ARAMBAGH	144
BURDWAN	143
BOLPUR	143
MIDNAPUR	143
BANKURA	143
SILIGURI	146
MALDA / BALURGHAT	146
FALAKATA	148
ALIPURDUAR	148

CONTACT-80160 91101

কিচলুর এবার লক্ষ্য কেপ ভার্দে

দেবাশিস দত্ত

ধরে নিতে হবে পুজোর আগে মাদ্রিদের 'বেস্ট অফ ইউ' কোম্পানির তরফ থেকে বঙ্গবাসীকে ব্রাজিল ও উরুগুয়ের খেলা দেখার সুযোগ করে দেওয়াই আসলে এক শারদ উপহার। শোনা যাচ্ছিল, অনুজ কিচলু নাকি এই দুটি দলকে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে আসছেন। বুধবার দুপুরে সরাসরি কিচলুই বললেন, 'আমি অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের কেউ নই। আমি মাদ্রিদের বেস্ট অফ ইউ কোম্পানির হয়ে এজেন্টের কাজ করি। কলকাতা ও মুম্বইয়ে অহরহ যাতায়াত করি। এর ফলেই কলকাতার ফুটবলপ্রেমের সঙ্গে পরিচয়। তাই মনে হয়েছে ব্রাজিল এবং উরুগুয়ের খেলা দেখে কলকাতাবাসী আনন্দ পাবে। এটাও জানি, পায়ের স্কিল দেখে মজা পাওয়ার জন্য মুখিয়ে আছে কলকাতা। নেহরু কাপে উরুগুয়ে মাতিয়ে দিয়েছিল এই শহরকে। কলকাতার লোকেদের ব্রাজিলপ্রেম জানে গোটা ভারত। তাই ব্রাজিলের সঙ্গে যোগাযোগের সময় আমরা শুধুই কলকাতার হয়ে প্রচার করেছিলাম।'

আপনাদের পরবর্তী টার্গেট কোন দেশ? মানে, এরপর ভারতে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে আসবেন কোন দেশকে? আর্জেন্টিনা? কিচলু বললেন, 'না না, আর্জেন্টিনার কথা অদূর ভবিষ্যতে আমরা ভাবছি না।' তা হলে কি ভোজিনিয়ার কেপ ভার্দে? এবারে হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন, 'বছরে অন্তত একটা বিদেশি দলকে ভারতে নিয়ে আসতে চাই। মুশকিল হচ্ছে, আমরা চাইলেই সবাইকে আনতে পারি না। একটা প্রেক্ষিত থাকে। যে কোনও দেশকে আমন্ত্রণ জানানোর আগে ভাবতে হয়, সংশ্লিষ্ট দেশের ভারতে আসার আগ্রহ আছে কি না। কেপ ভার্দে ভাল দল। যেসব দেশকে নিয়ে আসার ভাবনা রয়েছে, তাতে কেপ ভার্দেও আছে।'

আবার ফেরালাম তাঁকে ব্রাজিল ও উরুগুয়ে ম্যাচে। বললেন, 'কলকাতা ঘুরে দেখানোর একটা পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু দুটো দলের ফুটবলাররাই নিজেদের শক্তি ক্ষয় করতে নারাজ। আসলে ভারত সফরের শেষেই এরা সবাই বিভিন্ন ক্লাব দলের হয়ে খেলতে শুরু করবে। তাই এবারের এই ভারত সফরটা আসলে অনুশীলনের মঞ্চও বটে। কঠোর অনুশাসনের মধ্যে থাকতে হয় এই পেশাদার ফুটবলারদের।'

ভারত থেকে ফিরে গিয়ে ১৯৭৭ সালে ফুটবলসম্রাট পেলে বৃষ্টিভেজা ইডেন গার্ডেন্সকে 'মাডি গ্রাউন্ড' চিহ্নিত করেছিলেন। গর্বের কলকাতার পক্ষে মোটেই যা সুখের স্মৃতি নয়। এবার কিন্তু কলকাতা ম্যাচের উদ্যোক্তারা কোমর কষে আসরে নেমেছেন, যাতে কোনও সমস্যা না হয়। ফিফা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ, তাই উজবেকিস্তানের রেফারি দিয়ে ম্যাচ পরিচালনার কথা ভাবা হয়েছে।